জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

BANGLADESH RURAL WATER, SANITATION AND HYGIENE FOR HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PROJECT

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF)

এপ্রিল ২০২০

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) এর আর্থিক সহায়তায় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও ওয়াশ পরিষেবাদির উন্নয়নে 'মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প' বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে যার ফলে বাংলাদেশের বাছাইকৃত গ্রামীণ এলাকায় এসডিজি ৬.১ ও ৬.২ এর আলোকে 'নিরাপদ ব্যবস্থাপনা'র পরিষেবাদির প্রয়োজন মিটবে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এই প্রকল্পের দুইটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে।

বিশ্বব্যাংক ও এআইআইবি এর মধ্যকার ২০১৬ সালের (২০১৮ সালে সংশোধিত) চুক্তির শর্ত মোতাবেক বিশ্বব্যাংক প্রকল্পটি তদারকি করবে এবং বিশ্বব্যাংকের নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণ করে আইডিএ ও এআইআইবি উভয় অংশের ঋণ পরিচালনা করবে। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো - ইএসএফ (Environmental and Social Framework-ESF) প্রয়োগ করা হবে এবং এআইআইবি এই ইএসএফ-এর উপর আস্থা রাখবে; বিশ্বব্যাংক পরিবেশগত ও সামাজিক (ইএস) ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহ মূল্যায়ন করবে। সকল ইএন্ডএস মূল্যায়ন ও নথিপত্র ইএসএফ অনুসারে প্রস্তুত হবে এবং বিশ্বব্যাংক এগুলো পর্যালোচনা করবে।

বিশ্বব্যাংক ইএসএফ-এর চাহিদা মোতাবেক পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৭ (বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৭) অনুসাওে প্রকল্পটির জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা অনুসরণ করার প্রয়োজন হবে। যেহেতু সুনির্দিষ্ট প্রকল্প এলাকা এবং সুনির্দিষ্ট উপ প্রকল্প (উপ প্রকল্প এলাকা ও নকশা সহ) এখনো চিহ্নিত হয়নি সেহেতু এই পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) প্রণয়নের মাধ্যমে একটি *কাঠামোগত পদ্ধতি* গ্রহণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। ইএসএমএফ-টি কীভাবে সুনির্দিষ্ট ইএস ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে এবং তাদের সমাধান করতে হবে সে বিষয়ক নীতিমালা, পদ্ধতি ও নির্দেশনা বর্ণনা করেছে। ইএসএমএফ-টি ইএস ঝুঁকির জন্য উপ প্রকল্পের স্ক্রিনিং এবং ঋণীর সক্ষমতা মূল্যায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা বিষয়ক নির্দেশিকাও সন্নিবেশ করেছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্প-স্থান বিশেষে ইএস মূল্যায়ন ইএসএমএফ অনুসারে সম্পন্ন করা হবে; এই ইএসএমএফ সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড শুরুর আগেই প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রকল্পটির আওতায় বাংলাদেশের ৪টি বিভাগের (ময়মনসিংহ, রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট) ১৮টি জেলাভুক্ত প্রায় ৭৮টি উপজেলার পানি স্বল্পতা রয়েছে এমন প্রায় ৭৮টি এলাকার ৩০০-৭০০ বসতবাড়ির জন্য বড় আকারের নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনের বন্দোবস্ত রয়েছে যার সুনির্দিষ্ট স্থান এখনো নিশ্চিত হয়নি। এর মাধ্যমে পানি স্বল্পতা রয়েছে এমন ৩,০০০ এলাকার ৩০-৪০ টি বসতবাড়িতে ছোট আকারের নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার বন্দোবস্ত রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় দুই পিট বিশিষ্ট শৌচাগার স্থাপনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। বসতবাড়ির পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রায় ৪০,০০০ পরিবারের ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের সুবিধাও প্রকল্পে রয়েছে। অসহায় বা দুর্দশাগ্রস্ত লোকজন বিনামূল্যে পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা পাবেন এ প্রকল্পে।

প্রকল্পটির পাঁচটি প্রধান খাত রয়েছে:

খাত ১: এ খাতের আওতায় পানির স্বল্পতা রয়েছে এমন এলাকার ৩০০-৭০০ বসতবাড়িতে প্রায় ৭৮টি নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য এবং ৩০-৪০ বসতবাড়িতে প্রায় ৩,০০০টি নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা খাতে বিনিয়োগের বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে। বসতবাড়ির পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে প্রায় ৪০,০০০ পরিবারের এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা রয়েছে। এছাড়াও জলবায়ুর উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পানীয় জলের উৎস অনুসন্ধানে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৫টি জেলায় প্রযুক্তিগত বিকল্পগুলো যাচাই ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

খাত ২: পয়ঃনিষ্কাশন ও জন স্বাস্থ্যবিধি সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি খাতে বিনিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এ খাতে। এর আওতায় অধিক জনসমাগমস্থল, কমিউনিটি হেলথ্ ক্লিনিক এবং বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে সুবিধা প্রদান করা হবে। আয়ের উপর নির্ভর করে বসতবাড়িতে দুই পিটবিশিষ্ট শৌচাগার ও হাতধোয়ার স্থান নির্মাণে ক্ষুদ্রঋণ

দানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সুবিধা প্রদান করার ও অনুদানের মাধ্যমে এ সুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্থানীয় উদ্যোক্তা যারা পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত মালামাল নিয়ে ব্যবসায় জড়িত তাদেরকে ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ প্রদানের সুবিধা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের সুবিধা রাখা হয়েছে যাতে তারা এসডিজি-৬ এর শর্ত মোতাবেক ওয়াশ পরিষেবাসম্বলিত পণ্য স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন। নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রচলন বিশেষ করে মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রযুক্তির প্রচলন করার এবং ওয়াশ এর প্রতি সচেতনতা ও মূল্য পরিশোধে আগ্রহী করে তুলতে আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ (বিহ্যাভিওরাল চেঞ্জ কম্যুনিকেশন - বিসিসি) ক্যাম্পেইন এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

খাত ৩: প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করবে যেটা নতুন খসড়া পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য জাতীয় কৌশল বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। ওয়াশ ক্ষেত্রে কর্মরত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদেও বাছাই করে সক্ষমতা উন্নয়নে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

খাত ৪: প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রস্তাবিত প্রকল্প সমন্বয় ও বাস্তবায়ন করতে ডিপিএইচই ও পিকেএসএফ-কে মূল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডে সহায়তা করবে।

খাত ৫: কোভিড-১৯ এ জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থার আওতায় পরিবর্তিত কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে দ্রুত ও সময় মতো ওয়াশ পরিষেবাদি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কন্টিনজেন্ট ইমারজেন্সি রেসপন্স কমপোনেন্ট (সিইআরসি) এর আওতায় জরুরি অবস্থায় অন্য প্রকল্প খাত থেকে ঋণ দ্রুত পুনঃবণ্টনের ব্যবস্থা রয়েছে।

ইএসএমএফ প্রস্তুতির সময় ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান সহ সম্ভাব্য উপকারভোগী ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি ও তার সমাধান বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সম্পর্কিত চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপের ঠিক আগেই চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগে চারটি স্টেকহোল্ডার পরামর্শ সভা সম্পন্ন করা হয়েছে যেখানে ৯টি সভা করার পরিকল্পনা ছিলো। স্টেকহোল্ডারদের মতামত/উদ্বেগকে যতটা সম্ভব এই ইএসএমএফ-এ বিবেচনা করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি মানুষজনের কাছে সরবরাহ করা হয়েছে যেখানে নিয়মিত হাত ধোয়া, সামাজিক দূরত্ব, আচরণগত পরিবর্তন, আইসোলেশন প্রভৃতি বিষয়ে নির্দেশিকা রয়েছে। প্রকল্পের প্রকৃতি ও আকার এবং এর ঝুঁকি ও প্রভাব বিবেচনায় প্রকল্পটি একটি স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা - এসইপি (স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্ল্যান - এসইপি) প্রণয়ন করেছে। প্রকল্পের প্রকৃতি, স্থান, প্রভাবের মাত্রা প্রভৃতি বিবেচনায় সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রশমন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংকের ইএসএফ অনুসরণ করে ইএসএমএফ-এ সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রকল্পের পরিবেশগত ঝুঁকিগুলো পানি দূষণ, বর্জ্য নিষ্কাশন ও অপরিশোধিত বর্জ্য থেকে উৎপন্ন হবে। মূল সামাজিক ঝুঁকিগুলো প্রধানতঃ নির্দিষ্ট অসহায় গোষ্ঠী বা ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়গুলো থেকে বঞ্চনা সংক্রান্ত। প্রস্তাবিত পয়ঃনিষ্কাশন কর্মকাণ্ড খোলা স্থানে মলত্যাগ হ্রাস করে থাকবে যেটা তাৎপর্যপূর্ণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পটি ছাড়া যেখানে সেখানে মানব বর্জ্য নিষ্কাশনের অস্বাস্থ্যকর চর্চা প্রাকৃতিক সম্পদের দূষণ ঘটায় এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। নির্মাণ সংক্রান্ত প্রভাব (শব্দ, বায়ু ও পানি দূষণ) গুলোকেও প্রমাণিত সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় ব্যবস্থাপনা করার প্রয়োজন হবে। ইএসএমএফ-এ বিষয়গুলো প্রশমিতকরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে নীতি ও পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে করে কমিউনিটির জনসাধারনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়টি বিবেচনা করে প্রকল্প নকশা তৈরি হয় যেন উপকারভোগী জনগণের সর্বাধিক সুবিধা নিশ্চিতের ব্যবস্থা হয়। কাঙ্ক্ষিত ইএস প্রভাবগুলো যথাযথ পরিবেশ আইন চর্চা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ও ইএস ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রশমন করা সম্ভব। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকে কর্মীদের জন্য ও স্থানীয় এলাকাবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে করে এর বিস্তৃতি প্রকল্প বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে। প্রস্তাবিত প্রকল্প কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট ইএস ঝুঁকি ও প্রভাব বিবেচনায়, এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট পূর্ব অভিজ্ঞতা ও ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থাপনায় সামর্থ বিবেচনায় প্রকল্পের সামগ্রিক ইএস ঝুঁকিকে 'মধ্যম' পর্যায়ের হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উপ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পূর্বে এদের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাবের মাত্রা ও প্রকটতা সম্পর্কে ধারণা পেতে স্ক্রিনিং করা হবে যাতে করে আরো ইএস মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করা যায়। স্ক্রিনিং -এর ক্ষেত্রে (ক) উপ প্রকল্পের স্থান ও পারিপার্শ্বিক

অবস্থা বিবেচনা, (খ) উপ প্রকল্পের মূল ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, এবং (গ) উপ প্রকল্পের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, প্রতিবেশ ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উপর এর প্রভাবগুলোর প্রাথমিক মূল্যায়ন হবে।

ইএসএফ এর চাহিদা মোতাবেক একটি স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা-এসইপি (স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্ল্যান-এসইপি), শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-এলএমপি (লেবার ম্যানেজমেন্ট প্রসেডিউর-এলএমপি), পরিবেশগত ও সামাজিক অঙ্গীকার পরিকল্পনা-ইএসসিপি (এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোস্যাল কমিটমেন্ট প্ল্যান-ইএসসিপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলো ছাড়াও সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত উপকারভোগীর জন্য একটি অভিযোগ প্রতিবিধান কৌশল-জিআরএম (গ্রিভেন্স রিড্রেস মেকানিজম-জিআরএম) এর নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে। শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে একটি পৃথক জিআরএম প্রস্তুত করা হয়েছে। এলএমপি তে কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি ও সতর্কীকরণ বিষয়ে নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ রাখা হয়েছে। ওয়াশ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত কর্মী ও অন্যানদের কোভিড-১৯ প্রটোকল বিষয়ে প্রশিক্ষণের বিষয়ে ইএসএমএফ-এ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

ডিপিএইচই এবং পিকেএসএফ এ দুইটি বাস্তবায়নকারী সংস্থার দুইটি পৃথক প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট-পিএমইউ (প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট-পিএমইউ) থাকবে। ডিপিএইচই প্রকল্পের আওতায় গণ স্থাপনার উন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করবে। ডিপিএইচই নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও কমিউনিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন স্থানে গণ ওয়াশ পরিষেবাদি প্রদান; অতিদরিদ্রদের জন্য অনুদানভিত্তিক পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা এবং শর্ত মোতাবেক অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করবে। ডিপিএইচই-এর পিএমইউ একজন পূর্ণকালীণ প্রকল্প পরিচালক, একজন উপ প্রকল্প পরিচালক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, ইএস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষায়িত ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হবে যারা ডিপিএইচই এর মধ্য থেকে বা বাইরে থেকে নিয়োগ পেতে পারেন।

পিকেএসএফ প্রকল্পের আওতায় ব্যক্তিগত সম্পদ উন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করবে। এই প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ মাঠ পর্যায়ের ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থায়ন করার দায়িত্ব পালন করবে যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকল্প এলাকার বসতবাড়ির ওয়াশ সুবিধার মানোন্নয়নে পরিবারগুলোকে ঋণ প্রদান করবে। উপরন্তু পিকেএসএফ চাহিদা তৈরিতে এবং এসডিজি-৬ এর শর্ত মোতাবেক ওয়াশ সুবিধা স্থাপনে ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করবে। পিকেএসএফ-এর পিএমইউ একজন পূর্ণকালীণ প্রকল্প পরিচালক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, ইএস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষায়িত ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হবে যারা পিকেএসএফ এর মধ্য থেকে বা বাইরে থেকে নিয়োগ পেতে পারেন।

সার্বিক দিক নির্দেশনা ও নীতিমালা সংক্রান্ত নির্দেশনা দিতে জাতীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানীয় সরকার বিভাগে একটি প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) থাকবে যেখানে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব সভাপতিত্ব করবেন। পিএসসি গঠনে ডিপিএইচই, পিকেএসএফ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি থাকবেন। পরিবেশ বিভাগ উপ প্রকল্পের অনুমোদন প্রদান করবে।

প্রকল্প নকশা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জড়িত থাকবে। ওয়াশ কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন, সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন পরিষদের সত্ত্বাধিকারবোধ তৈরি ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ইএস বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ইএসএমএফ-এ জনশক্তি ও প্রশিক্ষণের মতো সক্ষমতা উন্নয়ন ব্যবস্থাও সুপারিশ করা হয়েছে।

সূচিপত্র

ভূমিকা ও প্রকল্প বর্ণনা.....০৫
আইনগত, রেগুলেটরী এবং প্রশাসনিক কর্মকাঠামো:.....১৩
পরিবেশ ও সামাজিক বেইজলাইন তথ্য.....১৮
সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব চিহ্নিতকরণ এবং প্রশমন ব্যবস্থা.....৩৪
স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ ও তথ্য উন্মোচন.....৩৮
পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য পদ্ধতিগত কাঠামো.....৪১
প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা ও সক্ষমতা মূল্যায়ন.....৪৫
সংযুক্তি-এ প্রকল্পভুক্ত উপজেলার তালিকা.....৫০
সংযুক্তি-বি পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রিনিং চেকলিস্ট এবং নেতিবাচক প্রকল্প তালিকা.....৫৩
সংযুক্তি-সি প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (আইইই).....৫৫
সংযুক্তি-ডি সামাজিক প্রবাব নিরূপন স্ক্রিনিং তথ্য শীট.....৫৯
সংযুক্তি-ই নমুনা পরিবেশগত ও সামাজিক পরিচালক পরিকল্পনা (ইএসপিএম).....৬০

ভূমিকা ও প্রকল্প বিবরণী

পরিপ্রেক্ষিত

অতি দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছে এবং বিশেষ করে, মানব উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে। তবুও তাৎপর্যপূর্ণ মানব সক্ষমতা উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলো বর্তমান কেননা ২০৩০ সাল নাগাদ দেশটির দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে ২০৩১ সাল নাগাদ একটি উচ্চ মধ্যম-আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। প্রায় ৬৩ শতাংশ পল্লী জনগণ নিয়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই এখনো পল্লী এলাকা। আর তাই দেশের সম্ভাব্য মানব সক্ষমতা গুরুত্ব অনুধাবন করে পল্লী এলাকায় বিনিয়োগ জরুরি।

বিশ্বব্যাংকের Bangladesh Water, Sanitation and Hygiene (WASH) দারিদ্র্য লক্ষণগুলো WASH অভিগম্যতার তাৎপর্যকে এবং দেশের মানব সক্ষমতা উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ এর গুনগত মানকে গুরুত্ব প্রদান করেছে। এর থেকে দেখা যায় যে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের এক তৃতীয়াংশের বেশি রুগ্ন (Stunted) এবং এর ফলে তাদের বৃদ্ধি পাওয়ার ও শেখার ক্ষমতা সীমিত। যে কারণে বাংলাদেশ পূর্ণ বিকশিত হতে পারছে না। শিশুদের সম্পূর্ণ শারীরিক ও বোধশক্তির সম্ভাব্য বিকাশ সাধন না হওয়ায় এটা তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও আয়ের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যয় ও সময় ক্ষেপনের মাধ্যমে সার্বিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। দারিদ্র সীমার সর্বনিম্নস্তরের জনগণ, বিশেষ করে নারী ও মেয়ে শিশুরা অপর্যাপ্ত WASH এর দুর্ভোগ পোহায় সবচেয়ে বেশি, কেননা স্বল্প আয়, স্বাস্থ্যসেবায় সীমিত অভিগম্যতা, খাদ্য অনিরাপত্তা, এবং স্বল্প শিক্ষার মতো অন্যান্য বঞ্চনাগুলো তাদের জীবনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধির পরিচর্যাগুলো মেয়েদের স্বাস্থ্য ও মানব সক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে যেহেতু ঋতু চলাকালীন অবস্থায় অনেকেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারে না। বিভিন্ন সময়ের তথ্য প্রমাণাদি থেকে দেখা যায় যে, সফল WASH Intervention গুলো সার্বিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের রুগ্নতা হ্রাস করতে সহায়ক হতে পারে। বিভিন্ন উপায়ে এটা হতে পারে: (১) ডায়রিয়ার মতো রোগে কম আক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে, (২) অন্ত্র সংক্রান্ত রোগব্যাধি নিরাময়ের মাধ্যমে, (৩) পানিবাহিত ও সংক্রামক ব্যাধির সংক্রমন হ্রাসের মাধ্যমে, এবং (৪) রক্তস্বল্পতা হ্রাসের মাধ্যমে। তাছাড়া গুনগত WASH সেবাগুলো সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধে ও মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় অত্যাবশ্যকীয়। পরিষ্কার ও নির্ভরযোগ্য পানির উৎসের সহজলভ্যতা হাত ধোঁয়া এবং বিভিন্ন স্থান যেগুলো জীবাণু ও ভাইরাসের আবাসস্থল হতে পারে সেগুলো পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে একান্ত প্রয়োজন। সাবান দিয়ে হাত ধোঁয়া সংক্রামক রোগ যেমন, ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড এবং কোভিড-১৯ এর সংক্রমণকে ধীর করে ফেলার জন্য খুবই কার্যকর একটি উপায়। প্রকল্পটি এ সব বিষয়কে লক্ষ্য করেই প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের বর্ণনা

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা ও তার জনগণের সার্বিক পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থা এবং জীবন মানের উন্নয়ন করা। প্রকল্পের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো হচ্ছে: (১) বাংলাদেশের চিহ্নিত গ্রামীণ এলাকায় WASH সেবাগুলোর মান ও অভিগম্যতার ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করা; এবং (২) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এসডিজি ৬ এর পরিষ্কার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সরবরাহের সক্ষমতা অর্জনে এ খাত সংক্রান্ত নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন করা।

প্রকল্পটি পাঁচটি প্রধান উপাদানের উপর জোর দিচ্ছে।

উপাদান ১: পানি সরবরাহে বিনিয়োগ

১.১ বড় নলের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ৭৮টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থার যোগান দিবে যার প্রতিটি থেকে পানি উৎসের সংকটাপন্ন লোকালয়ের ৩০০-৭০০ টি খানায় পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

১.২ ছোট নলের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা'র লক্ষ্য হচ্ছে ৩,০০০ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার যোগান দেয়া যার প্রতিটি থেকে পানি উৎসের সংকটাপন্ন লোকালয়ের ৩০-৪০ টি খানায় পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

১.৩ পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে খানায় ঋণ প্রদান সুবিধা প্রায় ১,২০,০০০ খানাকে বাড়ির পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ করে দিবে।

১.৪ পানি সরবরাহ বাজার উন্নয়ন স্থানীয় পানি বিষয়ক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ করে দিবে।

১.৫ অধিকতর জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সম্ভাব্যতা জরিপ দক্ষিণ বঙ্গের পাঁচটি জেলায় পানীয় জলের উৎস উদ্ভাবনে এবং কারিগরি বিকল্প অনুসন্ধানে ও তাদের আর্থিক টেকসহিতার বিষয়টি চিহ্নিত করবে।

উপাদান ২: পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিষ্কার পরিচ্ছনতায় বিনিয়োগ

২.১ গণ পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা সুবিধা এর আওতায় অধিক পথচারী সমাগম এলাকা, কমিউনিটি হেল্‌থ ক্লিনিক এবং বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা সুদিধাদির ব্যবস্থা করা হবে।

২.২ বসতবাড়িতে পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা সুবিধা এর আওতায় খানার আয় সীমার উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ বা অনুদান প্রদানের মাধ্যমে দুই পিটের পায়খানা ও হাত ধোয়া স্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

২.৩ পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা বাজার উন্নয়ন এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের সুবিধার্থে ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে। এ সকল উদ্যোক্তাকে সঠিক ভাবে পায়খানা স্থাপনের জন্য এবং এসডিজি ৬ এর বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে WASH পণ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখতে প্রশিক্ষণ প্রদা করা হবে।

২.৪ উদ্ভাবন স্থানীয় WASH প্রযুক্তি বিশেষ করে মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রযুক্তিকে সহায়তা করবে।

২.৫ Behavioral Change Communication (BCC) ক্যাম্পেইন WASH বিষয়ক নিয়মিত চর্চা এবং এ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে।

উপাদান ৩: প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ

৩.১ নীতিমালা ও রেগুলেটরি কাঠামো এর আওতায় নীতিমালা তৈরিতে সহায়তা করা হবে যেটা নতুন প্রণয়নকৃত 'পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত জাতীয় কৌশল' বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

৩.২ সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম WASH খাতে কর্মরত লক্ষ্যভূত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের কয়েক বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নক্‌শা প্রণয়ন করবে ও বাস্তবায়ন করবে।

উপাদান ৪: প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা

এই উপাদানের আওতায় মূল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডকে সহায়তা প্রদান করা হবে যাতে করে প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নে ডিপিএইচই এবং পিকেএসএফ সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।

উপাদান ৫: জরুরি সেবা

৫.১ কোভিড-১৯ জরুরি সেবা -এর আওতায় যেখানে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তনের কারণে তার সাথে সহনশীল হওয়ার প্রয়োজন সেখানে দ্রুত ও যথাসময়ে WASH সেবাসমূহ সরবরাহ করা হবে।

৫.২ আকস্মিক জরুরি সেবা এর আওতায় জরুরি অবস্থায় অন্য প্রকল্প খাত থেকে দ্রুত ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। এ উপাদান কার্যকর করতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জরুরি অবস্থা ঘোষণা, দুর্যোগ অবস্থা ঘোষণার মতো পরিস্থিতি ঘোষণা করতে হবে যার ফলে জরুরি তহবিল ব্যবহার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। সংযুক্তি-বি তে কোন কোন উপ-প্রকল্প এই সেবার আওতাভুক্ত হবে তার তালিকা দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পটি ১৮টি জেলাভুক্ত ৭৮টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে। (উপজেলার তালিকা সংযুক্তি-এ দ্রষ্টব্য এবং নীচের মানচিত্রে উপজেলার অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে। তবে এখনো কর্মএলাকার বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করা হয়নি। উপজেলা বাছাই-এর ক্ষেত্রে পানির প্রাপ্যতা ও গুনগত মান, WASH কাভারেজ এবং ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবার মান প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে।

PROJECT UPAZILAS CONVERGING WITH ISPPP
PROJECT UPAZILAS CONVERGING WITH HSSP
DIVISION CAPITALS
NATIONAL CAPITAL
DISTRICT (ZILA) BOUNDARIES
DIVISION BOUNDARIES
INTERNATIONAL BOUNDARIES
INDIA
RANGPUR
Rangpur
MYMENSINGH
Mymensingh
SYLHET
Sylhet
RAJSHAHI
Rajshahi
DHAKA
DHAKA
KHULNA
Khulna
BARISAL
Barisal
CHITTAGONG
Chittagong
Mouths of the Ganges
Bay of Bengal
BANGLADESH
MYANMAR
0 25 50 Kilometers
0 25 50 Miles
IBRD 44597 | MARCH 2020

মানচিত্র

এ প্রকল্পের মাধ্যমে ময়মনসিংহ, রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ৭৮টি উপজেলার প্রায় ৩৪ লক্ষ মানুষ তাদের বাড়িতে 'নিরাপদ-ব্যবস্থপনা'র WASH সেবাসমূহ ব্যবহারের অধিকতর সুযোগ লাভ করবে; এবং অধিকতর মানুষ গণ এলাকায় 'নিরাপদ ব্যবস্থাপনা'র WASH সেবাসমূহ ব্যবহারের ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ লাভ করবে। এছাড়াও প্রকল্প সরবরাহকৃত পুঁজি ব্যবহার করে পিকেএসএফ যে পুনঃ চক্রায়ন তহবিল গঠন করবে তা থেকে আরো প্রায় ২৬ লক্ষ মানুষ 'নিরাপদ-ব্যবস্থাপনা'র WASH সেবাসমূহ ব্যবহারের সুযোগ লাভ করবে। 'নিরাপদ ব্যবস্থাপনা'র WASH সেবাসমূহ ব্যবহারের এই বর্ধিত সুযোগ থেকে বিশেষ করে শিশু, নারী ও অবহেলিত জনগণ সুবিধা প্রাপ্ত হবে; কেননা অর্থনৈতিক ও শিক্ষার সুযোগ থেকে আজীবন বঞ্চনা ও সীমিত অভিগম্যতার দরূন স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির ক্ষেত্রে এরাই সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল।

প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের জন্য সহায়ক হবে কারণ এটি প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন ও সক্ষমতা উন্নয়নে কাজ করবে। আর বেসরকারি খাত এ থেকে সুবিধা পাবে WASH ঋণের জন্য পুঁজি বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং 'নিরাপদ ব্যবস্থাপনা'র WASH সেবাসমূহ সরবরাহ করতে বাজার সৃষ্টি ও সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

প্রকল্প এলাকায় সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত লোকজনকে চিহ্নিত করা হবে Convergence Approach এর মাধ্যমে। যে সকল পরিবারে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু রয়েছে এবং যে সকল পরিবার হতদরিদ্র পরিবার তারা এ দলে অন্তর্ভুক্ত হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার হতদরিদ্র পরিবারের জন্য শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতায় আসা জরুরি, কেননা এক্ষেত্রে তারা পয়ঃনিষ্কাশন অনুদান প্রাপ্ত হবে। কোভিড-১৯ বিষয়টি বিবেচনা করে বাংলাদেশের ৫টি জেলার প্রায় ৭০০ এলাকায় হাত ধোয়ার স্থানের সাথে ছোট পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাও প্রকল্পে রয়েছে।

প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করবে IDA (২০০ মিলিয়ন ইউএসডি), Asian Innfrastructure Development Bank (AIIB) (২০০ মিলিয়ন ইউএসডি) এবং অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান (১৪৩.৩০ মিলিয়ন ইউএসডি)। বিশ্বব্যাংক ও AIIB এর মধ্যকার ২০১৬ (পরবর্তীতে ২০১৮ তে সংশোধিত) চুক্তি মোতাবেক বিশ্বব্যাংকের নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিশ্বব্যাংক প্রকল্পটির দেখভাল করবে এবং IDA ও AIIB উভয়ের ঋণ পরিচালনা করবে। সে মোতাবেক যে তহবিল উৎসই হোক না কেন সে তহবিলের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণে একটি সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণের বিষয়ে AIIB এর সাথে ঐকমত্য সিদ্ধান্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের ESF ব্যবহার করা হবে এবং AIIB, ES ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন করতে ESF ও বিশ্বব্যাংক-এর উপর আস্থা রাখবে। মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রস্তুতি ও নথিপত্র ESF অনুযায়ী প্রস্তুত করা হবে এবং ব্যাংক এটি সংশোধন করতে পারবে। ESCP AIIB অর্থায়নকৃত কাজে ESF প্রয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণ করবে এবং বিশ্বব্যাংক ও AIIB যা করবে সে বিষয়ে সহযোগিতা করবে ও তদারকিতে সাহায্য করবে। প্রকল্পে একটি একক Grievance Redressal Mechanism (GRM) থাকবে।

উপাদান ১ এর আওতায় প্রকল্পের পরিকল্পনা রয়েছে বর্তমানে ব্যবহৃত হস্তচালিত পাম্পগুলো বৈদ্যুতিক নলকূপ - যেখানে সম্ভব সেখানে সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত পাম্পু দ্বারা প্রতিস্থাপন করা যেগুলোর সাথে পানি শোধনের ব্যবস্থাও থাকবে এবং বাড়িতে সম্পূর্ণ ভর্তুকিসহ নলের মাধ্যমে অবিরাম পানি সরবরাহ করা। নীচের চিত্রে এর একটি নকশা উল্লেখ করা হয়েছে। উপ খাত ১.১ এর আওতায় পানির স্বল্পতা রয়েছে এমন ৭৮টি এলাকার ৩০০-৭০০ টি বাড়িতে (১৩৫০-৩১৫০ জন মানুষের জন্য) পানি পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য হাতে নেয়া হয়েছে এবং গ্রামীণ বাড়িঘরেও নলের মাধ্যে পানি সরবরাহ করা হবে। প্রতিটি সরবরাহ ব্যবস্থার একক ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪,৫০,০০০ থেকে ৫,০০,০০০ ইউএসডি। এটি বাস্তবায়নের জন্য দুইটি পন্থায় কাজ করা হবে:

(১) অধিকাংশ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য DPHE গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নকশা প্রস্তুত ও নির্মাণ তদারকির জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ করবে এবং ব্যবস্থা পরিচালনাকারীরা Build-and-Operate (BO) ভিত্তিতে সাত বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবে। সম্পদের মালিকানা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে থাকবে যারা একটি কারিগরি সহায়ক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় পানি ব্যবস্থাপনার স্থাপনাসহ ভূমির নিরাপত্তা বিধানে দায়িত্ব পালন করবে। উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যয় সংকোচনের মতো দক্ষতার বিষয়টি বিশেষ করে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য বিষয়। একটি সেবা চুক্তির আওতায় সর্বোচ্চ ২০টি পর্যন্ত সরবরাহ ব্যবস্থা সমন্বয় করার মাধ্যমে এ ধরনের দক্ষতা অর্জন করা যেতে পারে।

(২) পাইলট Design, Build and Operate (DBO) চুক্তির জন্য এ সকল পানি সরবরাহ ব্যবস্থার একটি ক্লাস্টার এ উপ খাতের আওতায় DBO ডেলিভারি মডেল এর মাধ্যমে ক্রয় করা হবে যেখানে একজন কন্ট্রাক্টর/পরিচালনাকারী গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নকশা ও পরিচালনার জন্য নিয়োজিত হবে এবং তারপর সাত বছর এর তদারকি করবে। DBO প্রতিষ্ঠানটি একটি সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে পারে, অথবা কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বা কন্ট্রাক্টরের জোট হতে পারে। DBO প্রতিষ্ঠানটি ক্লাস্টারভুক্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার O&M এর দায়িত্বে থাকবে।

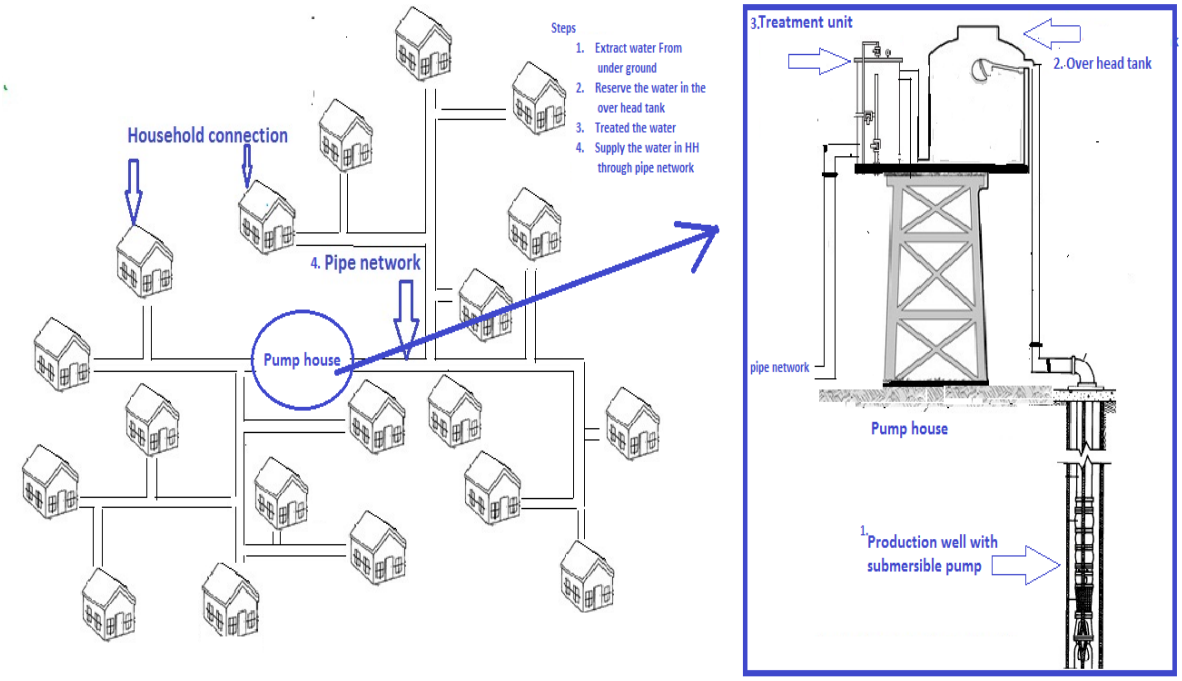

চিত্র

উপ খাত ১.২ এর আওতায় মারাত্মক নিরাপদ পানি স্বল্পতা ও গুনগত মানসম্পন্ন পানির সমস্যা রয়েছে এমন ১,৩০০-১,৭০০ টি এলাকাকে সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিটি পাড়ায় ১-৩ টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৩,০০০ ছোট পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করা হবে যার প্রতিটি প্রায় ৩০-৪০ টি বাড়িতে (১৩৫-১৮০ জন লোকের জন্য) পানি সরবরাহ করতে পারবে। প্রতিটি ছোট পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১২,৫০০ থেকে ১৫,০০০ ইউএসডি। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিটি এলাকা অগ্রিম ৭,০০০ টাকা (প্রায় ৮২ ইউএসডি) ও মাসিক পানির বিল পরিশোধ করবে। আর্থিক ও পরিচালন সংক্রান্ত টেকসহিতা বৃদ্ধির, প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং ব্যয় সংকোচনের সম্পূর্ণ সুবিধা লাভের লক্ষ্যে ক্লাস্টারগুলোতে DBO চুক্তি প্রয়োগ করা হবে যেখানে প্রতিটি চুক্তির আওতায় ২০-৪০ টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা থাকবে।

উপ খাত ১.৩ এর আওতায় নিজেদের বসতবাড়িতে হাত ধোয়া ব্যবস্থা ও স্নানের ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে পানি সুবিধা উন্নীতকরণে ৬০,০০০ খানায় ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। এর আওতায় বর্তমানে ব্যবহৃত হস্তচালিত নলকূপ নতুন বা বর্তমানে ব্যবহৃত অগভীর ও গভীর নলকূপকে বিদ্যুৎচালিত ব্যবস্থায় প্রতিস্থাপন করাও সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ বসতবাড়ির পানি ও বর্জ্য পানি ব্যবস্থার গুনগত আদর্শ মান সার্টিফাই করার পদ্ধতি (DPHE এর অনুমোদন সাপেক্ষে) প্রণয়ন করবে এবং ঐ মান অনুযায়ী পানি ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য স্থানীয় উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার সময়ে কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের নিজস্ব পানি ঋণ নীতিমালা তৈরি হয়ে যাবে এবং বসতবাড়ি পানি ঋণের তাদের নিজস্ব কিছু পুঁজিও বিনিয়োগ হবে। এছাড়া বসতবাড়ি গৃহীত ঋণের পরিশোধকৃত অর্থ দ্বারা গঠিত পুনঃচক্রায়ন তহবিল থেকে আরো ৬০,০০০ বসতবাড়িতে প্রায় ১৭.৬ মিলিয়ন ইউএসডি পরিমাণ ঋণ প্রদান করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

উপাদান ২ এ মানসম্মত জলবায়ু সহনীয় শৌচাগার এবং হাত ধোয়ার স্থানযুক্ত করার মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়নের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন করা হবে। স্বল্প মূল্যে সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগে 'উন্নতমানের' পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় অভিগম্যতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেলেও ২০১৭ সালে মাত্র শতকরা ৩২ ভাগ গ্রামীণ জনগণ 'নিরাপদ ব্যবস্থাপনা'র পয়ঃনিষ্কাশন সেবায় অভিগম্যতার সুযোগ পায় এবং শতকরা ৩৫ ভাগ এখনো 'অনুন্নত' পয়ঃনিষ্কাশন সেবার অন্তর্ভুক্ত।[১] যদিও ২০০০ সাল থেকে মূলতঃ 'মূল' পয়ঃনিষ্কাশন সেবায় অভিগম্যতার ক্ষেত্রে অসমতা হ্রাস পেয়েছে[২], তারপরও সর্বোচ্চ বিশ ভাগ বিত্তশালী জনগণ থেকে সর্বনিম্ন বিশ ভাগ বিত্তশালী জনগণের মধ্যে পার্থক্য অপরিবর্তিত রয়েছে, জাতীয়ভাবে যথাক্রমে শতকরা ২৩ ভাগ ও শতকরা ৭৫ ভাগ। গ্রামীণ এলাকায় নলের মাধ্য পয়ঃ বর্জ্য সংগ্রহের হার

[১] UNICEF and WHO

[২] In 2000, the access rate to at least 'basic' sanitation for the poorest wealth quintile was 8 percent, while that for the richest wealth quintile was 63 percent.

শতকরা ১ ভাগের কম এবং একেবারে প্রত্যক্ষভাবে বসতবাড়ির Faecal Sludge Management (FSM) বিষয়ে কোন তথ্য নেই, যেমন, পিট বা সেপটিক ট্যাংক বর্জ্যশূন্য করা হয় কীভাবে কিংবা বর্জ্য কী করে পরিষ্কার ও শোধন করা হয় এ সংক্রান্ত তথ্য। অফসেট পিট ল্যাট্রিনগুলোর দুইটি বিকল্প পিট থাকে, যে পিটটি দূরবর্তী অবস্থানে থাকে সেটাতে জীবাণুযুক্ত বর্জ্য নিষ্ক্রিয় হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকে অথবা সেখান থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মোতাবেক নিরাপদভাবে বর্জ্য স্থানান্তর করার সুযোগ থাকে।[৩] বর্তমানে এক জোড়া অফসেট পিট ল্যাট্রিন মানে উন্নীত হওয়ার পাশাপাশি বসতবাড়ির জন্য প্রশিক্ষণের শর্ত ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের O&M এবং নিরাপদ বর্জ্য স্থানান্তরের উপর প্রশিক্ষণ শর্ত মূলতঃ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৬.২ এ বর্ণিত 'নিরাপদ ব্যবস্থাপনা'র পয়ঃনিষ্কাশন সেবার মান নিশ্চিত করার সুবিধা সৃষ্টির জন্যই বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে এটা মনে করা হয় যে, গ্রামীণ এলাকায় বেশির ভাগ মল বর্জ্য সঠিক ভাবে স্থানান্তর করা হয় না, এবং এর ফলে ভূগর্ভস্থ অগভীর পানির স্তর ও ভূমিস্থ পানির আধারগুলো সংক্রমণ হওয়াটা একটা দুঃশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপ খাত ২.১ এর আওতায় বাজার ও বাসস্ট্যান্ড এর মতো জন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ৩১২ টি গণ শৌচাগার নির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রায় ১,২৮০টি কমিউনিটি ক্লিনিকও তাদের WASH সেবাসমূহ নিশ্চিত করতে পুনঃ নির্মাণ কিংবা নতুন ভাবে নির্মাণের জন্য সহযোগিতার আওতায় আসবে। এ সকল নির্মাণ কাজে হাত ধোয়া, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য মানসম্মত নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উপ খাতের আওতায় বসতবাড়ির জন্য 'নিরাপদ-ব্যবস্থাপনা'র পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থার নিশ্চিত করতে অর্থায়নের সুযোগ থাকবে। এক্ষেত্রে শৌচাগার স্থাপনে নিরাপদ মল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুযোগ রয়েছে এমন জোড়া অফসেট পিট ল্যাট্রিন গুরুত্ব পাবে এবং এর সাথে হাত ধোয়া, স্নান ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। পিকেএসএফ গুনগত আদর্শ মান সার্টিফাই করার পদ্ধতি (DPHE এর অনুমোদন সাপেক্ষে) প্রণয়ন করবে, এ মান সম্পর্কে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিবে এবং মানগুলো দুই ধাপে যাচাই করার বিষয়টি তদারকি করবে। সরকার কর্তৃক পিকেএসএফ-কে প্রদেয় ১১৭.৬ মিলিয়ন ইউএসডি ঋণ সুবিধার আওতায় ৫,০০,০০০ বসতবাড়িতে জোড়া অফসেট পিট ল্যাট্রিন স্থাপন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পৌঁছানে সম্ভব হবে। বসতবাড়িগুলো দ্বিতীয় পিট স্থাপনের ব্যয় ভর্তুকি বাবদ একটি ইনসেনটিভ পাবে। প্রকল্প মেয়াদ সম্পন্ন হওয়ার প্রাক্কালে কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানের পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন এবং বসতবাড়ির জন্য পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঋণ খাতে নিজস্ব বিনিয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন হবে। আরো ৫,০০,০০০ বসতবাড়ি ১১৭.৬ মিলিয়ন ইউএসডি ঋণ সুবিধা পুনঃ চক্রায়ন তহবিল থেকে গ্রহণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে যে তহবিল ব্যাংক ও পিকেএসএফ এর তহবিল ব্যবহার করে গঠিত হবে। প্রায় ৩,০৪,০০০ হতদরিদ্র বসতবাড়িতে (প্রকল্প এলাকার মোট বসতবাড়ির প্রায় শতকরা ১০ ভাগ) সম্পূর্ণ ভর্তুকির আওতায় শৌচাগার অনুদান হিসেবে প্রদান করা হবে। উপ খাত ২.৩ এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাক্কলিত ৭.১ মিলিয়ন ইউএসডি পরিমাণ ঋণ প্রদান করা হবে ৪,০০০ স্থানীয় উদ্যোক্তাদের যার মাধ্যমে তারা বসতবাড়ির শৌচাগার নির্মাণের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবেন। পিকেএসএফ এ সকল স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সার্টিফাইড মান সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং বসতবাড়িতে পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাদি স্থাপনে এর বিভিন্ন মডেল সম্পর্কে নির্মাতা, সরবরাহকারী ও বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এছাড়া পিকেএসএফ ঋতুকালীন পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে স্যানিটারি নেপকিন বাজারজাতকরণ ও বিক্রির সাথে জড়িত ১৫০ জন মহিলা উদ্যোক্তাকে অর্থায়ন করবে।

উপ খাত ৪.১ এর আওতায় DPHE এর অভ্যন্তরে একটি WASH PMU প্রতিষ্ঠা করা হবে যে ইউনিটে সাত জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে (আর্থিক ব্যবস্থাপনা, প্রকৌশল, হাইড্রোজিওলজিস্ট, পরিবেশ বিষয়ক, সামাজিক, ক্রয়, এমএন্ডই বিশেষজ্ঞ) এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সম্পদও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এক্ষেত্রে প্রকল্প তদারকির জন্য ১২ জন জেলা সমন্বয়ক প্রয়োজনীয় সম্পদ নিয়ে থাকবে; এবং প্রকল্প এলকায় DPHE এর গবেষণাগার কর্তৃক পানির গুনগত মান যাচাই এর উন্নতমানের ব্যবস্থা থাকবে। উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান এবং/অথবা একক উপদেষ্টা যে সকল বিষয়ের দায়িত্বে থাকবে সেগুলো হচ্ছে: পরিবীক্ষণ সফ্টওয়্যার ও ড্যাশবোর্ড-এর উন্নয়ন (এর সাথে PMU এর প্রশিক্ষণ, ইউনিয়ন পরিষদের স্টাফদের প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়ক প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ, কন্ট্রাক্টর ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত হবে); নলবাহিত পানি ব্যবস্থা ও গণ শৌচাগার এর নক্শা প্রণয়ন ও দেখভাল; নলবাহিত পানি ব্যবস্থার পরিবীক্ষণ সফ্টওয়্যার/ড্যাশবোর্ড উন্নয়ন (পানির গুনগত মান সহ) এবং PMU, ইউনিয়ন পরিষদ স্টাফ ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ; 'নিরাপদ-ব্যবস্থাপনা'র WASH অবস্থা যাচাই-এ প্রারম্ভিক ও সমাপনী তদারকি ব্যবস্থার উন্নয়ন; পানির গুনগত মান গবেষণাগার তদারকি ব্যবস্থার উন্নয়ন; এবং 'নিরাপদ-ব্যবস্থাপনা'র WASH বিনিয়োগ ও মানব সক্ষমতা ফলাফলের মধ্যকার সম্পর্ক যাচাই এর প্রভাব মূল্যায়ন।

উপ খাত ৪.২ এর আওতায় যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে সেগুলো হচ্ছে: পিকেএসএফ এর অভ্যন্তরে একটি WASH PMU প্রতিষ্ঠা করা যেখানে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আট জন স্টাফ নিয়োজিত থাকবে (প্রকৌশল, পরিবেশ বিষয়ক, সামাজিক, ক্রয় এবং এমআইএস বিশেষজ্ঞ); খন্ডকালীন নিয়োগ হিসেবে একজন প্রকল্প পরিচালক এবং নিরীক্ষা, অর্থ ও প্রকল্পের জন্য তিন জন উপ

[৩] WHO. 2006. *Guidelines for the safe use of wastewater excreta and greywater. Volume IV: Excreta and Greywater Use in Agriculture.* Geneva: World Health Organization (WHO).

প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত থাকবে; মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও যাচাই-এর জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা সহ পাঁচজন Independent Verification Consultant (IVC) থাকবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং/অথবা একক পরামর্শক যে সকল দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন সেগুলো হচ্ছে: তদারকি সফ্টওয়্যার ও ড্যাশবোর্ডের উন্নয়ন (PMU, ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান ও Independent Verification Perssonel এর প্রশিক্ষণ এর সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকবে); বসতবাড়ির পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার মানসম্মত বিস্তারিত নক্শা (যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৬.১ ও ৬.২ এর শর্ত মোতাবেক); BCC উপাদানসমূহ প্রস্তুত (PMU ও ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানের স্টাফ, স্থানীয় উদ্যোক্তা ও ইউনিয়ন পরিষদের প্রশিক্ষণও অন্তর্ভুক্ত থাকবে); মোবাইল ফোন পরিবীক্ষণ সফ্টওয়্যার ও ড্যাশবোর্ডের উন্নয়ন সাধনে প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ, এবং ভালো চর্চা বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও বার্ষিক আর্থিক নিরীক্ষা সম্পাদন।

ESMF এর উদ্দেশ্য

যদিও সুনির্দিষ্ট প্রকল্প এলাকা এবং সুনির্দিষ্ট উপ প্রকল্প এলাকা (উপ প্রকল্প অঞ্চল ও নক্শাও এর অন্তর্ভুক্ত) এখনো চিহ্নিত করা হয়নি, তারপরও একটা পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামো (Environmental and Social Management Framework - ESMF) উন্নয়নের মাধ্যমে একটি কর্মকাঠামো পদ্ধতি (*framework approach*) গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উপ প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক (Environmental & Social -ES) মূল্যায়ন বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত উপ প্রকল্প এলাকায় সার্বিক পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে একটি কর্মকাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে। এই পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামো প্রকল্প নথির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ESMF নির্দিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণে ও সেগুলো প্রশমিতকরনে পথনির্দেশ দিতে এ সম্পর্কিত নীতিমালা, পদ্ধতি ও নির্দেশনা প্রভৃতি ব্যাখ্যা করেছে। ESMF পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকির জন্য উপ প্রকল্পের বাছাই-এর বিষয়ে, ঋণ গ্রহীতার সক্ষমতার বিষয়ে এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও নির্দেশনা দিয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে, ESMF মোতাবেক স্থান বিশেষে পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়নও করা হবে যেটা নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের আগেই প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা হবে। স্থান বিশেষের মূল্যায়ন পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রশমন ব্যবস্থার অভিযোজনে সহায়ক হবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বিষয়সমূহ, নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সামাজিক vulnerability, লিঙ্গ ও জিবিভি, পরামর্শ ও যোগাযোগ কৌশল এবং মূল্যায়ন ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত অন্যান্য বিষয়সমূহ খুঁজে পেতে সহায়ক হবে।

ESMF এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়নকৃত সকল উপ প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি শ্রেণিকরণে নির্দেশনা ও সরঞ্জামাদির যোগান দেয়া যে সকল ঝুঁকি সম্পর্কে এই মূহুর্তে বিস্তারিত কোন তথ্য নেই।
- পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন উপ প্রকল্প শ্রেণির জন্য বিস্তারিত প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা।
- প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকিসমূহ, সুবিধাদি ও প্রভাব বিষয়ে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুণ্ন রাখা এবং সুবিধাদি বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও এর প্রভাবসমূহ এড়াতে, সীমিত করতে ও প্রতিরোধ করতে ব্যবস্থাদি চিহ্নিতকরণে সহযোগিতা করা।
- উপ প্রকল্পের নকশা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে সকল সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়াদিকে মূলধারাভুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মকাঠামো সম্পর্কিত হাতিয়ার প্রস্তুতিতে নির্দেশনা প্রদান করা।
- উপ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন স্তরে স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করতে নির্দেশনা প্রদান করা।

প্রকল্প/উপ প্রকল্প এলাকাগুলোর বিস্তারিত তথ্য প্রকল্পের পরবর্তী স্তরে যখন পাওয়া সম্ভব হবে তখন বিশ্বব্যাংকের নীতিমালা ও বাংলাদেশ সরকারের আইন মোতাবেক পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রকার ও প্রয়োজনীয়তা পুনঃ যাচাই করা হবে।

ESMF এর প্রস্তুত প্রণালী:

ESMF প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়েছে:

- প্রকল্প নথি এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসহ অন্যান্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন সভা ও আলোচনার পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- নীতিমালা ও রেগুলেটরী চাহিদাসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- মূল পরিবেশগত ও সামাজিক পরিমাপকসমূহ এবং প্রকল্প কর্মকান্ডের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এমন বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরণে প্রাথমিক যাচাই করা হয়েছে।
- সেকেন্ডারি Literatur Review এবং মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে পরিবেশগত ও সামাজিক বেইজলাইন তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- উপকারভোগী এলাকাবাসীসহ স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে এবং পরামর্শ প্রক্রিয়া প্রস্তুত করা হয়েছে।
- প্রকল্প কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং উপ প্রকল্প পর্যায়েও তা যাচাই করা হয়েছে।
- বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের নিয়মনীতি অনুসরণের জন্য বিস্তারিত কর্মপন্থা প্রস্তুত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নিয়মনীতির মধ্যে বিভিন্ন পরিবেশগত ও সামাজিক নথিপত্র প্রস্তুতি, পরিবীক্ষণ কৌশল, স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্তি, Disclosure Requirements, Grievance Redress এবং প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন অন্তর্ভুক্ত।

বিকল্প ব্যবস্থা বিশ্লেষণ

নিম্নলিখিত অবস্থায় বিকল্প ব্যবস্থার বিশ্লেষণ নীচে উপস্থাপন করা হলো:

বর্তমানে প্রকল্প এলাকাতে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবাসমূহের অবস্থা সঙ্গীন এবং পরিষ্কার পানি ও বর্জ্য নিষ্কাশন, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধায় অভিগম্যতা সীমিত। এর ফলে পেটের পীড়া, ডায়রিয়া এবং অন্যান্য পানি ও মলবাহিত রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা অতি মাত্রায় ঘটে থাকে। যে এলাকাগুলোতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই সে এলাকার লোকজন নদী, সেচ খাল অথবা ভ্যান দিয়ে পরিবহনকৃত পানি প্রভৃতি উৎস থেকে প্রাপ্ত পানি ব্যবহার করে থাকে। বিশেষ করে শুকনা মৌসুমে যখন নদীর পানি শুকিয়ে যায় তখন লোকজন সেচ খালের পানি ব্যবহার করে যেটা সংক্রামিত হয়ে থাকতে পারে। এখানে নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশনের ধারণা অনুপস্থিত - গ্রামীণ জনসাধারণ পিট ল্যাট্রিন প্রস্তুত করে নিজেরাই পয়ঃনিষ্কাশনের বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনা করে থাকে। এ পরিস্থিতির তুলনামূলক বিচারে এটা আশা করা যায় যে, প্রকল্পটি লক্ষ্যভুক্ত এলাকার স্থানীয় জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাবে এবং পানি পরিবহন যা কখনো কখনো (মহিলা ও কম বয়সীদের দ্বারা) দীর্ঘ দূরত্বে করতে হয় এমন অপ্রয়োজনীয় কঠোর শ্রমকে লাঘব করবে। উন্নতমানের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার গুরুত্ব বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণও আলোকপাত করেছেন। এছাড়াও বর্তমানের খোলা স্থানের মলত্যাগ বা গ্রামীণ শৌচাগারগুলো জোড়া পিটের শৌচাগার দ্বারা প্রতিস্থাপন করা গেলে আরো ভালো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং মানববর্জ্যের নিরাপদ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সম্ভব হবে।

সম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহার এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়কে নিশ্চিত করতে পানি ব্যবহারে দক্ষতা এবং বর্জ্য স্থানান্তর প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

পরিশেষে বলা যায়, এটা পরিষ্কার যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বাছাইকৃত এলাকাগুলোর জনগণের মাঝে নিরাপদ পানির অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং বসতবাড়িতে ঋণ সুবিধার মাধ্যমে জোড়া পিটের শৌচাগার ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতমানের বিকল্প ব্যবস্থার সংস্থান করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে গিয়ে (পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে) সংজ্ঞায়িত প্রশমন ব্যবস্থা দ্বারা যদি সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলো আরো হ্রাস করা যায় তাহলে প্রকল্পটি ঐ এলাকাগুলোতে পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়গুলোতে আরো উন্নয়ন করতে পারবে।

আইনগত, রেগুলেটরী এবং প্রশাসনিক কর্মকাঠামো

সূচনা

বাংলাদেশ টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশগত সংরক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণের বিষয়টি দেশের সংবিধানে ১৫শ সংশোধনে অন্তর্ভুক্ত করেছে (২০১১ সালের ১৪ নং আইন)। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা ১৯৯২ ও পরিবেশ সংরক্ষণ নীতিমালা ১৯৯৭ সংশোধন করেছে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ প্রণয়ন করেছে। জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা অন্যান্য খাতের নীতিমালার সাথে এবং ঐ সকল নীতিমালা জাতীয় পরিবেশ নীতিমালার সাথে সমন্বয় সাধন করেছে। সামাজিক নীতিমালা যেমন, শ্রম আইন, নারী অধিকার বিষয়ক আইন, সংক্রামিত রোগ বিষয়ক আইন প্রভৃতি এ প্রকল্পে প্রয়োগ হবে। এছাড়াও বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ ও সামাজিক কর্মকাঠামো (Environment and Social Framework - ESF) এবং পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা (Environment, Health and Safety Guidelines - EHSG) এ প্রকল্পে প্রয়োগ করা যাবে। এ নীতিমালাগুলোর একটি পর্যালোচনা এ অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করা হলো।

জাতীয় পরিবেশগত ও সামাজিক আইন, নিয়ম, নীতিমালা ও কৌশলসমূহের পর্যালোচনা

বাংলাদেশের সংবিধান (সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ)

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক তে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের উন্নতি সাধনের জন্য পরিবেশগত সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অনুমোদন করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন"।

জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা ২০১৮

নীতিমালায় পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে চব্বিশটি বিভিন্ন খাত চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে 'নিরাপদ খাদ্য ও পানি' এবং 'জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সেবাসমূহ' দুইটি গুরুত্বপূর্ণ খাত যার উপর নীতিমালা বিশেষ জোর দিয়েছে। এ প্রকল্পের সাথে এ দুইটি খাতের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। 'নিরাপদ খাদ্য ও পানি' খাতটি খাদ্য, পানি ও অন্যান্য পানীয়ের স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ প্রভৃতিকে গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ নীতিমালায় পানির উৎসের নিকটবর্তী স্থানে কলকারখানা স্থাপন ও বর্জ্য নিষ্কাশন, বর্জ্য স্তুপীকরণ কেন্দ্র, ভূমিতে পয়ঃবর্জ্য জমা করা প্রভৃতি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা পরিচ্ছন্ন পরিবেশকে সুস্বাস্থ্যের পূর্বশর্ত হিসেবে অনুমোদন করেছে। এ প্রেক্ষিতে এটি দেশের জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পরিকল্পনা, নীতিমালা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড ভিত্তিক বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত করেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)

এই আইনটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক আইনকানুন, পরিবেশগত আদর্শ মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূশন প্রশমনের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষা বিষয়ক প্রধান আইনগত কর্মকাঠামো যার কারণে পূর্ববর্তী পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ আদেশ ১৯৭৭ বাতিল হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (সংশোধিত ২০১০)

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এবং ২০১০ সালে এর সংশোধন পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর আওতায় প্রথম বিধিমালা। এ বিধিমালার আওতায় কলকারখানা/উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মকান্ড এর শ্রেণিবিভাগ অনুসারে প্রাথমিক পরিবেশ পরীক্ষা (Initial Environmental Examinatin – IEE) এবং পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন (Environmental Impact Assessment - EIA) ও একটি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Environmental Management Plan - EMP) প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত মান ও নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটা লক্ষ্যণীয় যে, পরিবেশ অধিদপ্তর প্রতিটি শ্রেণির উপ প্রকল্পের কিছু করে পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রদান করবে। অন্যান্য উপ প্রকল্পগুলো পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসরণ করবে। ESIA এবং ESMP পর্যালোচনার কাজে বিশ্বব্যাংকের ES দল নিয়োজিত থাকবে। বিধি ৭ এ পরিবেশগত ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে প্রকল্পগুলোকে সবুজ, কমলা এ, কমলা বি ও লাল শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। সবুজ শ্রেণিভুক্ত প্রকল্পসমূহ কোন ধরনের EIA ছাড়াই পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র সনদ পেয়ে থাকে। অন্যান্য শ্রেণির প্রকল্পের ক্ষেত্রে এলাকা ছাড়পত্র সনদ পাওয়ার পর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সন্তোষজনক মান বিবেচনায় পরিবেশ ছাড়পত্র সনদ ইস্যু করা হয়ে থাকে। নীচের চিত্রে সব শ্রেণির প্রকল্পের

জন্য পরিবেশ ছাড়পত্র সনদ পাওয়ার প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের আওতাধীন সকল উপ প্রকল্পই হয় সবুজ, নয়তো কমলা এ শ্রেণিভুক্ত।

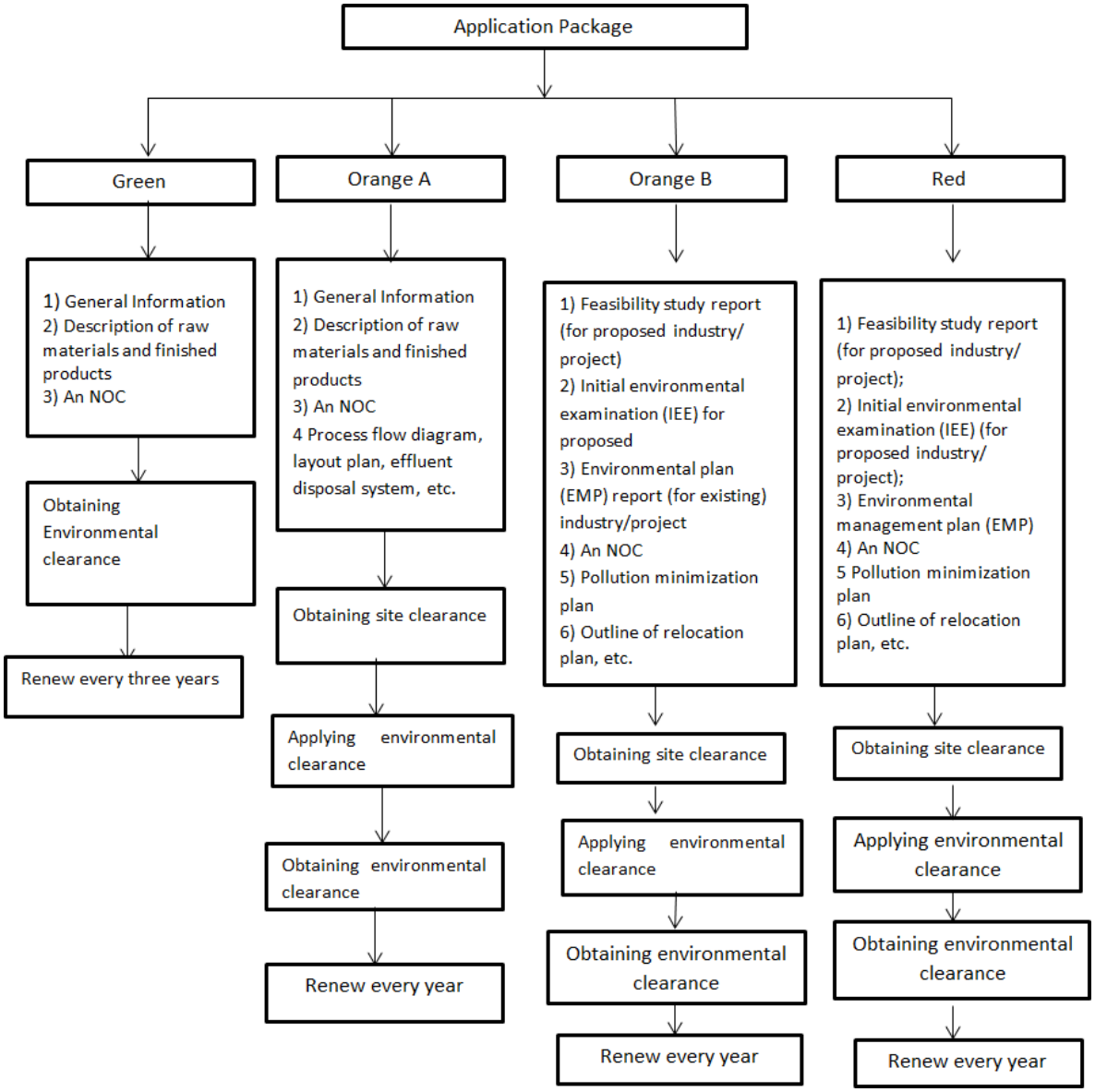

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা ২০১১

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা ২০১১ স্বাস্থ্যের অভিগম্যতাকে অনুমোদিত মানবাধিকারের একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছে। সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে সমমর্যাদা, লিঙ্গ সমতা, স্বাস্থ্য সেবায় প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগণের অভিগম্যতাকে সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

জাতীয় পানি নীতিমালা ১৯৯৯

সরকারের পানি নীতিমালা পানি নিয়ে কর্মরত সকল প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে এ খাতের কর্মরত প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

এ নীতিমালাগুলো উন্নত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ রক্ষার বিষয়গুলোর লক্ষ্যমাত্রার জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিহ হয়ে থাকে। প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি এলাকা, গ্রাম এবং প্রতিটি ব্যক্তির বাংলাদেশের পানি ও এ সংশ্লিষ্ট সম্পদ আইনগতভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এ সকল সম্পদের প্রাপ্যতা ও মান বৃদ্ধি করতে না পারলেও অন্ততঃ বর্তমান অবস্থানটাই অক্ষুণ্ন রাখতে পারে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সালে প্রণয়ন করা হয়। এই আইনটি শ্রমিকদের চাকরি সংক্রান্ত নিয়ম, শ্রমিক ও নিয়োগকারীর মধ্যকার সম্পর্ক, ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারণ, মজুরি প্রদান, কর্মরত অবস্থায় আহত শ্রমিকের ক্ষতি পূরণ প্রদান, শ্রমিক ইউনিয়নের গঠন, কারখানায় সৃষ্ট বিবাদের মিমাংসা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কল্যাণ, কাজের ও শ্রমিকদের পরিবেশ, শিক্ষানবীশ শ্রমিক এবং অধীন বিষয়াদি সম্পর্কিত নিয়মগুলো একত্রিত করেছে। আইনটি শ্রমিকদের জন্য বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের সুবিধাকে বিস্তৃত করেছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুচ্ছেদ ৬.১ ও ৬.২

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যেখানে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও ২৩০টি সূচকের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি এসডিজি-৬ অর্জনে কাজ করবে; অর্থাৎ "সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এর প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।" সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্পটি লক্ষ্য-৬.১: ২০৩০ সাল নাগাদ সকলের জন্য নিরাপদ ও সামর্থের মধ্যে পানীয় জলের সার্বিক ও সমসুযোগসম্পন্ন অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং লক্ষ্য-৬.২: .... এর অর্জনে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখবে।

অস্থায়ী সম্পত্তি দখল .... আইন ২০১৭

বাংলাদেশে যে কোন ভূমি ..... আইন বলে পরিচালনা করা হয়। এই প্রকল্পে কোন ভূমি দখলের প্রয়োজন হবে না। একই ধরনের অন্য প্রকল্পের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে, এখানে স্থাপনা উচ্ছেদের সম্ভাবনা নেই; তবে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বসতবাড়ি প্রবেশ বা বের হওয়ার ক্ষেত্রে (বিশেষ করে নলবাহিত পানি ও পৃথক সংযোগের ক্ষেত্রে) কিছু অস্থায়ী সমস্যা বা প্রভাব পড়তে পারে। প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা চিহ্নিত হওয়ার পর এবং যাচাই এর পর প্রয়োজনে একটি Abbreviated Resettlement Action Plan (A-RAP) প্রস্তুত করা যেতে পারে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১

এই নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে: রাষ্ট্র ও জনজীবনে নারী ও পুরুসের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা; নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; নারীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা; এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধ) আইন ২০১৮

আইনটি ২০১৮ সালে অনুমোদিত হয় এবং এটি পূর্ববর্তী কিছু আইন ও আদেশ বাতিল ও একীভূত করে সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে; যার মধ্যে Epidemic Disease Act (1897), Public Health (Emergency Provisions) Ordinance (1944), Bangladesh Malaria Eradication Board Ordnance (1977), Prevention of Malria (Special Provision) Ordiancne (1978) অন্তর্ভুক্ত। এ আইনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রোগব্যাধির সংক্রমণ থেকে রক্ষা করা; এ ধরনের রোগব্যাধি প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধ করা; আন্তর্জাতিক সতর্ক বার্তা ইস্যু করা; রোগব্যাধির মহামারিতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা; নিখুঁত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষার বিস্তার করা, রোগব্যাধির উন্নয়ন পর্যালোচনা করা, নিয়মতান্ত্রিক ক্ষতিসহ অধিকার সুরক্ষা করা।

বিশ্বব্যাংক-এর পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মকাঠামো (Environmental and Social Framework - ESF)

পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মকাঠামো (ESF)-এর ১০টি পরিবেশগত ও সামাজিক আদর্শমান (Environmental and Social Standards - ESS) রয়েছে যার মধ্যে বেশ কয়েকটি এ প্রকল্পের সার্থে সম্পর্কিত।

সারণী-১: ESF এর জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় এবং প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ততা

পরিবেশগত ও সামাজিক আদর্শমানসমূহ (ESSs)	**প্রয়োজনীয় বিষয়াদি**	**উপ প্রকল্প বা প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ততা কেমন**
আদর্শমান-১ ES ঝুঁকি ও প্রভাব সমূহের মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা	ES ঝুঁকির ধরণ ও প্রভাবসমূহ যেটা ES মূল্যায়নে বিবেচনা করা উচিত; বিভিন্ন ES হাতিয়ারসমূহের শর্তাবলী; এবং ঋণ গ্রহীতার ES কর্মকাঠামোর ব্যবহার ও শক্তিশালীকরণ।	বিষয়টি সম্পৃক্ত এবং ES ঝুঁকি ও প্রভাব মূল্যায়ন ও প্রশমন ব্যবস্থার প্রস্তুতি রয়েছে।
আদর্শমান-২ শ্রম ও কাজের অবস্থা/পরিবেশ	প্রকল্প কর্মীদের চিকিৎসার শর্ত, কাজের মেয়াদ ও শর্ত, বৈষম্যহীনতা ও সমসুযোগ, শিশু শ্রমের উপর শর্ত, জোরপূর্বক নিয়োজিত শ্রম ব্যবস্থাপনা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি।	বিষয়টি সম্পৃক্ত এবং শ্রম সম্পর্কিত ইস্যু চিহ্নিত করতে নির্দেশনার প্রস্তুতি রয়েছে। প্রকল্পটি প্রত্যক্ষ ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করবে।
আদর্শমান-৩ সম্পদের দক্ষতা এবং দূষণ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা	বর্জ্য, রাসায়নিক ও ক্ষতিকর পদার্থের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় বিষয়াদি এবং অতীত দূষণের শর্ত ও দক্ষতার সাথে সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থাদি।	বিষয়টি সম্পৃক্ত এবং বর্জ্য দূষণ ব্যবস্থাপনা ইস্যু চিহ্নিতকরণে নির্দেশনার প্রস্তুতি রয়েছে।
আদর্শমান-৪ জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	জনসাধারনের নিরাপত্তা, সার্বিক অভিগম্যতার ধারণা, যানবাহন ও সড়ক নিরাপত্তা যার মধ্যে সড়ক নিরাপত্তা মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণও অন্তর্ভুক্ত প্রভৃতি বিষয় আমলে নেয়া। প্রকল্প নির্মাণে সংশ্লিষ্ট কর্মী ও অন্যান্যদের কোভিড-১৯ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা।	বিষয়টি সম্পৃক্ত এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়াদি ও কোভিড-১৯ এর জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা প্রস্তুতি চিহ্নিত করতে নির্দেশনার প্রস্তুতি রয়েছে।
আদর্শমান-৫ জমি অধিগ্রহণ, জমি ব্যবহারে বিধিনিষেধ এবং অনৈচ্ছিক বন্দোবস্ত	জমির অধিগ্রহণ, চাহিদা ও বন্দোবস্ত বিষয়াদির ব্যাখ্যা।	প্রকল্পটিতে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে না বলে আশা করা যায়। তবে দখলকারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে Abbreviated RAP প্রস্তুত করা হবে।
আদর্শমান-৬ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ	জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ এবং জীবিত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা যাতে প্রাথমিক উৎপাদন ও ফসল অন্তর্ভুক্ত, ক্ষুদ্র-পরিসর ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন প্রভৃতি বিষয়।	প্রকল্পটিতে জীববৈচিত্র বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তারপরও নল বসানোর ক্ষেত্রে কোন প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকলে তা এড়ানোর বা হ্রাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া অন্যান্য জীববৈচিত্র রক্ষায় ব্যবস্থা নেয়া হবে।
আদর্শমান-৭ আদিবাসী জনগণ	যখন প্রকল্প এলাকায় আদিবাসী জনগণ থাকবে বা ভূমির উপর তাদের সামগ্রিক সংশ্লিষ্টতা থাকবে এবং তাতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক	আদিবাসী জনগণের উপর প্রভাব নির্ণয় করতে চিহ্নিত এলাকায় স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে।

	ভঙ্গুরতা বিবেচনায় ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব যাই পড়ুক না কেন তখন প্রযোজন্য হবে।	
আদর্শমান-৮ ঐতিহ্যগত বিষয় (Cultural Heritage)	প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যগত বিষয়াদি রক্ষা ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা বিষয়ক।	যে কোন ঐতিহ্যগত স্থানের কাছে কোন স্থাপনার কাজ না করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। এ বিষয়টি কার্যপত্র ও দরপত্রেও উল্লেখ করার চেষ্টা করা হবে।
আদর্শমান-৯ আর্থিক মধ্যস্থতা	FI সমূহ কীভাবে ES ঝুঁকি ও প্রভাব নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা করবে তা নির্দিষ্টকরণ।	ESS এর অধীনে ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ESMS সংরক্ষণের প্রয়োজন হবে।
আদর্শমান-১০ স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা ও তথ্য প্রকাশ	সম্পূর্ণ প্রকল্প মেয়াদে স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করার, একটি স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা (SEP) প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের প্রয়োজন হবে। স্টেকহোল্ডারদের পূর্বেই চিহ্নিতকরণ - প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ, কীভাবে কার্যকর সম্পৃক্ততা ঘটবে তার পরিষ্কার করতে হবে।	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্টেহোল্ডারদের চিহ্নিতকরণের জন্য ও তাদের প্রয়োজন ও প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য একটি SEP প্রস্তুত করবে।

WBG পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা (WBG Environmental, Health, and Safety Guidelines - EHSG)

WBG EHSG একটি কারিগরি নির্দেশিকা সংক্রান্ত নথি যেখানে পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্যাদি, বিশ্বব্যাংক প্রকল্পের গ্রহণযোগ্য দূষণ প্রতিরোধ এবং হ্রাসকরণে ব্যবস্থা ও নির্গমন স্তর সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে Goof International Industry Practice (GIIP) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সাধারণ নির্দেশিকা ও শিল্প-খাতভিত্তিক নির্দেশিকা রয়েছে।

সাধারণ নির্দেশিকায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত:

পরিবেশগত (বায়ু নির্গমন ও চারপাশের বায়ুর মান; জরুরি সংরক্ষণ; বর্জ্য পানি ও চারপাশের পানির মান; পানি সংরক্ষণ; ক্ষতিকর পদার্থ ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; শব্দদূষণ; সংক্রমিত ভূমি)

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (সাধারণ সুবিধাদির নকশা ও কার্যক্রম; যোগাযোগ ও প্রশিক্ষণ; শারীরিক ঝুঁকি; রাসায়নিক ঝুঁকি; জৈবিক ঝুঁকি; তেজস্ক্রিয়তার ঝুঁকি; ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপকরণ; বিশেষ পরিবেশগত ঝুঁকি; পরিবীক্ষণ)

জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (পানির মান ও প্রাপ্যতা; প্রকল্প পরিকাঠামোর গঠনগত নিরাপত্তা; জীবন ও অগ্নি নিরাপত্তা; যানবাহন নিরাপত্তা; ক্ষতিকর পদার্থ পরিবহন; রোগব্যাধি প্রতিরোধ; জরুরি প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া)

নির্মাণ ও প্রত্যাহার (পরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা; জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা)

পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (EHS) বিষয়গুলো ES মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

- প্রকল্পের শুরুতেই স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়া, নকশা ও প্রকৌশলী দৃষ্টিভঙ্গিতে EHS ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ
- EHS ঝুঁকিসমূহের সম্ভাবনা ও মাত্রা প্রকল্প কর্মকাণ্ডের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রভাব ও উৎসেই ক্ষতির কারণ নিরাময়কে গুরুত্ব প্রদান করে মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের প্রতি ঝুঁকি সার্বিকভাবে হ্রাস করার লক্ষ্য থাকতে হবে। যেখানে প্রভাব এড়ানো সম্ভব নয় সেখানে প্রকৌশলী ও ব্যবস্থাপনিক নিয়ন্ত্রণ প্রভাবের মাত্রা হ্রাস বা একেবারে কমিয়ে আনতে পারে।
- কর্মী ও জনসাধারণের প্রস্তুতিকে অন্তর্ভুক্ত করে দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুতি রাখতে হবে।
- EHS কাজে উন্নয়ন এবং চলমান পরিবীক্ষণ কার্যক্রম ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে।

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য শিল্প-নির্দিষ্ট EHSG নিম্নলিখিত কার্যক্রম ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রযোজ্য:

(১) Patable Water Treatment ও সরবরাহ পদ্ধতি; এবং
(২) কেন্দ্রীয়ভাবে পয়ঃবর্জ সংগ্রহ পদ্ধতি (যেমন, নলবাহিত পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহন নেটওয়ার্ক) অথবা বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি (যেমন, পাম্প ট্রাকের মাধ্যমে সেপটিক ট্যাঙ্কের ব্যবহার) এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য শোধন।

সংশ্লিষ্ট খাতের কর্মকাণ্ড থেকে নির্দিষ্ট প্রভাবসমূহ (পরিবেশগত, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা) ব্যবস্থাপনায় নির্দেশিকা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন, পানি উত্তোলন, পানি শোধন, পানি সরবরাহ। Performance Indicator, Industry Benchmark ও পরিবীক্ষণ প্রভৃতি বিষয়গুলোও নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পরিবেশগত ও সামাজিক বেজলাইন তথ্য

ভূমি পরিবেশ

আপাতত বাছাইকৃত হিসেবে প্রকল্প কর্মকাণ্ড ময়মনসিংহ, রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট এই ৪টি বিভাগের ১৮টি জেলার ৭৮টি উপজেলায় পরিচালিত হবে। এটি দেশের উত্তরাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে কাজ করবে।

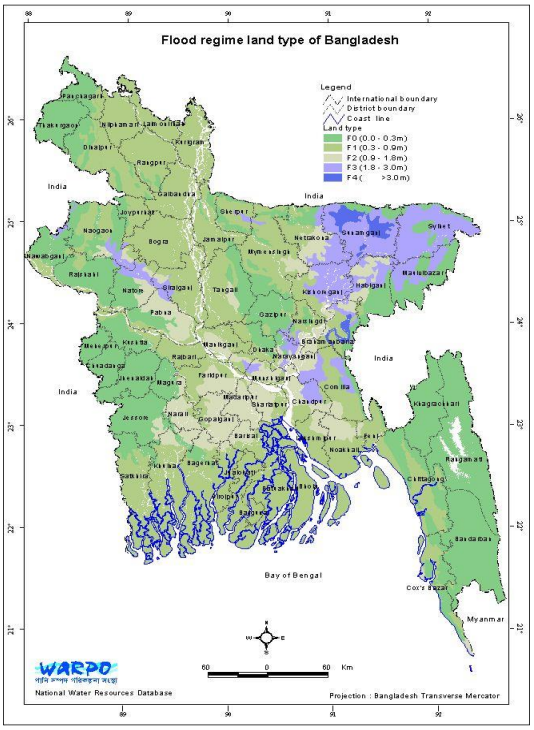

দেশের সমস্ত ভূমিএলাকাকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়: বন্যাপ্রবণ (৮০%), প্লাইসটোসিন সোপান (৮%) এবং পাহাড়ি এলাকা (১২%)। বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলো উঁচু ঢালের নীচু অংশ (পরিত্যক্ত বাঁধ) ও পুরাতন খালের পিছনের অংশের নীচু এলাকা নিয়ে গঠিত। ঢালের উঁচু অংশ থেকে নীচু অংশের মধ্যে উচ্চতার পার্থক্য জোয়ারের প্লাবনভূমি (Tidal Floodplain) থেকে ১ মিটারেরও কম, Estuarine প্লাবনভূমি থেকে ১ মিটার থেকে ৩ মিটার, এবং উত্তর-পূর্বে সিলেন বেসিনে ৫ মিটার তেকে ৬ মিটার।[৪] একমাত্র উত্তর-পশ্চিমের ভূমি সমুদ্র সমতল থেকে গড়ে ৩০ মিটার উঁচু। পাহাড়ি এলাকার মধ্যে দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রামের পাহাড়, এবং উত্তর-পূর্বে সিলেটের ক্ষুদ্র পাহাড় অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিমের মধুপুর ও বরেন্দ্রভূমি এলাকা প্লাইসটোসিন সোপান-এর দুইটি প্রধান অংশ হিসেবে পরিচিত।

[৪] Huq S., Karim Z., Asaduzzaman M. and Mahtab F., (2013) Vulnerability and Adaptation to Climate Change for Bangladesh, Springer-Science and Business Media, BV

দেশের ভূমির ধরনকে মৌসুমভিত্তিক প্লাবন গভীরতা অনুসারে বিভক্ত করা হয়েছে। শুধুমাত্র উঁচু এলাকা ছাড়া সমস্ত ভূমিই মৌসুমী বন্যার কারণে আংশিক বা সম্পূর্ণ বছর প্লাবিত থাকে। বিভিন্ন প্লাবন গভীরতা ও মৌসুমভিত্তিক ভূমি এলাকা সারণী-১ এ দেখানো হয়েছে।

ভূমির ধরন	প্লাবনের সর্বোচ্চ গভীরতা	মৌসুমে প্লাবিতের হার	স্থায়ীভাবে প্লাবিতের হার
মাঝারি উঁচু ভূমি ১ (F_0)	০.৩ মি.	১৬%	০%
মাঝারি উঁচু ভূমি ২ (F_1)	০.৯ মি.	৪৪%	১%
মাঝারি নীচু ভূমি (F_2)	১.৮ মি.	২৩%	১%
নীচু ভূমি (F_3)	৩.০ মি.	১১%	৩%
অতি নীচু ভূমি (F_4)	৩.০ মি. +	১%	১%
মোট		৯৫%	

সূত্রঃ WARPO (2001)

ভৌত পরিবেশ

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে এবং আকস্মিকভাবে চলাচলের উপর বিধিনিষেধ জারি করায় ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখায় মাঠ পর্যায়ে বিস্তারিত মূল্যায়ন ও আলোচনা সভা করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের জন্য আপাতত বাছাইকৃত কিছু এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে প্রাথমিক তথ্যের জন্য এবং মাধ্যমিক তথ্য থেকে উপ প্রকল্পের বেজলাইন তথ্য যাচাই করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোভিড-১৯ মহামারি ও আকস্মিক বিধিনিষেধের কারণে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্প কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ESMF হালনাগাদ করার পরিকল্পন রয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকা এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও কেন্দ্রীয় সোপান এলাকা ছাড়া বাংলাদেশ মূলতঃ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ যেটা বৃহত্তর নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার অসংখ্য শাখা ও উপ নদীর অববাহিকা নিয়ে গঠিত। এর মোট ভূমির পরিমাণ ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার এবং বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, মধ্যভাগ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ১৫% ভূমি এলাকায় প্রকল্প কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে।

জলবায়ু

বাংলাদেশের সার্বিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের কাঠামো নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন জলবায়ু উপ অঞ্চলও চিত্রে দেখানো হয়েছে। এ প্রকল্পে মূল অঞ্চলগুলো হচ্ছেঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা (সিলেট), উত্তরাঞ্চলের মধ্যভাগ (ময়মনসিংহ), উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা (রংপুর), পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা (রাজশাহী), দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা (চট্টগ্রাম)।

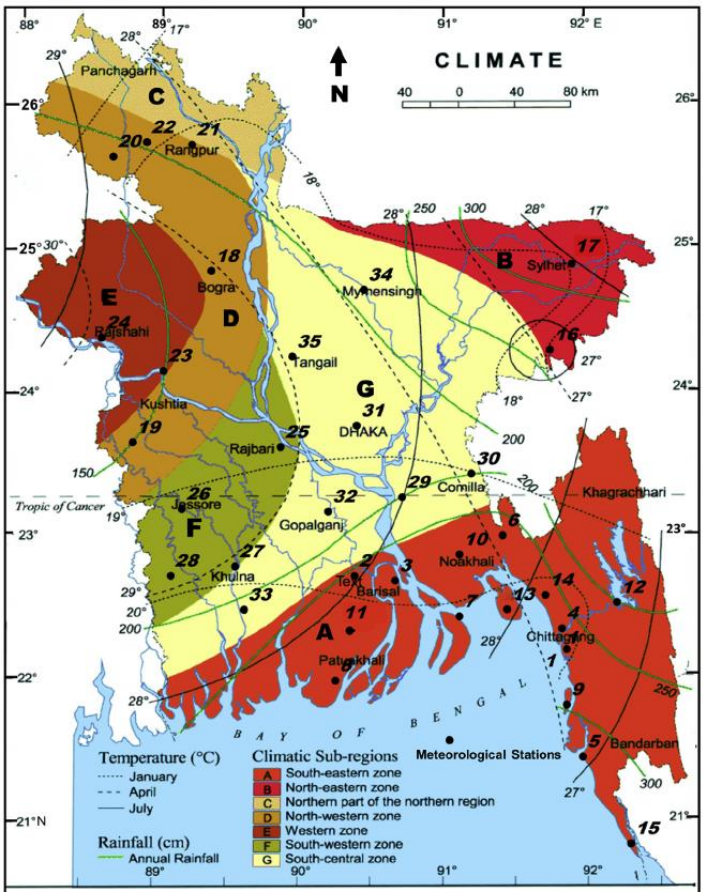

সূত্রঃ Khan et al (2018)[৫]

এই প্রকল্পাধীন চারটি বিভাগ (সিলেট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রংপুর)-এর জলবায়ুর বিবেচিত বিষয়গুলো নীচের চিত্রগুলোতে দেখানো হলো।

[৫] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844018348928

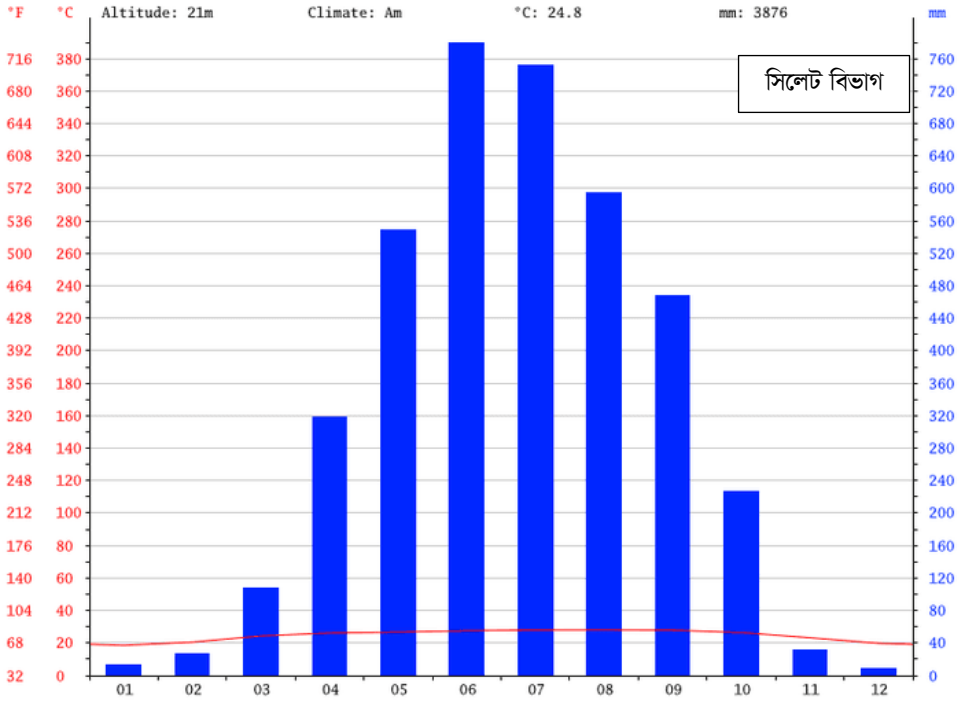
°F
°C
Altitude: 21m
Climate: Am
°C: 24.8
mm: 3876
mm
সিলেট বিভাগ
716 680 644 608 572 536 500 464 428 392 356 320 284 248 212 176 140 104 68 32
380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
760 720 680 640 600 560 520 480 440 400 360 320 280 240 200 160 120 80 40 0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

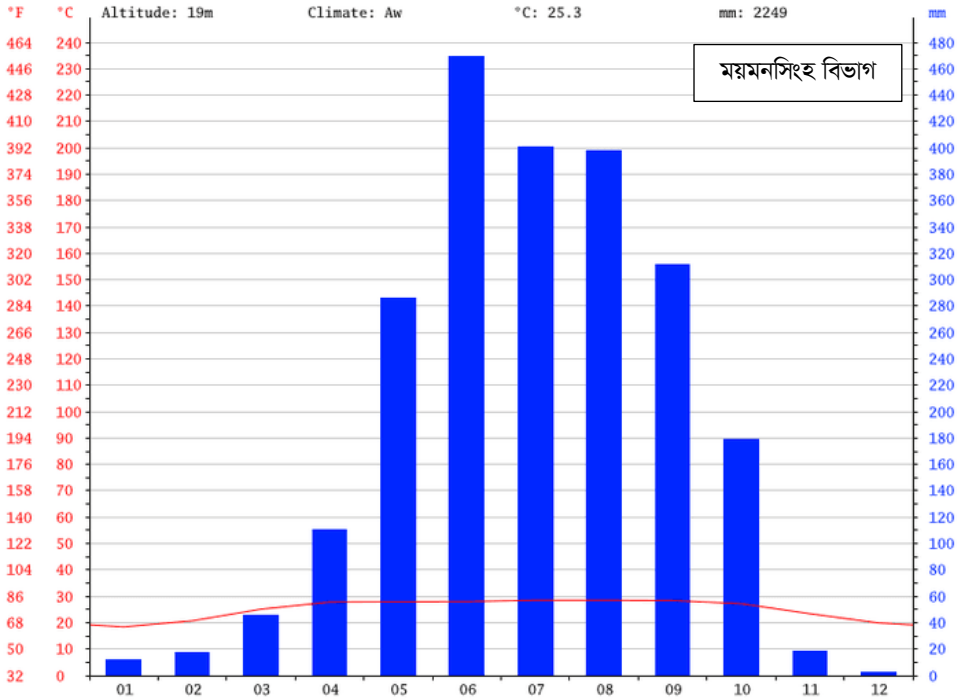
°F
°C
Altitude: 19m
Climate: Aw
°C: 25.3
mm: 2249
mm
ময়মনসিংহ বিভাগ
464 446 428 410 392 374 356 338 320 302 284 266 248 230 212 194 176 158 140 122 104 86 68 50 32
240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

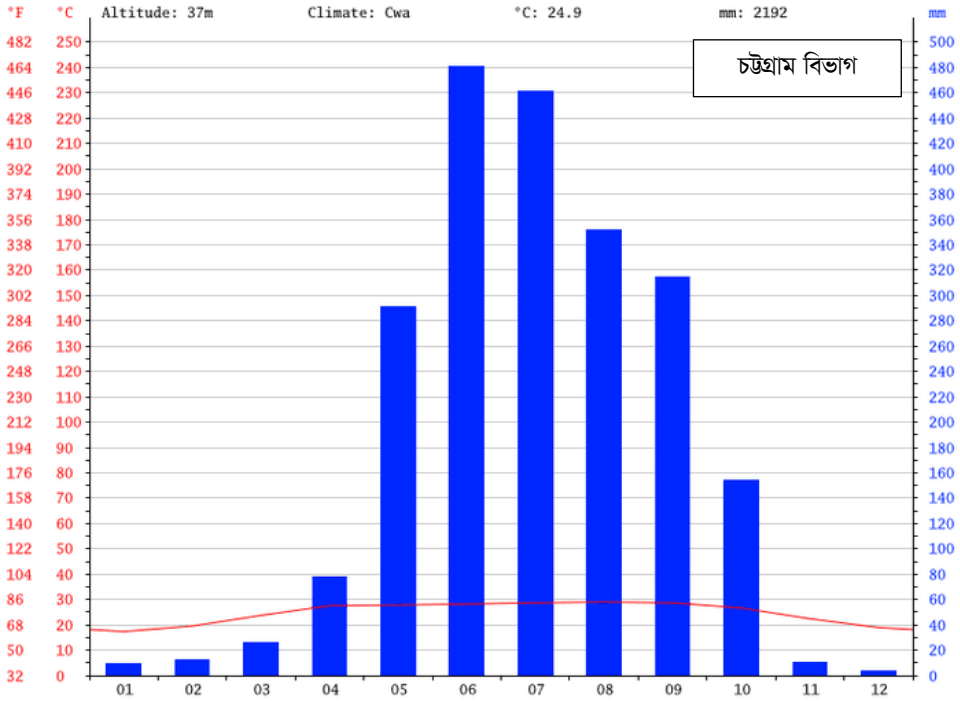

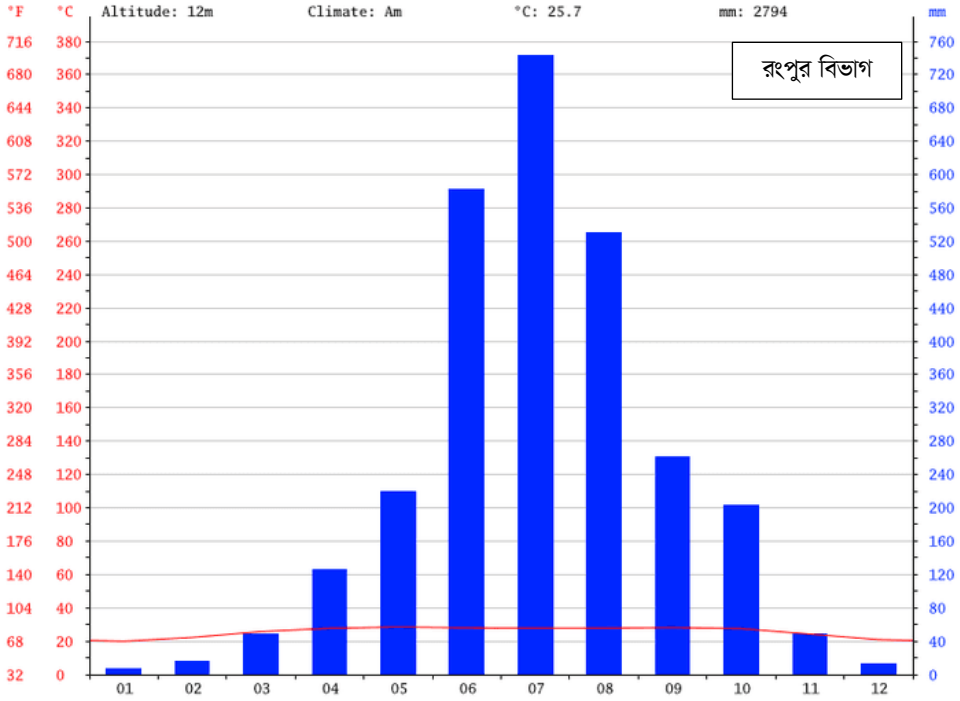

সূত্র: www.en.climate-data.org

ভূগর্ভস্থ পানি

নীচের চিত্রে ২০১০ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দেখানো হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে ঢাকার চারপাশে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বেশ গভীরে (প্রায় ২০ মি.)। এছাড়া ময়মনসিংহ ও রাজশাহী বিভাগে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ১০ মি. থেকে ২০ মি. গভীরে।

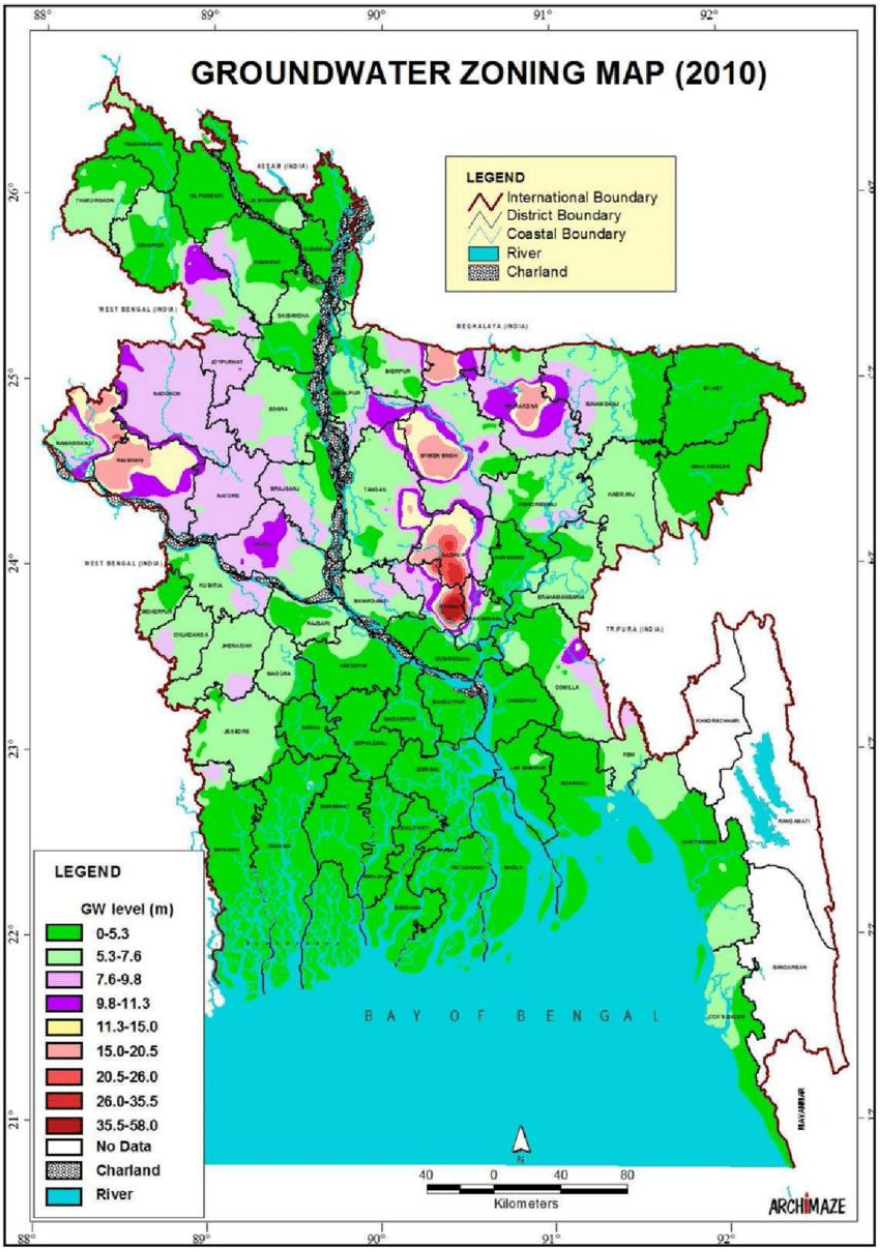

সূত্রঃ Sarkar and Ghosh (2017)[৬]

নীচের সারণীতে DPHE পরিবীক্ষণ উপাত্ত অনুযায়ী ২০১৮ সালে গভীর শিলায় ভূগর্ভস্থ পানির গভীরতা দেখানো হয়েছে। এখানে বিভিন্ন জেলার মধ্যে এবং জেলার অভ্যন্তরে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

[৬] https://www.researchgate.net/publication/313807249_Techno-economic_analysis_and_challenges_of_solar_powered_pumps_dissemination_in_Bangladesh/figures?lo=1&utm_source=google&utm_medium=organic

সারণী-৩: প্রকল্প জেলাগুলোতে ২০১৮ সালে গভীর ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের পার্থক্য

ক্র. নং	প্রকল্প জেলা	উপাত্ত সংখ্যা	ভূগর্ভস্থ পানির সর্বনিম্ন গভীরতা (ফুট)	ভূগর্ভস্থ পানির সর্বোচ্চ গভীরতা (ফুট)
১	জামালপুর	১৯	১৬.৬	২৩.৭
২	ময়মনসিংহ	১৪৭	১৪.০	৭৮.০
৩	শেরপুর	৫২	১৩.১	১৪৪.৩
৪	গাইবান্ধা	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৫	কুড়িগ্রাম	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৬	লালমনিরহাট	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৭	নীলফামারি	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭৯	৯.০	৩৬.০
৯	চাঁদপুর	৭৭	১০.০	৩৩.১
১০	চট্টগ্রাম	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
১১	কুমিল্লা	১৬৩	১৪.০	৪৩.০
১২	ফেনী	৩২	১১.০	২৬.০
১৩	লক্ষীপুর	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
১৪	নোয়াখালী	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
১৫	সিলেট	১০৫	৪.৫	৪৫.৩
১৬	হবিগঞ্জ	৭৬	২.৪	৩২.৫
১৭	সুনামগঞ্জ	৮৩	১০.০	৩৪.০
১৮	মৌলভীবাজার	৬২	৩.৫	৫৯.৮

সূত্র: ডিপিএইচই (২০২০)

নীচের চিত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের ঘনত্ব দেখানো হয়েছে। প্রকল্প এলাকার মধ্যে যে জেলাগুলো মূলতঃ আর্সেনিক ঘনত্ব দ্বারা আক্রান্ত সেগুলো হচ্ছে নোয়াখালী, কুমিল্লা, ফেনী, সিলেট, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

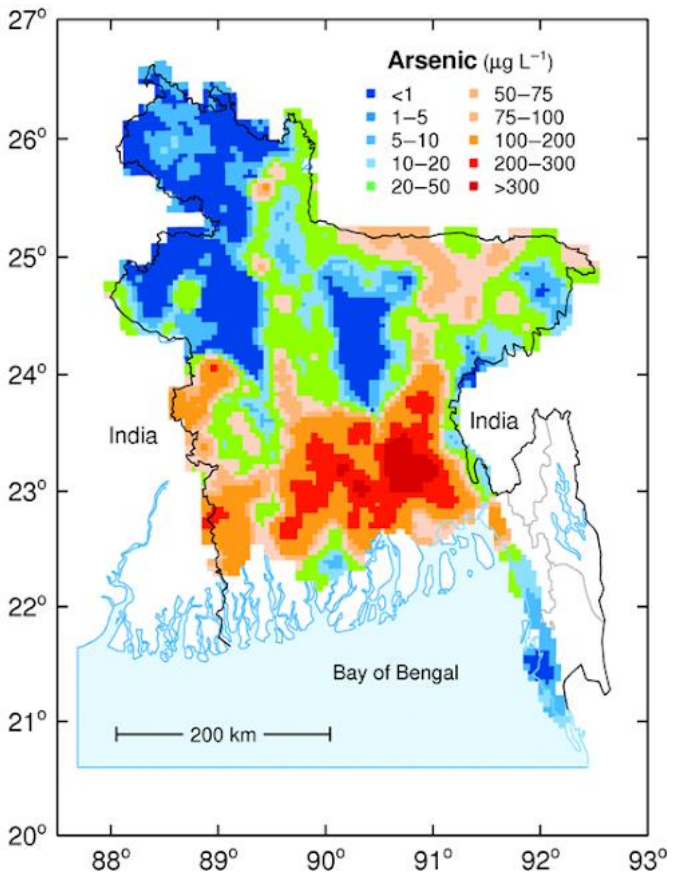

সূত্র: BGs and DPHE (2001)[৭]

বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানিতে fluoride এর উপস্থিতি নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সীমিত, তবুও এটাকে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে মনে করা হয়।[৮]

[৭] https://www.bgs.ac.uk/arsenic/bangladesh/

[৮] Hoque et al (2003) Fluoride Levels in Different Drinking Water Sources of Bangladesh, Fluoride Vol. 36 No. 1 38-44
Rahman et al (2020) Spatiotemporal distribution of fluoride in drinking water and associated probabilistic human health risk appraisal in the coastal region, Bangladesh, Science of The Total Environment
Volume 724, 1 July 2020, 138316

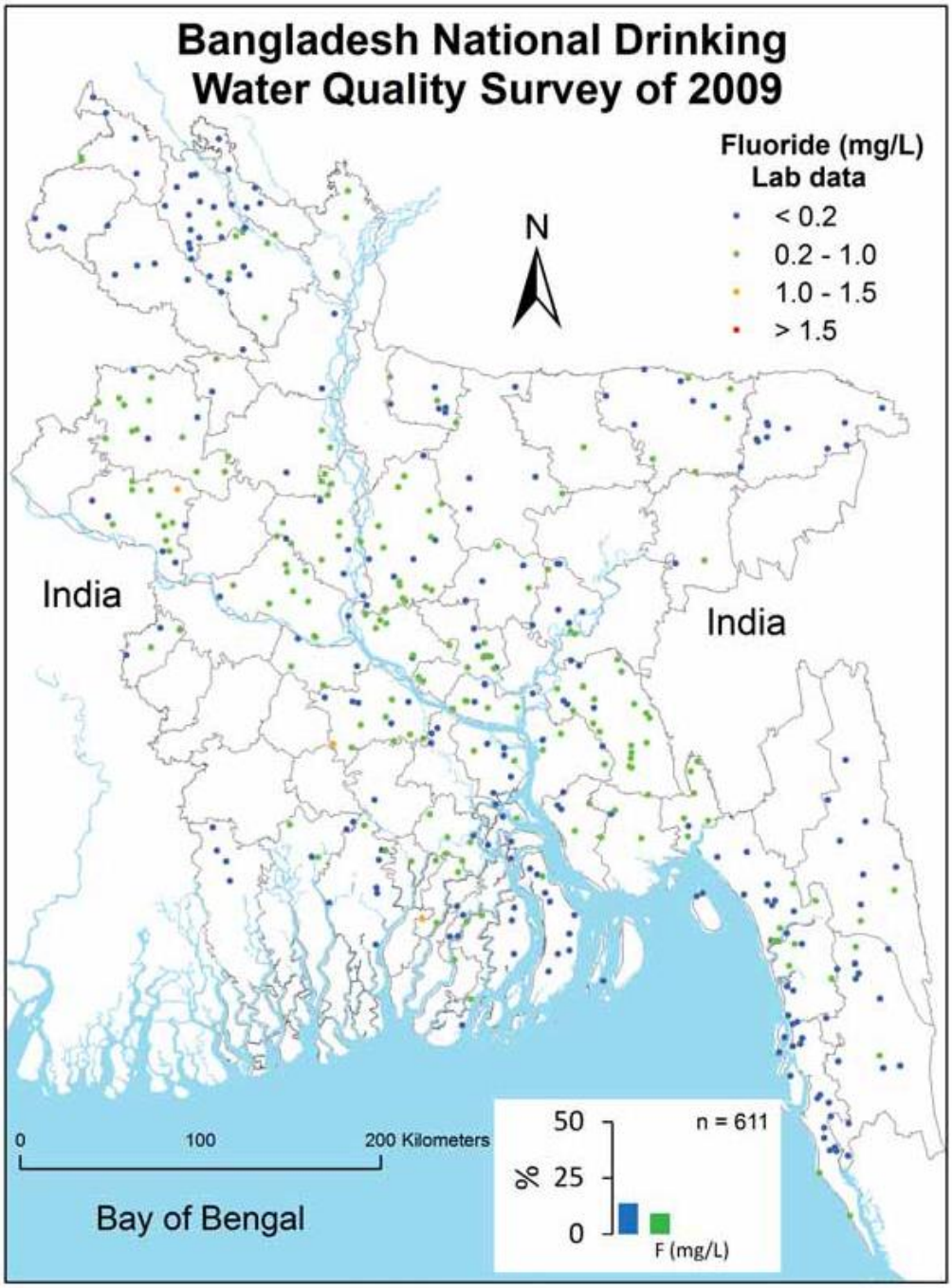

সূত্রঃ UNICEF (2011)[৯]

ভূপৃষ্ঠের পানি

বাংলাদেশের জলীয় এলাকাকে (Hydrological Region) সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যা নীচের চিত্রে দেখানো হলো: উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় (মূলতঃ সিলেট বিভাগ); উত্তর মধ্যভাগ (মূলত ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগ); উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় (মূলত রংপুর ও রাজশাহী বিভাগ); দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় (মূলতঃ খুলনা বিভাগ); দক্ষিণ-মধ্যভাগ (মূলতঃ বরিশাল বিভাগ); দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় (মূলত

[৯] UNICEF (2011) Bangladesh National Drinking Water Quality Survey 2009, Bangladesh Bureau of Statistics, MICS and UNICEF.

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চাঁদপুর জেলা) এবং পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড় এলাকা (চট্টগ্রাম বিভাগের অবশিষ্ট অংশ)। প্রধান নদীগুলো (গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র/যমুনা ও মেঘনা ও তাদের শাখাসমূহ) আরো একটি জলীয় এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

সূত্রঃ Bangladesh Delta Plan 2100 (GED 2019)

প্রকল্প কর্মকাণ্ডগুলো প্রধানতঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর-মধ্যভাগের কিছু অংশ, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড় এলাকায় পড়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার ভূপৃষ্ঠের পানির উৎসগুলো মূলতঃ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তের পাহাড়ি এলাকা থেকে প্রবাহমান নদী এবং সমতল প্লাবনভূমির যার গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি (Wetlands)। সুরমা ও কুশিয়ারা হচ্ছে এ অঞ্চলের প্রধান নদী। নীচের চিত্রটি বাংলাদেশের প্রধান জলাভূমিগুলো প্রদর্শন করছে। প্রকল্প এলাকার কাছে প্রধান জলাভূমি হচ্ছে সিলেট অঞ্চল।

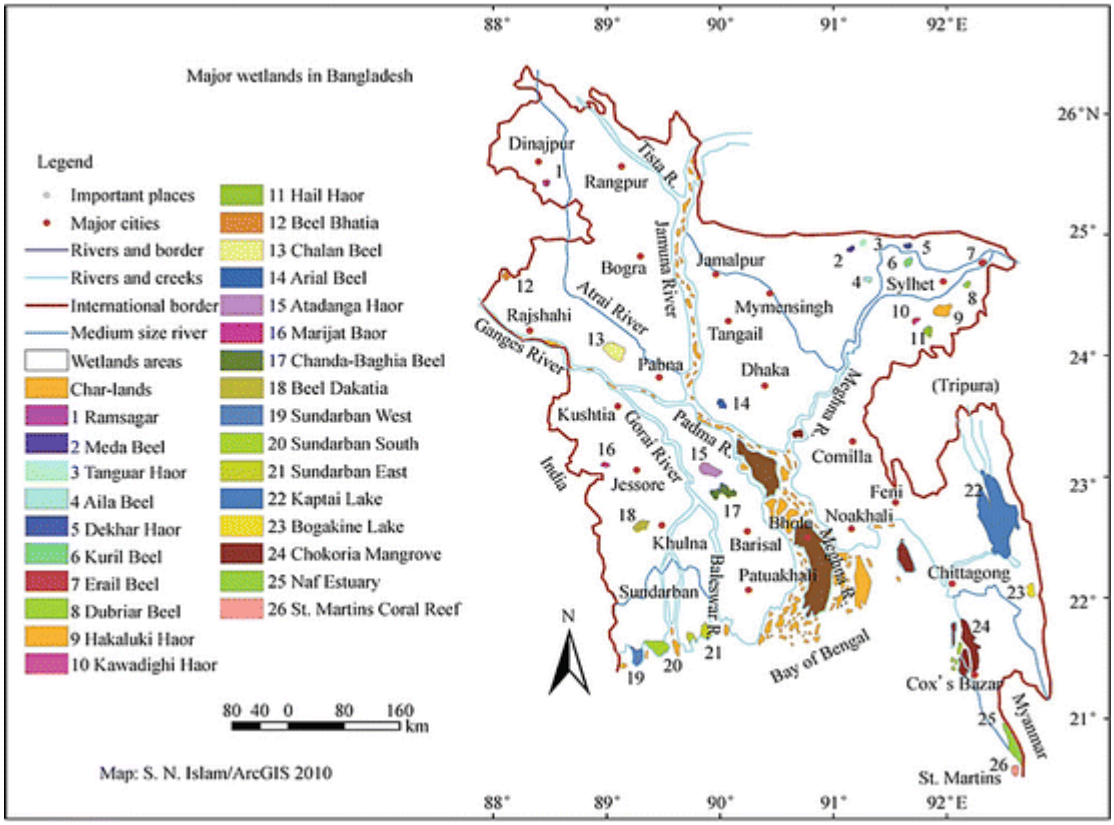

সূত্রঃ Haroon and Kibria (2017)[১০]

গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি (হাওড়) রয়েছে এমন জেলাগুলোর তালিকা নীচের সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ তালিকায় কয়েকটি প্রকল্প জেলা অন্তর্ভুক্তঃ সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

সারণি-৪ঃ হাওড় এলাকার প্রধান জেলাসমূহ

জেলা	হাওড় এলাকা (হেক্টর)	হাওড়ের সংখ্যা
সুনামগঞ্জ	২৬৮৫৩১	৯৫
হবিগঞ্জ	১০৯৫১৪	১৪
নেত্রকোনা	৭৯৩৪৫	৫২
কিশোরগঞ্জ	১৩৩৯৪৩	৯৭
সিলেট	১৮৯৯০৯	১০৫
মৌলভীবাজার	৪৭৬০২	৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৯৬১৬	৭
মোট	৮৫৮৪৬০	৩৭৩

সূত্রঃ Bangladesh Delta Plan 2100 (GED 2019)

[১০] https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-81-322-3715-0_17

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকার ভূপৃষ্ঠের পানির উৎসগুলো মূলতঃ মৌসুমী নদীগুলো যেগুলো বর্ষার আগে, বর্ষায় বা বর্ষা মৌসুমের পরে প্রবাহমান থাকে; অর্থাৎ এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত। তিস্তা, মহানন্দা, বরাল ও আত্রাই হচ্ছে এ অঞ্চলের প্রধান নদী।

উত্তর-মধ্যভাগ এলাকার ভূপৃষ্ঠের পানির উৎসগুলো নির্ভর করে বর্ষায় যমুনা/ব্রহ্মপুত্র এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের বন্যার উপর। এ অঞ্চলের অনেক নদীই পলি দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় বর্ষার পর প্রবাহিত হয় না। বংশী, ঝিনাই, ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যা এ অঞ্চলের প্রধান নদী।

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার ভূপৃষ্ঠের পানির উৎসগুলো মূলতঃ বঙ্গোপসাগরের মোহনার নিকটবর্তী হওয়ায় জোয়ারের প্লাবন দ্বারা প্রবাহিত। কিছু নদী মেঘনা নদী থেকে বন্যার পানি ধারণ করে। তিতাস ও ফেনী নদী এ অঞ্চলের প্রধান নদী।

পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ি এলাকার ভূপৃষ্ঠের পানির উৎসগুলো মূলতঃ খাড়া ঢালু ঝর্ণা। উপকূলীয় এলাকার নদীগুলো লবণাক্তপ্রবণ এবং ঘূর্ণিঝড় মৌসুমে ঝড়ো জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়। কর্ণফুলি, হালদা, সাঙ্গু ও নাফ এ অঞ্চলের প্রধান নদী।

জীবতত্ত্বিক পরিবেশ (Biological Environemnt)

দেশের অন্যান্য এলাকার মতো প্রকল্পাধীন ১৮টি জেলাও বৃক্ষ ও প্রাণি বৈচিত্রে পূর্ণ। চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকার অধিকাংশ স্থানে পাখি, ঔষধি গাছ ও বন্য প্রাণি দেখা যায়। সিলেট ও ময়মনসিংহের হাওড়ে অতিথি পাখির ঝাঁক দেখতে পাওয়া যায়। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির কর্মকাণ্ড বাস্তুসংস্থান বিষয়ক সংকট বা সংবেদনশীল এলাকা যেমন, বন ও জলাভূমি এড়িয়ে চলবে। এ প্রেক্ষিতে, জীব-বাস্তুসংস্থান এলাকার চিত্র প্রয়োজন যা থেকে প্রকল্প এলাকার জীবতত্ত্বিক ও ভৌত চরিত্র বোঝা সম্ভব হয় এবং জীব-বাস্তুসংস্থান সম্পর্কিত সংকটজনক এলাকা চিহ্নিত করা যায়।

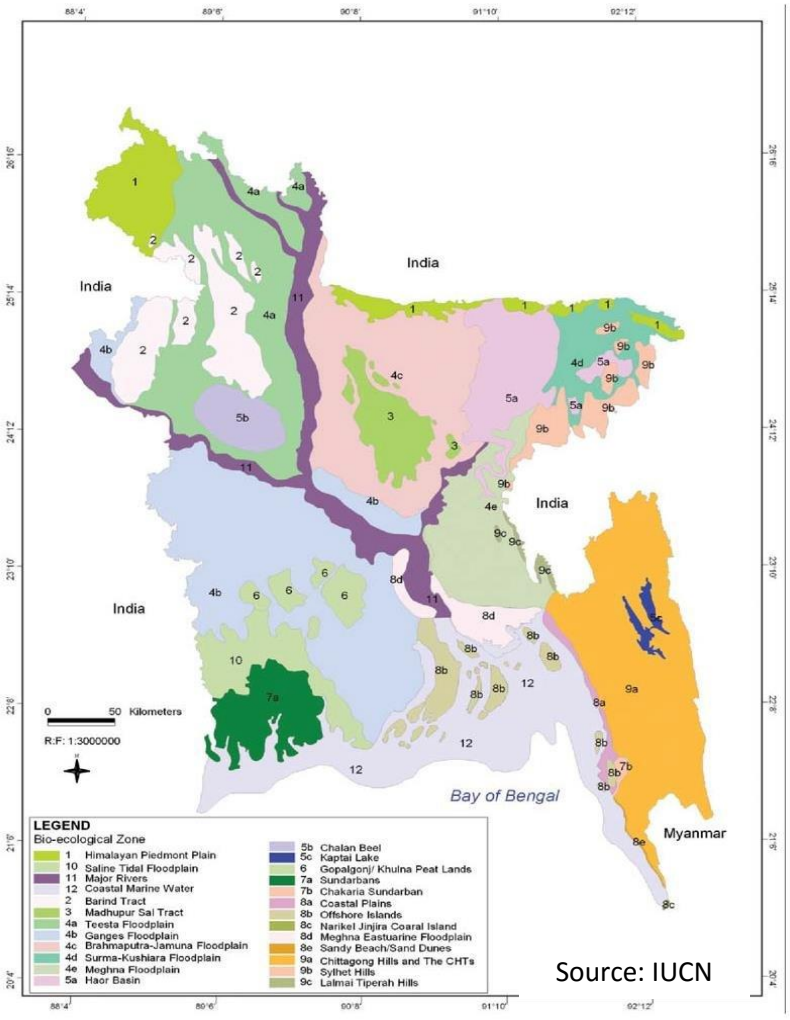

Source: IUCN

চিত্রটি বাংলাদেশের মূল বনভূমি এলাকা প্রদর্শন করছে। প্রকল্প এলাকাটিতে বনভূমি রয়েছে এমন অঞ্চল হচ্ছে সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলা; ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ জেলা; এবং চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালী, ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলা।

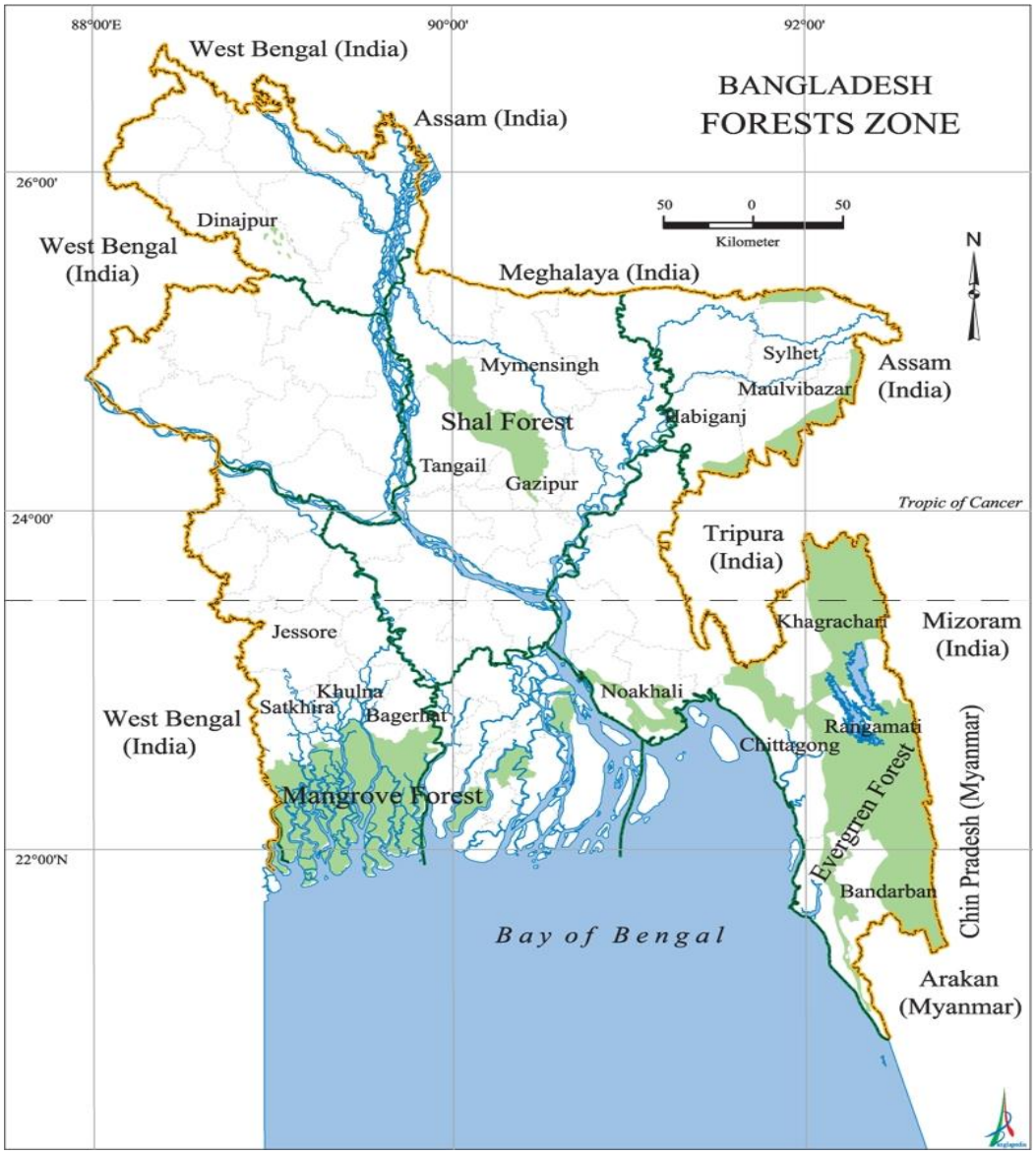

সূত্র: **BANGLAPEIDA, 2015**

চিত্র: বাংলাদেশের বনভূমি

সামাজিক পরিবেশ

প্রধানতঃ ম্যানুফ্যাকচারিং ও নির্মাণ শিল্প দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশের অর্থনীতি উন্নয়নশীল দেশের গড় প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি হারে, গড়ে শতকরা ৬.৫ হারে ২০১০ থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেটা ২০১৮ অর্থবছরে অফিসিয়ালি ৭.৯% প্রাক্কলন করা হয়েছে। বর্তমানে মাথা পিছু আয় ইউএসডি ১,৬৭০ (WB Atlas Method 2018) যেটা নিম্ন মধ্যম-আয় শ্রেণিভুক্ত দেশের সীমার উপরে যা ২০১৪ অর্থবছরেই অর্জিত হয়েছে। দেশটি অতি দরিদ্র হার হ্রাসে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছে এবং বিশেষ করে মানব উন্নয়নে ভালো উন্নতি করেছে। আন্তর্জাতিক মাথা পিছু প্রতি দিন ১.৯০ ডলার দারিদ্র রেখা (Purchasing Power Parity exchange rate এর উপর ভিত্তি করে) বিবেচনায় দারিদ্রের হার ১৯৯১ সালের শতকরা ৪৪.২ ভাগ থেকে ২০১৬ সালে শতকরা ১৪.৮ ভাগে হ্রাস পেয়েছে (বর্তমানে প্রাপ্ত দারিদ্র তথ্য মোতাবেক)।

জাতিসংঘের হালনাগাদ উপাত্ত মোতাবেক এপ্রিল ২০২০ শেষে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬,৪০,০০,০০০। তাদের মধ্যে শতকরা ৬০.৬০ ভাগ গ্রামে বাস করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র শুমারি প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১১ সালে গণনাকৃত মোট জনসংখ্যা ১৪,২৩,১৯,০০০ যার মধ্যে পুরুষ ৭,১২,৫৫,০০০ এবং মহিলা ৭,১০,৬৪,০০০; অর্থাৎ পুরুষ ও নারী অনুপাত ১০০.৩ যা দেশে প্রায় সমান সংখ্যক নারী পুরুষ সংখ্যা নির্দেশ করছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১১ এর তথ্য মোতাবেক প্রকল্প যে বিভাগগুলোতে পরিচালিত হবে সেখানে প্রাক্কলিত মোট জনসংখ্যা ৬,৫১,১১,৯০৯ (পুরুষ ৩,২২,০৪,০৭০ ও নারী ৩,২৯,০৭,৮৩৯) যা মোট জনসংখ্যার ৪৫.৭৫%। প্রকল্প বিভাগ গুলোতে লিঙ্গ অনুপাত ৯৬ থেকে ১০৪ এর মধ্যে অবস্থান করছে এবং পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা বিভাগভিত্তিক ভিন্ন (নীচের সারণি দ্রষ্টব্য)। এটা পরিলক্ষিত হয়েছে যে, প্রকল্প এলাকায় মোট জনসংখ্যায় ৬০% এর বয়স সীমা ১৫ বছর থেকে ৬০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ কর্মক্ষম ব্যক্তি।

সারণি-৫: প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যার তথ্য

বিভাগ	জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী	লিঙ্গ অনুপাত	প্রতি খানায় সদস্য	১৫-৬০ বছরের জনসংখ্যা হার (%)
ময়মনসিংহ	১,০৯,৯০,৯১৩	৫৪,৫৫,৫৪২	৫৫,৩৫,৩৭১	৯৯	৪.২৭	৬০.৬৫
রংপুর	১,৫৭,৮৭,৭৫৮	৭৮,৮১,৮২৪	৭৯,০৫,৯৩৪	১০০	৪.১১	৬৫.২০
চট্টগ্রাম	২,৮৪,২৩,০১৯	১,৩৯,৩৩,৩১৪	১,৪৪,৮৯,৭০৫	৯৬	৫.০১	৬১.৪০
সিলেট	৯৯,১০,২১৯	৪৯,৩৩,৩৯০	৪৯,৭৬,৮২৯	৯৯	৫.৫২	৬০.১০
মোট	৬,৫১,১১,৯০৯	৩,২২,০৪,০৭০	৩,২৯,০৭,৮৩৯	৯৮	৪.৭৫	৬১.৮০

শতকরা ৬০ ভাগের বেশি জনগণ গ্রামে বসবাস করে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার গ্রামে বসবাসের আধিক্য বেশি, তাই দেশের সম্ভাবনাময় মানব সক্ষমতার গুরুত্ব অনুধাবন করতে গ্রামে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, গ্রামীণ জনগণের প্রাক্কলিত শতকরা ৩৫ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে যার হার জাতীয় পর্যায়ে শতকরা ২৪ ভাগ। একই সাথে গ্রামীণ জনগণ গুনগত মৌলিক সেবাসমূহের যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ক্লিনিক, পর্যাপ্ত সড়ক প্রভৃতির অপর্যাপ্ত অভিগম্যতার মতো সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে এবং ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি যেমন, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি, বন্যা, খরা এবং অতি তাপমাত্রা প্রভৃতির মোকাবেলা করছে; ফলে গ্রামীণ জনগণ সর্বোচ্চ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির একটি দেশে ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে। ফলস্বরূপ, প্রায় শতকরা ৩৮ ভাগ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু রুগ্ন অথবা তাদের বয়সের তুলনায় খর্বাকৃতির যার শতকরা হার শহর এলাকায় ৩১ ভাগ; এক্ষেত্রে গ্রামের মা-বাবা'র তুলনায় শহরের মা-বাবা তুলনামূলক ভাবে অধিকতর শিক্ষিত।

প্রকল্পাধীন বিভাগগুলোর পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (Water Sanitation and Hygiene - WASH) পরিস্থিতি সমস্ত দেশের চিত্রের প্রতিফলন। এ থেকে দেখা যায় যে, একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক নলকূপের পানি ব্যবহার করে যেখানে নলবাহিত পানি ব্যবহারের হার সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম বিভাগে ৬.৫%, এর পরপরই আছে সিলেটে ৫.০২%, ময়মনসিংহে ১.২০% এবং রংপুরে ০.৯৮%। তবে এ নলবাহিত পানি সুবিধা শুধুমাত্র শহর এলাকাতে বিদ্যমান। কিছু ক্ষেত্রে লোকজন অন্যান্য উৎসের পানি যেমন, বোতলের পানি এবং পুকুর বা নদীর পানি (পরিশোধনের পর) পানের জন্য ব্যবহার করে থাকে। এক্ষেত্রে এ প্রকল্পের আওতায় গ্রামে নলবাহিত পানি সুবিধা পানির অভাব দূর করবে এবং স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়টির উন্নয়ন ঘটাবে।

সারণি-৬ প্রকল্প এলাকায় পানীয় জলের সুবিধা

বিভাগ	ট্যাপ/কল (%)	নলকূপ (%)	অন্যান্য (%)
ময়মনসিংহ	১.২	৯৩.১	৫.৭
রংপুর	০.৯৮	৯৬.১৭	২.৮৫

চট্টগ্রাম	৬.৫৪	৭৭.১০	১৬.৩৬
সিলেট	৫.০২	৭৮.৬৫	১৬.৩৩

গ্রামীণ জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে এবং কোভিড-১৯ এর মহামারি প্রতিরোধে হাত ধোয়া ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা সহ আচরণগত পরিবর্তনের জন্য প্রকল্পের অধীনে পথচারী ঘন সড়ক অবস্থানে, কমিউনিটি ক্লিনিকে এবং বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা সুবিধা বিবেচনা করা হয়েছে। বিভাগগুলোর বর্তমান স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রায় ১৫% থেকে ২০% লোক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করে যেখানে রংপুর বিভাগে ১৯% লোকের কোন শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই অথবা অন্যের সাথে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে থাকে। প্রকল্প এলাকার ৩২% থেকে ৪২% লোক অস্বাস্থ্যকর শৌচাগার ব্যবহার করে থাকে। এটা লক্ষ্যণীয় যে, গ্রামে লোকজন সাধারণত স্বাস্থ্যসম্মত (বদ্ধ পিট ছাড়া) অথবা অস্বাস্থ্যকর শৌচাগার ব্যবহার করে থাকে এবং তাদের অনেকেরই নিজ বসতবাড়িতে কোন শৌচাগার নেই। WASH প্রকল্পের বাস্তবায়ন সঠিক স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামের লোকজনের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাবে।

সারণি-৭: প্রকল্প এলাকার স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা পরিস্থিতি

বিভাগ	স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন (পানিরোধী) (%)	স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন (পানিরোধী নয়) (%)	অস্বাস্থ্যকর (%)	কোনটাই নয় (%)
ময়মনসিংহ	২১.১৫	২৮.৩০	৩২.৯৫	১৭.৬০
রংপুর	১৯.৭১	২৬.৫৩	৩৪.৬০	১৯.১৬
চট্টগ্রাম	১৫.৫১	৪৪.৭৫	৩১.৮৬	৭.৮৭
সিলেট	১৫.৫৪	৩২.৭৩	৪২.৯৮	৮.৭৫

ক্ষতিকর পদার্থ ও আক্রম্যতার (Vulnerability) চিত্র

জলবায়ু পরিস্থিতি

বাংলাদেশ প্রায়-গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থান করলেও এখানকার জলাবায়ু গ্রীষ্মকালীন ভারি বৃষ্টিপাত ও উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী জলবায়ুবিশিষ্ট। জলবায়ুর এমন অবস্থার মূল কারণ বাংলাদেশের অবস্থান; উত্তরের হিমালয় পর্বতশ্রেনি গ্রীষ্মে সমুদ্র থেকে ভেসে আসা জলীয়বাষ্প বাহিত মৌসুমী বায়ুকে বাঁধা দেয়ায় এ এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং এ পর্বতশ্রেণির কারণে উত্তর থেকে বয়ে আসা চরম শীতল বায়ু বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। এ এলাকায় চারটি পৃথক ঋতু রয়েছে: ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুষ্ক বায়ুর শীতকাল; মার্চ থেকে মে পর্যন্ত বর্ষাপূর্ব গ্রীষ্মকাল; জুন থেকে সেপ্টেম্বর পযন্ত গরম ও আর্দ্রতাসহ বর্ষাকাল; এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর গরম ও শুষ্ক-আর্দ্র শরৎকাল যখন দক্ষিণ-পশ্চিমের বাতাস ঘুরে যায়। দেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা প্রায় ২৫^{o} ডিগ্রি সে.। মাসিক গড় তাপমাত্রা জানুয়ারিতে ১৮^{o} ডিগ্রি সে. এবং এপ্রিল থেকে মে পর্যন্ত ৩০^{o} ডিগ্রি সে.। বছরব্যাপী সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সীমা ৩৮^{o} ডিগ্রি সে. থেকে ৪১^{o} ডিগ্রি সে. পর্যন্ত। দেশের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২,২০০ মি.মি. এবং মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০% বৃষ্টি হয় মে থেকে সেপ্টেম্বর এর মধ্যে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বন্যা

বন্যা বাংলাদেশে সারা বছরের একটি সাধারণ দুর্যোগ যেটা বর্ষাকালে নদী ও খাল-বিলের অতিপ্লাবনের কারণে ঘটে থাকে এবং প্লাবনভূমির বিশাল অংশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ বন্যা যেটা দেশের ২২% থেকে ৩০% এলাকা প্লাবিত করে সেটা মাটির যে পুষ্কিকণা বহন করে নিয়ে আসে তা শস্য ভালো উৎপাদনে উপকারী ভূমিকা রাখে।

তবে আকস্মিক বন্যা ঘরবাড়ি, স্থাপনা ও জীবিকার ক্ষতি বা ধ্বংস সাধন করে থাকে। বাংলাদেশে বন্যার মূল উৎস হচ্ছে: বর্ষাপূর্ব প্রবল ঝড়ের কারণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যা (বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলীয় ও পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ি এলাকায় হয়ে থাকে); বর্ষার বৃষ্টি; গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর পানি বৃদ্ধি; বঙ্গোপসাগরে জোয়ার পরিস্থিতি (বাতাস সহ); এবং প্লাবনভূমিতে মনুষ্যসৃষ্ট কারণ। জলবায়ু পরিবর্তনও এ কারণগুলোকে প্রভাবিত করছে এবং মূল বন্যাগুলো সংখ্যা ও ধ্বংসাত্মক ফলাফল বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১১]

ঘূর্ণিঝড় প্রবণতা

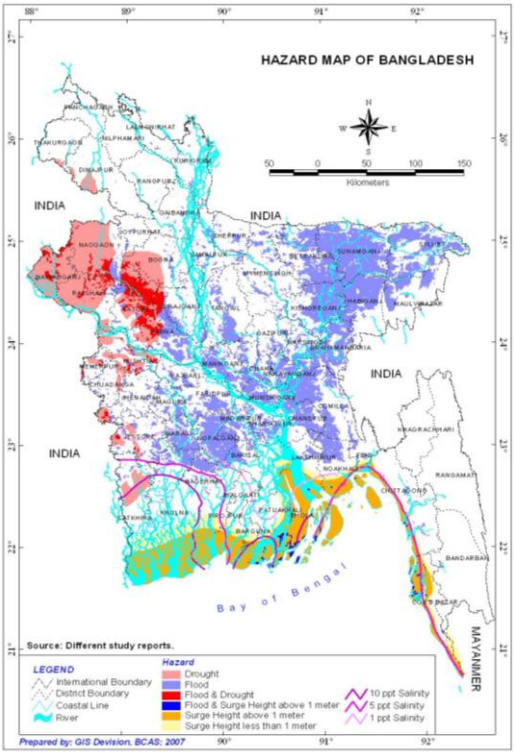

নিম্নচাপ, ঝড়ো জলোচ্ছ্বাস ও গ্রীষ্মকালীন ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে প্রাকৃতিক ক্ষতিকর দুর্যোগ যেটা বঙ্গোপসাগরে বায়ু চাপ হ্রাস ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে তৈরি হয়ে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যারন ব্যুরো এর Statistical Year Book 2014 এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, ১৯৬০ থেকে ২০১০ এর মধ্যে বাংলাদেশে মোট ২১টি গ্রীষ্মকালীন ঘূর্ণিঝড় (বাতাসের গতিবে ঘন্টায় ১১৭ কি. মি. এর বেশি) ও মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৮৭ কি. মি. থেকে ১১৭ কি. মি. এর মধ্যে) আঘাত হানে। এ সকল ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে ৩৩.৩৩% আঘাত হানে বর্ষার শুরুতে এবং বাকি ৬৬.৬৬% আঘান হাতে বর্ষার শেষে।

সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় কমপক্ষে গত ১১,০০০ বছর যাবৎ সমুদ্র উচ্চতা পরিবর্তন হতে দেখা যাচ্ছে। তিনটি প্রধান নদীবাহিত পলি প্লাবনভূমিতে ও ব-দ্বীপ চ্যানেলে জমা হচ্ছে এবং স্রোত ও ঢেউ পলির একটা ক্ষুদ্র অংশ ব-দ্বীপের নিষ্ক্রিয় স্রোতধারায় জমা হচ্ছে যারহার বছরে প্রায় ১০ মি.মি. (সর্বোচ্চ)। এই সক্রিয় ব-দ্বীপ ও উপকূলীয় এলাকার নীচু স্থান (দেশের ক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ও মধ্য ভাগে এক থেকে তিন মিটার এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে চার থেকে সাত মিটার) উপকূলীয় এলাকাকে ঝড়ো জলোচ্ছ্বাসে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে এবং সমুদ্রের পানি দ্বারা ভূমি প্লাবিত করছে।

লবণাক্ততা বৃদ্ধি (Salinity Instrusion)

জলবায়ুর সাম্প্রতিক ও দীর্ঘমেয়াদী একটি হুমকি হচ্ছে, বিশেষ করে চট্টগ্রামের প্রকল্পাধীন এলাকায়, লবণাক্ততা বৃদ্ধি যেটা মূলতঃ সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ঘটছে। আর এটা ভূপৃষ্ঠের (যেমন, নদীর) ও ভূগর্ভস্থের পানি ব্যবস্থা ও মাটির উপর প্রভাব বিস্তার করছে। উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ততা বৃদ্ধির প্রকৃতি কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন, উজান থেকে মিঠা পানির প্রবাহ হ্রাস পাওয়া এবং উপকূলীয় এলাকায় অতিমাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা।

[১১] Dewan TH (2015) Societal impacts and vulnerability to floods in Bangladesh and Nepal, Weather and Climate Extremes, Volume 7, March 2015, Pages 36-42.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212094714000930

সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব চিহ্নিতকরণ এবং প্রশমন ব্যবস্থা

সাধারণ

প্রকল্পে গ্রামীণ জনগণের মাঝে ও বসতবাড়িতে পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সংস্থান রাখা হয়েছে। পানির সংক্রমণ, মলবর্জ্য নিষ্কাশন ও অপরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য থেকে মূল পরিবেশগত ঝুঁকির উদ্ভব হবে। আর সামাজিক ঝুঁকির সৃষ্টি হবে সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের বাদ পড়া এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়গুলো থেকে। প্রকল্পে স্থানীয় এলাকা থেকে অধিকাংশ শ্রম সংগ্রহ করা যাবে বলে ধরে নেয়া হয়েছে এবং তদারকির স্তর ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও একই ভাবে সম্ভব হবে। ফলে GBV ঝুঁকির সম্ভাবনা খুব কম। অবকাঠামোগত প্রভাব (শব্দ, বায়ু ও পানি দূষণ) বিস্তার লাভ করবে তবে তা পরিক্ষিত সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় প্রশমন করা যাবে। প্রশমন ব্যবস্থার আলোকে নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রস্তাব করতে ESMF এলাকাগুলো চিহ্নিত করবে এবং কমিউনিটির চাহিদা মোতাবেক ও আর্থ-সামাজিক গঠনের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের সামঞ্জস্য রাখতে লক্ষ্যভুক্ত জনগণের জন্য প্রকল্প সুবিধা সর্বোচ্চ সীমায় নিতে প্রক্রিয়া প্রস্তাব করবে। যে সকল ES ঝুঁকি রয়েছে যেগুলো প্রশমন করতে যথোপযুক্ত পরিবেশগত আইনের প্রয়োগ ও ES ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। কোভিড-১৯ এর ফলে সামাজিক বিষয় যেমন, ব্যাপকভাবে আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন, শ্রমিকের অভাব, রোগের প্রাদুর্ভাব, সামাজিক দূরত্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতির উপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। এক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকায় কর্মীদের ও কমিউনিটির জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন হবে যেন ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব প্রকল্প বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত না করে। প্রস্তাবিত প্রকল্প কর্মকাণ্ডের সার্বিক ঝুঁকি ও প্রভাব, বাস্তবায়নকারী সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা এবং পরবর্তী ব্যবস্থা বিবেচনায় ES ঝুঁকিকে 'Moderat' শ্রেণিতে ফেলা যায়।

সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব

প্রকল্পে সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাবগুলো নিম্নরূপ হতে পারে:

- **শব্দ ও বায়ু দূষণ** এবং যানবাহন ও যন্ত্রপাতি চালানোর কারণে সৃষ্ট গোলমাল প্রকল্প এলাকার কাছাকাছি বসবাসরত লোকজন এবং প্রাণিকূলের জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাইলিং বা ড্রিলিং প্রচন্ড শব্দ সৃষ্টি করে। এ শব্দের কারণে প্রকল্প এলাকায় আগত অথিতি পাখির সংখ্যা হ্রাস পেতে পারে। ধুলা বা যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাসের কারণে সৃষ্ট বায়ু দূষণ এবং ভূমি পরিষ্কারের কারণে লোকজন ও প্রাণিকূল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পায়খানা থেকে নিঃসৃত এবং মলবর্জ্য থেকে সৃষ্ট দুর্গন্ধ ও দূষণ চারদিকের জলাধার এবং প্রাণি ও উদ্ভিদ কূলের ক্ষতি করতে পারে।
- **মাটির উপর প্রভাব** পড়তে পারে ক্ষয়ের মাধ্যমে অথবা রাসায়নিক পদার্থ উপচে পড়ে কিংবা বর্জ্য পদার্থের যথাযথ নিঃসরণ না হওয়ার ফলে। বর্জ্য পদার্থ আসতে পারে পায়খানা থেকে মলবর্জ্য, অবকাঠামো নির্মাণ পদার্থ প্রভৃতি হিসেবে।
- **কম্পনের** মতো প্রভাব পড়তে পারে পাইলিং, ড্রিলিং অথবা ভারি যানবাহন চলার সময়। খাড়া ঢালু স্থানের কাছাকাছি কম্পনের ফলে ভূমিধ্বসের মতো (বর্ষার সময়, এমন কি অবকাঠামো নির্মাণে সমাপ্তির কয়েক মাস পরেও) ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে। অতিরিক্ত কম্পন নির্মাণ স্থানে কাছাকাছি বসবাসরত স্থানীয় সংবেদনশীল প্রাণিকূলের জন্য অথঅব কাছাকাছি অরণ্য এলাকার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।
- **ভূপৃষ্ঠের পানির** উপর পরিবর্তন, সংখ্যা ও মানের কারণে প্রভাব পড়তে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অনিচ্ছাকৃত নিঃসরণের কারণে প্রকল্প এলাকার জলাধার দূষিত হতে পারে। আবার পানি সরবরাহের জন্য সংরক্ষিত ভূপৃষ্ঠের পানির নিষ্কাশন উৎস জলাধারে পানি প্রবাহের ধরন পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। জলীয় উপাদান যেখানে নির্গত করা হয় সেখান থেকে পানির নিঃসরণ পানি দূষণের কারণ হতে পারে।
- **ভূগর্ভস্থ পানির** উপর বিভিন্ন প্রকল্প কর্মকাণ্ডের কারণে প্রভাব পড়তে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নলবাহিত পানি ব্যবস্থায় অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অতিমাত্রায় নেমে যেতে পারে। আবার পায়খানা থেকে নিঃসৃত বর্জ্য প্রবেশের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ স্তরের পানি দূষিত হতে পারে।
- **মলবর্জ্য পরিবহন** প্রভাব ফেলতে পারে যখন জোড়া পিট থেকে মলবর্জ্য স্থানান্তর করা হয় তখন।

পরিবেশগত প্রশমন ব্যবস্থার নমুনা

এ প্রকল্পে প্রশমন ব্যবস্থার একটি কাঠামো নীচে দেখানো হলো:

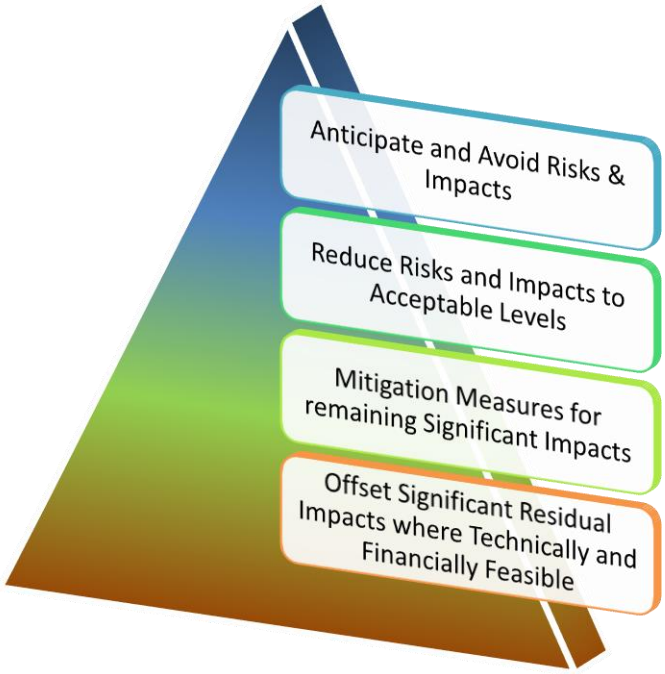

চিত্র: প্রশমন কাঠামো

প্রশমন কাঠামোর প্রথম ধাপই হচ্ছে এড়িয়ে যাওয়া এবং এটা করা সম্ভব যদি উপ-প্রকল্পের স্থান সাবধানে বাছাই করা হয় অথবা এমন ভাবে নকশা তৈরি করা হয় যাতে প্রভাব এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থাগুলোর বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলো হচ্ছে:

- প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প বা কর্মকাণ্ডের জন্য বিভিন্ন স্থানের বিশ্লেষণ
- উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি/প্রভাব নেই এমন বিভিন্ন নকশার বিকল্প মূল্যায়ন করা

তবে কিছু ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও প্রভাব সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই কাঠামোর দ্বিতীয় ধাপে নকশা বিবেচনার মাধ্যমে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প কর্মকাণ্ডে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব হ্রাস করে একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যখন আর কোন বিকল্প নকশা নেই এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি অথবা প্রভাব উল্লেখযোগ্য পর্যায়েই থাকে, তখন কাঠামোতে একটি তৃতীয় ধাপের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যেখানে সম্ভাব্য প্রশমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

ESMF উপ-প্রকল্প কর্মকাণ্ডের সুবিধা বৃদ্ধি করতে এবং নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করতে বড় পরিসরে প্রশমন ও বর্ধিতকরন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাবিত প্রশমন পদক্ষেপগুলো ESMFs গাইডলাইনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশমন কাঠামোর চূড়ান্ত ধাপ হচ্ছে কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্য পদ্ধতিতে অবশিষ্ট যে কোন উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব দূর করা। এটা কোন ধরনের আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে বা অন্য স্থানে একই ধরনের ES উপাদান সম্প্রসারণের মাধ্যমে হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয়ে প্রশমন পদক্ষেপের সাথে সম্প্রসারিত পদক্ষেপের কাঙ্ক্ষিত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হবে। অধিকন্তু, শুধুমাত্র সম্প্রসারিত পদক্ষেপ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা পরিবীক্ষণ করলেই চলবে না, পাশাপাশি এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের যে সুবিধা সময়ের সাথে তা লাভ করা যাচ্ছে কি না তাও নির্ণয় করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ব্যয়ও প্রকল্প ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কিছু সাধারণ প্রশমন পদক্ষেপ (যা প্রায় সকল উপ-প্রকল্পে প্রযোজ্য) নীচে উল্লেখ করা হলো:

- বর্তমান পায়খানাগুলোর ভেঙ্গে যাওয়া 'p' ফাঁদের ঝুঁকি হ্রাস করতে, সুবিধা বৃদ্ধি করতে (যেমন, বাড়ির ভেতরে পায়খানা স্থাপন করে) এবং সহজে ফাঁকা করতে দূরবর্তী জোড়া পিট পায়খানা স্থাপন করা। যখন দূরবর্তী পিট পায়খানার দুইটি বিকল্প পিট থাকে তখন দূরবর্তী পিটে মলবর্জ্য নিষ্ক্রিয় হতে যথেষ্ট সময় পায়, ফলে মলবর্জ্য নিরাপদে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়। জোড়া বিকল্প দূরবর্তী পিট পায়খানার আদর্শমান, সাথে O&M ও নিরাপদ মলবর্জ্য অবমুক্তকরনের জন্য সঠিক প্রক্রিয়ার উপর বসতবাড়ির লোকজন ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে যেন এসডিজি ৬.২ এর শর্ত মোতাবেক 'নিরাপদ ব্যবস্থাপনা'র স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন সেবার মান অর্জন করা যায়।
- নির্মাণ স্থান বা নির্মাণ থেকে প্রাপ্ত যে কোন অর্গানিক বর্জ্য সঠিক ভাবে সংগ্রহ করা ও মিশ্রসারে পরিণত করা উচিত
- ধুলা উদ্গীরণ কিছু সংখ্যা ব্যবস্থা পৃথকভাবে বা সম্মিলিত ভাবে গ্রহণ করে প্রশমন করা যায়:
    - প্রকল্প এলাকায় ব্যবহৃত সকল ট্রাক ও যানবাহনকে কারিগরি ও পরিবেশগত নিরাপত্তা নিয়ম অনুসরণ করা নিশ্চিত করতে হবে।
    - নির্মাণ স্থানে ও পরিবহনের সময় যানবাহন ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষ চলাচলের ব্যবস্থা নেই এমন রাস্তায় (পানি ছিটিয়ে) ধুলা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।
    - প্রয়োজনে গ্রহণযোগ্য Protective Personal Equipment (ear plugs, goggles, helmets, gloves, masks) ব্যবহার করতে হবে।
    - বায়ু দূষণ কমাতে নির্মাণ এলাকায় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি চালানোর সময় নির্ধারণ করতে হবে।
- শব্দ দূষণ নীচের পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে কিছু পরিমাণে প্রশমন করা যায়:
    - প্রাক-নির্মাণ কর্মকাণ্ড দিনে সম্পন্ন করতে হবে এবং রাতে কাজ করাকে সীমিত করতে হবে।
    - নির্মাণ স্থানের চারপাশের এলাকায় ও এর অভ্যন্তরে যানবাহন চলাচল ও গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
    - বাছাইকৃত এলাকায় সম্ভাব্যক্ষেত্রে শব্দনিরোধ প্রাচীর তৈরি করতে হবে।
    - যানবাহনগুলোর কারিগরি মান নিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে এদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়মমাফিক পরিদর্শন করতে হবে। প্রকল্প কর্মকাণ্ডে পুরাতন যানবাহন এবং নিম্নমানের নির্মাণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।
    - প্রকল্প এলাকার নিকটবর্তী স্থানে শব্দের মাত্রা ৫৫ ডেসিবল এর উপরে যাবে না।
- মলবর্জ্য পরিবহনে উপযুক্ত গাড়ি ব্যবহার করতে হবে এবং পরিবহনের সময় কোন বর্জ্য নিঃসরণ হওয়া যাবে না। উপরন্তু মলবর্জ্যের সঠিক শোধনের পর সংক্রামক জীবানুযুক্ত ক্ষতিকর বর্জ্য উপযুক্ত কৃষিভূমিতে অবমুক্ত করতে হবে যেন মাটির উপযোগী পুষ্টি উপাদান কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের মাত্রা হ্রাস করতে পারে (Reference FAO, http://www.fao.org/3/T0551E/t0551e08.htm)। পরিশোধিত মলবর্জ্য অনেক গাছের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন ও ফসফরাস উপাদান ধারণ করে থাকে। তবে কৃষি জমিতে ব্যবহারের পূর্বে জীবানুযুক্ত ও পরজীবী উপাদানযুক্ত মলবর্জ্য যথাযথ মলবর্জ্য পরিশোধন প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে নিতে হবে।

সম্ভাব্য সামাজিক ঝুঁকি/প্রভাব

প্রকল্প কর্মকাণ্ডের কারণে কিছু সংখ্যক সম্ভাব্য সামাজিক ঝুঁকি বা প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে:

সম্ভাব্য সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাব হতে পারে লিঙ্গ বিষয়ক (নারী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত), সুবিধা ও আলোচনা থেকে বঞ্চনা বিষয়ক (বিশেষ করে নারী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, আদিবাসী, প্রান্তিক ও vulnerable কমিউনিটি সংক্রান্ত), ভূমি ব্যবহার বিষয়ক (সাধারণ/ ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পুনর্বাসন প্রভৃতি সংক্রান্ত), কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক এবং শ্রমের ধরন ও সংশ্লিষ্ট প্রভাব বিষয়ক।

প্রকল্পে দুর্গম এলাকায় ছোট খাটো নির্মাণ কাজের জন্য শ্রমিক ব্যবহার করা হবে। যদিও বেশির ভাগ শ্রমিকই GBV/SEA এর স্থানীয় যেটা বাদ দেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে দরপত্রের সময় কন্ট্রাকটরের নিয়মকানুন ও GBV বিষয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও সংবেদনশীল করার এবং মাঠ পর্যায়ে তদারকি করার প্রয়োজন হবে।

মলবর্জ্য স্থানান্তর ও পরিবহনের কারণে কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি দেখা দিতে পারে; এবং অন্যান্য নির্মাণ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিও দেখা দিতে পারে যদি না সেগুলো যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তবে প্রকল্পটি খোলা স্থানে মলত্যাগ হ্রাস করতে এবং মলবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবহন বিষয়ক উন্নয়ন সাধন করতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর মহামারি কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে শ্রমের সাথে জড়িতদের ক্ষেত্রে। কোভিড-১৯ এর ফলে আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন সহ সামাজিক, শ্রমের প্রাপ্যতার অভাব, রোগ সংক্রমন, সামাজিক দূরত্বের ক্ষেত্রে পদক্ষেপের অভাব প্রভৃতি বিষয়ে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব স্থানে ভাইরাস সংক্রমন হতে পারে সে সব স্থানে বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মী ও স্থানীয় কমিউনিটির জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সামাজিক প্রশমন ব্যবস্থা

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ঝুঁকি ও প্রভাব হ্রাস করতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে:

- শুরু থেকেই প্রকল্পের পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এবং ঋণ ও আর্থিক ব্যবস্থার অভিগম্যতায় অসহায়, বঞ্চিত ও মহিলাদের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। ঋণ বা আর্থিক ব্যবস্থায় অভিগম্যতার বিষয়টি মহিলা ও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হওয়া প্রয়োজন যেন এর মহিলা ও অসহায় ব্যক্তির জন্য ঋণ নিরাপত্তার শর্তাবলী তাদের স্ব স্ব সামাজিক অবস্থান ও আর্থিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
- নকশা প্রণয়ন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মহিলাদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি (ভেতর থেকে দরজা বন্ধের ব্যবস্থা, দরজার শক্ত কাঠামো, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি) বিবেচনায় করতে হবে।
- জিবিভি'র বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে পিএমইউ এবং ঠিকাদারগণ কৌশল (সি-ইএসএমপি, লিখিত ও স্বাক্ষরিত আচরণ বিধি, কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও সংবেদনশীলতা) নির্ধারণ করবে এবং সম্ভাব্য জিবিভি বিষয় চিহ্নিতকরণে জিআরএম নির্ধারণ করবে।
- টয়লেটের সঠিক নকশা প্রণয়ন, বর্জ্য পরিবহন ও বর্জ্য পানি অবমুক্তকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- কর্মীদের অবশ্যই প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং পিপিই সরবরাহ করতে হবে; সাথে সাথে তারা যেন স্থানীয় জনসাধারণ থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে ও কোভিড-১৯ প্রটোকল অনুসরণ করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। কর্মীদের মধ্যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পেলে লক্ষণ বিষয়ে জানানোর বিধান থাকতে হবে এবং চিকিৎসার কারণে স্থানান্তরের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ ও তথ্য উন্মোচন

ভুমিকা

স্টেকহোল্ডার বলতে সে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বোঝায় যে বা যারা প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত হয় অথবা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং প্রকল্পে যাদের স্বার্থ জড়িত। 'স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ (স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট) বলতে এমন উপায়কে বোঝানো হয়েছে যেখানে একটি প্রকল্প প্রণয়নকারী ও উপ-প্রকল্প দ্বারা বা বাস্তবায়নের দ্বারা প্রভাবিত পক্ষকে সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণের বিষয়টি একটি ব্যাপক পরিসরের কর্মকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলো হচ্ছে: পরামর্শ, সম্পৃক্তকরণ, বহিঃ সম্পর্ক, তথ্য উন্মোচন ও প্রচার, জনসাধারণের অংশগ্রহণ প্রভৃতি। এ প্রকল্পে ইতিমধ্যেই পিএমইউ একটি স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা (স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট প্ল্যান - এসইপি) প্রণয়ন করেছে এবং সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে অর্থবহ পরামর্শের পরিকল্পনা করেছে। এসইপি'তে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিতকরণ ও তাদের সাথে অর্থপূর্ণ আলোচনার বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে, সাথে প্রকল্পের জন্য একটি জিআরএম এর রূপরেখাও প্রস্তুত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব এবং চলাচলের উপর আকস্মিক বিধিনিষেধ ও সামাজিক দূরত্ব অনুসরণের কারণে মাঠ পর্যায়ে বিস্তারিত মূল্যায়ন ও স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ সভার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। তবে সীমিত মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে ইউনিয়ন পর্যায়ে মূল ওয়াশ চ্যালেঞ্জসমূহ, প্রকল্প প্রণয়নে বাধাসমূহ, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয় সহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে সম্পন্ন বা চলমান প্রকল্পসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বাস্তবায়তি BD Municipal Water Supply and Sanitation Project (BMWSSP) এর আওতায় প্রস্তাবিত উপ প্রকল্পসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রস্তাবিত উপ প্রকল্পসমূহের ইএস ব্যবস্থাপনার জন্য সামর্থ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রভৃতি গোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের জন্য প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত সাইটগুলো পরিদর্শন করা হয়েছে এবং সেকেন্ডারি তথ্য থেকে উপপ্রকল্পের বেসলাইন চিত্র সম্পর্কে ধারণা নেয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব ও আকস্মিক বিধিনিষেধের ফলে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়নি।

স্টেকহোল্ডার চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণ

প্রকল্পের স্টেকহোল্ডারদের প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে:

- প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত পক্ষ: যারা প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত হবেন বা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে;
- অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ: প্রকল্পে যাদের স্বার্থ জড়িত এবং যারা প্রকল্পের দ্বারা প্রভাবিত পক্ষের মতামতকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করতে পারেন অথবা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বা প্রকল্পের ফলাফলের টেকসহিতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে;
- অসহায় গোষ্ঠী: এরা হচ্ছেন সেই দল যারা (মহিলা, প্রতিবন্ধী, শিশু, পরিবার প্রধান নারী এমন) ক্ষতির নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের অংশ হতে পারেন। প্রকল্প সুবিধায় এদের অভিগম্যতা কম হতে পারে, পাশাপাশি সম্পৃক্তকরণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত পক্ষসমূহ

প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত পক্ষসমূহের মধ্যে যে অঞ্চলে প্রকল্প কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে সে অঞ্চলের জনগণ, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় বসতবাড়ি, প্রকল্প সুবিধার আওতায় গণসুবিধা ব্যবহারকারী সদস্য, ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণকারী বসতবাড়ি, জমি দানকারী, বর্জ্য পরিষ্কারকারী ও পরিবহনকারী প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ

অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষমূহের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, পিএমইউ-এর সদস্য, ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, গণ প্রচারমাধ্যম, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, গবেষকবৃন্দ, স্থানীয় উদ্যোক্তা ও সরবরাহকারীগণ, স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রস্তুতকারকগণ প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত।

অসহায় গোষ্ঠী

অসহায় গোষ্ঠীর মধ্যে কমিউনিটির শিশু, নারী, নারী- পরিবার প্রধান বসতাবাড়ি, প্রবিবন্ধী ব্যক্তি প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত।

কোভিড-১৯ এর আলোকে সম্পৃক্তকরণ পদ্ধতি ও হাতিয়ারসমূহ

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব ও বিস্তারের সাথে সাথে জনগণ জাতীয় ও স্থানীয় আইন দ্বারা সামাজিক দূরত্ব চর্চার বিষয়ে বাধ্য হচ্ছেন এবং ভাইরাস সংক্রমনের ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধ করতে বিশেষ মানুষজনের ভিড় এড়িয়ে চলতে বাধ্য হচ্ছেন। ভাইরাস প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাদির মধ্যে কিছু ব্যবস্থা গণমানুষের সমাবেশ, সভা ও জনগণের সম্পৃক্ততার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে; আবার কিছু ব্যবস্থা গণমানুষের কর্মকাণ্ড গ্রহণে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

একই সময়ে সাধারণ জনগণ সংক্রমণের ঝুঁকি, বিশেষ করে বৃহৎ জনসমাগমে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক ও সজাগ হচ্ছেন। উপরোল্লিখিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যোগাযোগের নির্দিষ্ট চ্যানেল ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। বর্তমান কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে যোগাযোগের মাধ্যম বাছাই-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।

- (জাতীয় বিধিনিষেধ অনুসরণ করে) জনসভা, ওয়ার্কশপ ও সমাবেশের মতো জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হবে।
- ক্ষুদ্র পরিসরে সমাবেশ অনুমোদিত হলে, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের মতো ছোট দলীয় সেশনে আলোচনা চালানো যেতে পারে। যদি অনুমোদিত না হয় তবে WebEx, Zoom, Skype প্রভৃতি ব্যবহার করে অনলাইনভিত্তিক সভা করা যেতে পারে।
- নানা ভাবে যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সামাজিক মাধ্যম ও অনলাইন চ্যানেল ব্যবহার করা যেতে পারে। সম্ভাব্য ও যৌক্তিক ক্ষেত্রে অনলাইন প্লাটফরম ও চ্যাটগ্রুপ তৈরি করা যেতে পারে যেটা উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিভিন্ন স্টেহোল্ডার দল নিয়ে তৈরি হবে।
- স্টেকহোল্ডাররা অনলাইন মাধ্যম ব্যবহারে অভ্যস্থ না হলে কিংবা নিয়মিত ব্যবহার না করলে প্রচলিত যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে টিভি, খবরের কাগজ, বেতার, টেলিফোন, মেইল প্রভৃতি কাজে লাগাতে হবে। প্রচলিত যোগাযোগ মাধ্যমও স্টেকহোল্ডারদের সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহে খুবই কার্যকর এবং তাদের মতামত ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে এতে।
- যেখানে প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত লোকজনের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রয়োজন সেখানে ইমেইল, মেইল, অনলাইন প্লাটফরম, ফোন প্রভৃতির সংযোগে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্য উন্মোচন পদ্ধতি

বিশ্বব্যাংক ও আদর্শ আন্তর্জাতিক চাহিদা মোতাবেক বাংলা ও ইংরেজিতে জনগণের মতামতের জন্য ইএসএমএফ ও অন্যান্য তথ্য উন্মোচন পদ্ধতি রয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এ সকল উন্মোচন উপাদানগুলো তাদের কাছে অনলাইনে অবমুক্ত করতে হবে। এটা পরিকল্পিত অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য ও জনগণের সাথে আলোচনা প্রক্রিয়ায় তাদের সম্পৃক্তকরণে স্টেকহোল্ডারদের ইন্টারনেটে প্রবেশের সুযোগ করে দিবে। ওয়েবসাইটে অনলাইন মতামতের জন্য এমন ব্যবস্থা থাকবে যেখানে প্রকাশিত বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য করা সম্ভব হবে। অগ্রগতি পরিস্থিতি বিবেচনায় পিএমইউ দপ্তরে বিনামূল্যেও পাওয়া যাবে। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে পাবলিক ডোমেইনে এসইপি-টি থাকবে। সম্পৃক্তকরণ পদ্ধতিগুলো তাদের কার্যকারিতা অনুসরণ করতে ও পরিবেশের সাথে প্রকল্প অগ্রগতির সম্পর্ক রাখতে নিয়মিত সংশোধন করা হবে। এসইপি একটি সারণিতে স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা ও তথ্য উন্মোচন পদ্ধতির উল্লেখ করবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মাথায় রেখে সারণিতে তথ্য উন্মোচন পদ্ধতি বর্ণনা করা হবে।

অভিযোগ প্রতিবিধান কৌশল (গ্রিভেন্স রিড্রেস মেকানিজম - জিআরএম)

জিআরএম এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পের সময়কালীন কার্যকরভাবে ও দক্ষতার সাথে যে কোন অভিযোগ সংরক্ষণ ও চিহ্নিত করা। জিআরএম এমন ভাবে নকশা করা হয়েছে যাতে প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত জনগোষ্ঠী কর্তৃক উত্থাপিত ও অন্যান্য অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে ও স্বচ্ছতার সাথে কোন ধরনের প্রভাব (অর্থ ব্যয়, বৈষিম্য) বিস্তার ছাড়াই অভিযোগ ও উদ্বেগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যে কোন জিআরএম এর অগ্রাহ্য নীতি হলো এটি অবশ্যই হুমকিবিহীন, অভিগম্যযোগ্য, দ্রুত ও নিরপেক্ষ হতে হবে; এবং নিরপেক্ষতার সাথে অভিযোগকারীকে সিদ্ধান্ত সরবরাহ করতে হবে। প্রকল্পের মোট সময়কালের সামগ্রিক প্রয়োজন বিবেচনায় পিএমইউ অভিযোগ সমাধানের জন্য জিআরএম প্রতিষ্ঠা করবে; ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমস্যাগুলো/দ্বন্দ্বগুলো আপসমূলক ভাবে ও দ্রুত সময়ে সমাধানে সহায়তা করবে; ব্যয়বহুল, সময় সাপেক্ষ আইনী প্রক্রিয়া থেকে ব্যক্তিদের বাঁচাবে। কৌশলটি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে আইন আদালত করতে বাধা দিবে না। সমাজের সমস্ত সদস্যদের অভিযোগ ও অভিযোগ দায়ের করতে সক্ষম হওয়ার জন্য প্রাথমিক

ও কার্যকর সুযোগ সুবিধায় একটি কার্যকর ও স্বচ্ছ কৌশল প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। প্রতিটি স্তরে জিআরসি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য লোকসমাগম স্থলে প্রয়োজনীয় সাইন পোস্টিং বা বিল বোর্ড স্থাপন করা হবে। জিআরএম অনলাইনে থাকতে হবে যাতে শারীরিক ভাবে একত্রিত না হয়েও অভিযোগ দাখিল করা যায়, বিশেষত কোভিড-১৯ এর সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে।

প্রতিটি জেলায় অভিযোগ প্রতিবিধান কমিটি (গ্রিভেন্স রিড্রেস কমিটি - জিআরএস) গঠন করা হবে যেখানে প্রকল্পটি কার্যকর করা হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর আগে বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা নিশ্চিত করবেন যে, অভিযোগ সংকান্ত বিষয় নিষ্পত্তি করার জন্য এই জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। ন্যূনতম হিসাবে প্রতিটি জেলায় জিআরসি গঠন নিম্নরূপ হবে:

- ডিপিএইচই আঞ্চলিক প্রতিনিধি - জিআরসি চেয়ার ও আহ্বায়ক
- ডিপিএইচই ফেসিলিটি বিভাগের প্রতিনিধি - জিআরসি কমিটির সেক্রেটারি
- জেলা সিভিল সার্জন - জিআরসি কমিটির সদস্য
- এনজিও প্রতিনিধি (মহিলা) জেন্ডার ও জিবিভি ইস্যুতে কাজ করছেন - জিআরসি কমিটির সদস্য
- উপজেলা চেয়ারম্যান মনোনীত প্রতিনিধি প্রতিটি উপজেলা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (এপি) প্রতিনিধি (সাধারণত মহিলা) - জিআরসি কমিটির সদস্য।

জিআরএম নিয়ে কাজ করার ও সমাধানের পদক্ষেপের জন্য এসইপি দেখুন।

বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ প্রতিবিধান সেবা (জিআরএস)

যে সকল কমিউনিটি ও ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, তারা বিশ্বব্যাংক (ডব্লিউবি) সমর্থিত প্রকল্পের দ্বারা বিরূপ প্রভাবের শিকার হয়েছেন তারা প্রকল্প-স্তরের জিআরএম বা ডাব্লিউবি'র অভিযোগ প্রতিবিধান সেবার (জিআরএস) কাছে অভিযোগ জমা দিতে পারেন। জিআরএস নিশ্চিত করে প্রকল্পগুলো সম্পর্কে উদ্বেগের সমাধানের জন্য প্রাপ্ত অভিযোগগুলো তাৎক্ষণিকভাবে পর্যালোচনা করা হবে। প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তিরা বিশ্বব্যাংকের সতন্ত্র পরিদর্শন প্যানেলে তাদের অভিযোগ জমা দিতে পারে যা নির্ধারণ করে যে, বিশ্বব্যাংকের নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ না করার ফলে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। উদ্বেগের বিষয়টি সরাসরি বিশ্বব্যাংকের নজরে আনার পরে যে কোন সময় অভিযোগ জমা দেওয়া যেতে পারে এবং বিশ্বব্যাংক ব্যবস্থাপনাকে এ বিষয়ে সাড়া দেয়ার সুযোগ দিতে হবে। বিশ্বব্যাংকের কর্পোরেট প্রতিবিধান সেবায় (জিআরসি) কীভাবে অভিযোগ জমা দিবেন সে সম্পর্কিত তথ্য http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-পরিষেবাদি/ অভিযোগ-নিরসন পরিষেবা-তে পাওয়া যাবে। বিশ্বব্যাংকের পরিদর্শন প্যানেলে কীভাবে অভিযোগ জমা দেয়া যায় সে সম্পর্কিত তথ্য www.inspectionpanel.org দ্রষ্টব্য।

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য পদ্ধতিগত কাঠামো

ভুমিকা

এ অধ্যায়ে বিভিন্ন উপ প্রকল্পে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়গুলো পর্যালোচনা ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোর রূপরেখার কথা বলা হয়েছে। এতে ইএস প্রভাব স্ক্রিনিং ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও হাতিয়ার বিষয়ক বর্ণনাও রয়েছে। উপ প্রকল্পগুলো ইএস পর্যালোচনায় পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং জিওবি এর বিধি এবং বিশ্বব্যাংকের প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত ও সামাজিক মানদন্ড (ইএসএস) এর বিধানের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সামগ্রিক পদ্ধতি

সামগ্রিক ইএস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিটি নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে। কোন উপ প্রকল্পের অবস্থান এবং নকশা জানার পরে, ইএস ঝুঁকির স্ক্রিনিং করা যেতে পারে। স্ক্রিনিং এর উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট উপ প্রকল্পের ঝুঁকির মাত্রা, পরিমাণ ও সম্ভাব্য প্রবাবগুলোর বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যা পরবর্তীকালে আরো ইএস মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হবে। স্ক্রিনিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে - (ক) উপ প্রকল্পের অঞ্চল ও আশেপাশের অবস্থা পুনর্বিবেচনা, (খ) প্রধান উপ প্রকল্পের কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ, এবং (গ) উপ প্রকল্পের আশেপামের অঞ্চলের পরিবেশ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপর এর ক্রিয়াকলাপ ও প্রভাবগুলোর প্রাথমিক মূল্যায়ন।

আশা করা যায় যে, বেশির ভাগ উপ প্রকল্পগুলোর জন্য কিছুটা সম্ভাব্যতা যাচাই-এর প্রয়োজন হবে। এটি ইএস হাতিয়ার তৈরিতে সহায়ক হবে। এই ইএস হাতিয়ারগুলোর প্রস্তাবনা ডিজাইন টিম দ্বারা সংযোজন করা উচিত এবং টেন্ডার (বিডিং) নথিগুলোতেও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। ডিপিএইচই ও পিকেএসএফ এর পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত প্রশমন পদক্ষেপগুলো কার্যকর করতে হবে, পরিবীক্ষণ ও অগ্রগতি প্রতিবেদন করতে হবে।

বিভিন্ন উপ প্রকল্পে ইএস বিষয়গুলো মূল্যায়ন ও পরিচালনা কাঠামোর মধ্যে ইএস প্রভাবগুলো স্ক্রিনিং এবং মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি এবং হাতিয়ার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উপ প্রকল্পগুলোর এই ইএস মূল্যায়নের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এবং ১০টি স্ট্যান্ডার্ড (ইএসএস) সহ বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক কাঠামো মেনে চলতে হবে। নীচে ফ্লো-চার্টটি নির্মাণ সম্পর্কিত কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যায়নের পদ্ধতির রূপরেখার নির্দেশনা দিচ্ছে।

চিত্র: নির্মাণ সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য সামগ্রিক ইএস পরিচালনার পদ্ধতি

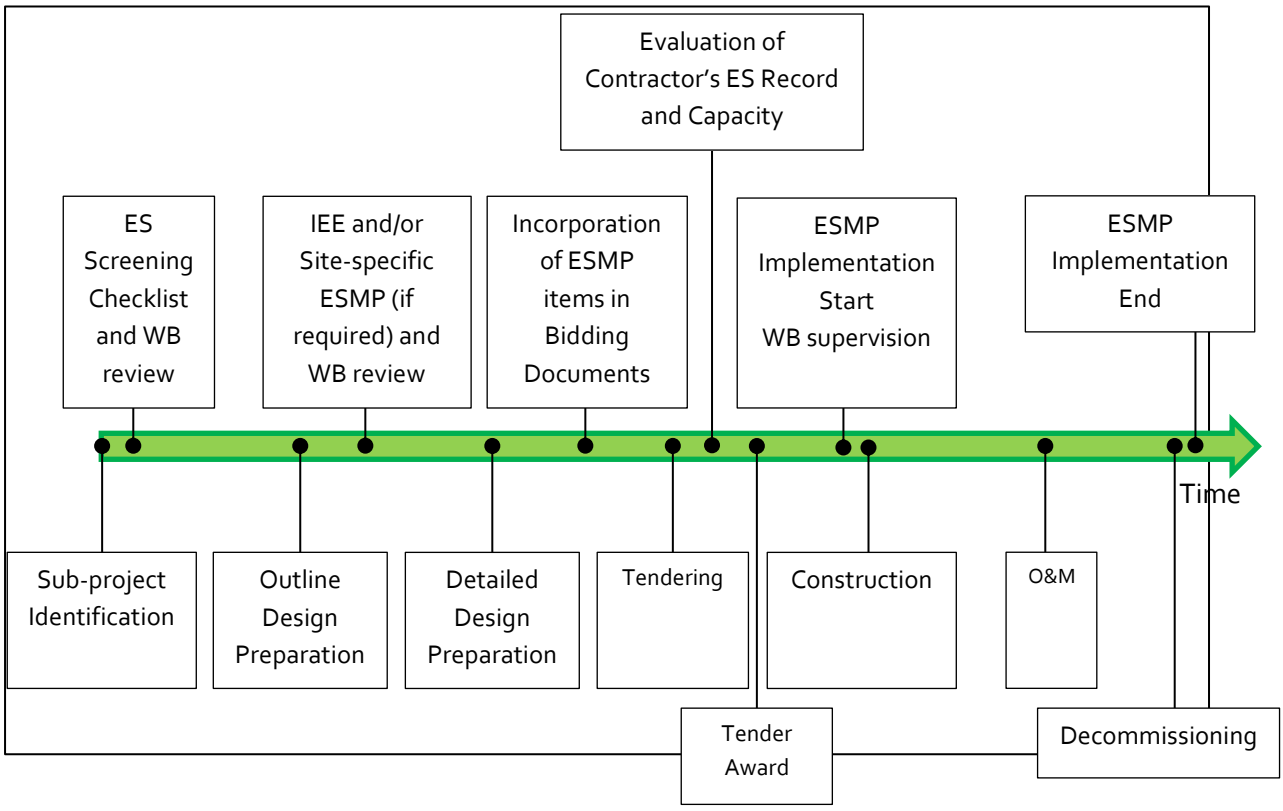

উপ প্রকল্পের স্ক্রিনিং ও শ্রেণিবদ্ধকরণ

উপ প্রকল্পের নকশা এবং অবস্থান সনাক্তকরণের পরে আনুষ্ঠানিক ইএস মূল্যায়ন করা হবে। নমুনা ইএস চেকলিস্ট সংযোজনীতে সরবরাহ করা হয়েছে। চেকলিস্টগুলোর উদ্দেশ্য হলো উপ প্রকল্পগুলোর নকশা পর্যায়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং উদ্বেগগুলো চিহ্নিত করা। ইএস স্ক্রিনিং নির্ধারণ করবে যে উপ প্রকল্পের পদক্ষেপগুলোর জন্য কোন আইইই প্রয়োজন হবে কি না কিংবা কোন সাইট-নির্দিস্ট ইএস পরিচালনার পরিকল্পনা যথেষ্ট হবে কি না।

স্ক্রিনিং প্রক্রিয়াটির ফলাফল হলো উপ প্রকল্পের শ্রেণিভিত্তিক ইএস ঝুঁকির ক্ষেত্র নির্ধারণ করা। সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব এবং তাদের তাৎপর্য বিবেচনা করে, বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে চিহ্নিত প্রস্তাবিত উপ প্রকল্পের পদক্ষেপগুলোকে চারটি স্তরে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে:

১. অধিক ঝুঁকি
২. উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি
৩. মধ্যম ঝুঁকি
৪. স্বল্প ঝুঁকি

নীচের চিত্রটিতে বিভিন্ন ঝুঁকির বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রকল্পে বেশির ভাগ উপ প্রকল্পগুলো স্বল্প বা মধ্যম পর্যায়ের ঝুঁকির মধ্যে থাকবে বলে আশা করা যায়।

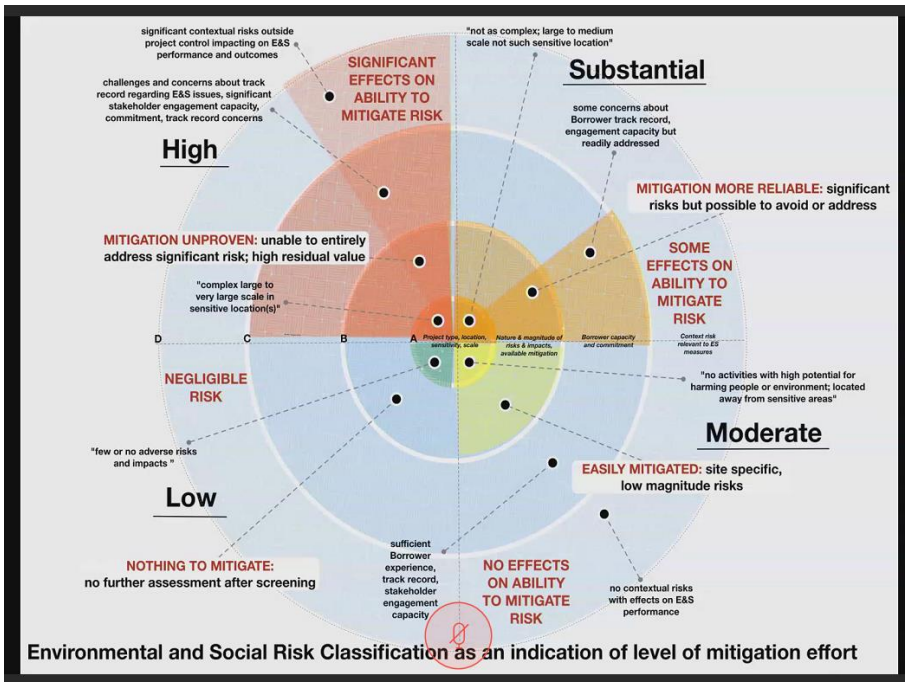

চিত্র: পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকির শ্রেণিবিন্যাস

প্রকল্পটি ইএস দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যম পর্যায়ের ঝুঁকি হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। মধ্যম পর্যায়ের ঝুঁকি উপ প্রকল্পগুলোর জন্য পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নীচের সারণিতে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে, মধ্যম পর্যায়ের ঝুঁকি শ্রেণিতে উপ প্রকল্পগুলোর জন্য সাইট ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সহ একটি আইইই প্রয়োজন। আইইই হলো পরিবেশের উপর প্রস্তাবিত বিভিন্ন পদক্ষেপ/কর্মকাণ্ডের যুক্তিসঙ্গত অপরিবর্তনীয় প্রভাবগুলোর একটি পর্যালোচনা। স্থানীয় কমিউনিটির সাথে অংশগ্রহণ ও পরামর্শ করে সম্ভাব্য প্রভাবগুলো ও উপযুক্ত প্রশমন ব্যবস্থা সনাক্তকরণ গুরুত্বপূর্ণ। কোন আইইই পরিচালনার সাথে জড়িত প্রধান কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে:

- উপ প্রকল্প এলাকায় বেইজলাইন করা, যার মাধ্যমে প্রস্তাবিত উপ প্রকল্পের প্রভাবগুলো মূল্যায়ন করা হবে;
- নির্মাণ পর্যায়ে ও কার্যক্রম পর্বের সময় বেইজলাইনে বড় প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;
- পরিশোধন ও সম্প্রসারণ পদক্ষেপগুলো সনাক্তকরণ;
- সাইটভিত্তিক ইএস পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

সারণি ৮: মধ্যম পর্যায়ের ঝুঁকিপূর্ণ উপ প্রকল্পগুলোর পদ্ধতি

উপ প্রকল্পের পর্যায়	কার্যপ্রণালী	দায়িত্ব
প্রকল্প সনাক্তকরণ/ প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই	• উপ প্রকল্পের ইএস স্ক্রিনিং	ডিপিএইচই ও পিকেএসএফ বিশ্বব্যাংক পর্যালোচনা করবে
সম্ভাব্যতা স্টাডি/ ডিজাইন	• আইইই/ইএসএ পরিচালনা ও ইএসএমপি প্রস্তুত • বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই) কর্তৃক উপ প্রকল্পগুলোর ছাড়পত্র প্রদান। ডিওই থেকে প্রাপ্ত মন্তব্যগুলো উপ প্রকল্পগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।	ডিপিএইচই ও পিকেএসএফ পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই) এবং বিশ্বব্যাংক পর্যালোচনা করবে
	• পাবলিক পরামর্শ (এসইপি অনুযায়ী)	ডিপিএইচই ও পিকেএসএফ
বিস্তারিত নকশা ও টেন্ডারিং	• ডিজাইনের অন্তর্ভুক্ত প্রশমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	ডিপিএইচই ও পিকেএসএফ
	• ইএস বিষয়গুলো বিডিং ডকুমেন্টগুলোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা নিশ্চিত করা	ডিপিএইচই ও পিকেএসএফ
নির্মাণ কাজ	• ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং নিরীক্ষণ	ডিপিএইচই ও পিকেএসএফ
	• প্রয়োজনীয় হিসাবে আইই এবং অন্যান্য ইএস হাতিয়ার হালনাগাদ করা	ডিপিএইচই ও পিকেএসএফ
নির্মাণ পরবর্তী	• ইএস নিরীক্ষা	ডিপিএইচই ও পিকেএসএফ

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন - এমএন্ডই)

পিএমইউ কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (এমএন্ডই) প্রকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হবে। ডিপিএইচই একটি সাধারণ ওয়েভভিত্তিক প্লাটফরম পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে, যা ফলাফল ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে প্রকল্পের অগ্রগতি ট্র্যাক করার জন্য তৈরি করা হবে। প্ল্যাটফর্মটি অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমর্থন করবে, যা প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রকল্পের স্টেকহোল্ডারদের - যেমন ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় ডিপিএইচই এবং পিকেএসএফ কর্মকর্তা এবং পরামর্শদাতাদের মতামত ও পরামর্শ নেবে। সংগ্রহ করা তথ্যগুলিতে প্রকল্পের ফলাফলগুলো আরো বিশ্লেষণ ও যাচাই করার জন্য সুবিধাভোগী পরিবারগুলির তথ্যের পাশাপাশি আউটপুটগুলোর ফটোগ্রাফ সহ ভূ-উপাত্তের তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পিকেএসএফ পুরো প্রকল্পের সময়রেখার মধ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রকল্পের ফলাফলগুলো পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করতে বেশ কয়েক জন স্বতন্ত্র যাচাই পরামর্শক (আইভিসি) নিয়োগ করবে। ডিপিএইচই এবং পিকেএসএফ হালনাগাদ বাস্তবায়নের সিডিউল অনুযায়ী, চুক্তির আলোকে খাতভিত্তিক প্রতিশ্রুতি ও বিতরণ, ফলাফল এবং সুপারিশ সম্বলিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরি ও দাখিল করবে।

ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ডিপিএইচই এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হবে। এছাড়াও, বিশ্বব্যাংক, ডিপিএইচই, পিকেএসএফ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ প্রকল্পের কার্যকারিতার প্রায় তিন বছর পরে বাৎসরিক অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রকল্পের কার্য সম্পাদনের একটি মধ্যমেয়াদী অগ্রগতি পর্যালোচনা (এমটিআর) পরিচালনা করবেন। এমটিআর প্রস্তুতির জন্য, ডিপিএইচই এবং পিকেএসএফ প্রকল্পের অগ্রগতি এবং বাস্তবায়ন কার্যকারিতা এবং সমস্যাগুলির তাৎক্ষণিক/অথবা দীর্ঘমেয়াদী প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় খসড়া প্রস্তাবগুলির নিজস্ব পর্যালোচনা গ্রহণ করবে। প্রকল্পের ক্রিয়াকলাপ এবং মানব সক্ষমতার ফলাফলগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পরীক্ষা করার জন্য একটি স্বাধীন প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালিত হবে।

পরিবেশগত এবং সামাজিক উপকরণসমূহ

ইএসএফ প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ইএস টুলস প্রস্তুত করা হয়েছে:

স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা (এসইপি)

স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্তকরণ পরিকল্পনা (এসইপি) প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে জনসাধারণের মতামত প্রকাশ এবং পরামর্শ সহ স্টেকহোল্ডারদের সাথে জড়িত থাকার জন্য একটি নির্দিস্ট কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছে। এসইপি বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের চিহ্নিত করার উপায়গুলোর মধ্যে রূপরেখা তৈরি করে এবং এমন একটি প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে যার মাধ্যমে তারা উদ্বেগের কারণ, ফিডব্যাক প্রদান বা প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক অভিযোগ করতে পারে। এটি প্রকল্প চক্রের প্রথম দিকে শুরু হবে এবং প্রাসঙ্গিক, স্বচ্ছ, উদ্দেশ্যমূলক, অর্থবহ এবং সহজেই অভিগম্য তথ্যের পূর্ববর্তী প্রকাশ এবং প্রসারণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে যা সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত ও অংশীদারদের সাথে অর্থপূর্ণ পরামর্শকে সক্ষম করে, প্রাসঙ্গিক স্থানীয় ভাষায় এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছে বোধগম্য হয়।

শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এলএমপি)

প্রকল্পের জন্য একটি শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এলএমপি) জাতীয় শ্রম আইনের পাশাপাশি ইএসএস ২ এবং ইএসএস ৪ এর লক্ষ্য এবং প্রয়োজনীয়তাগুলো পূরণ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এলএমপি বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য শ্রম নির্ধারণের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাবগুলির মূল্যায়ন করে, ইএসএস ও শ্রম নীতি এবং বিধানের আলোকে প্রশমিতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের মোকাবেলা করে।

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রতিশ্রুতি পরিকল্পনা (ইএসসিপি)

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ ইএসসিপি তৈরী করেছে, যা প্রকল্পের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার ইএসএস এর সাথে সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নির্ধারণ করে এবং এটি ঋণ গ্রহীতার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পদক্ষেপ। ইএসসিপি, ইএস মূল্যায়নের ফলাফল এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে জড়িত থাকার ফলাফলগুলি বিবেচনা করে। এটি প্রকল্পের সম্ভাব্য ইএস ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলি এড়াতে, হ্রাস করতে বা অন্য উপায়ে প্রশমন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়।

ইএসএমপি বাস্তবায়নের জন্য বাজেট প্রাক্কলন

ইএসএমপি প্রস্তুতির অংশ হিসাবে মনিটরিং কার্যক্রম সহ ইএস বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (ইএসএমপি) বাস্তবায়নের ব্যয় অনুমান করা দরকার। ইএসএমপি এর অংশ হিসাবে এমন অনেক কার্যক্রম আছে যেখানে কোনও অতিরিক্ত প্রত্যক্ষ ব্যয় প্রয়োজন হয় না যেমন স্থানীয় কর্মশক্তি নিয়োগ করা; উপ-প্রকল্পের যানবাহনকে ভাল অপারেটিং অবস্থায় রাখা; অফ-পিক আওয়ারে উপকরণ/পণ্য সরবরাহের সময়সূচী; ভাল ভাবে হাউজকিপিং করা, উপকরণ গুছিয়ে রাখা; বিটুমিন গরম করার জন্য জ্বালানী কাঠের ব্যবহার নিষিদ্ধ; ইত্যাদি। অন্যদিকে, বেশ কয়েকটি কাজের জন্য অতিরিক্ত মূল্য যেমন প্রশিক্ষণ, মনিটরিং, পরামর্শদাতাদের জন্য বাজেট ইত্যাদির প্রয়োজন পড়বে। কিছু প্রশমন ব্যবস্থার জন্য ব্যয় প্রাক্কলনগুলি ইএসএমপি-তে চিহ্নিত করা হবে যা সিভিল ওয়ার্কস চুক্তির অংশ। নীচের সারণীটি একটি নমূণা দেয়া হয়েছে যা সম্পূর্ণ নয়। নির্দিষ্ট নকশা এবং সাইটগুলি নির্দিষ্ট হলে চূড়ান্ত বাজেট প্রস্তুত করা হবে।

সারণি ৯: ইএসএমপি-এর জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাক্কলন

কার্যক্রম	সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ (ইউএসডি)
• ইএস পরামর্শদাতাদের জন্য বাজেট (পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ) @২০০০ ডলার প্রতি মাসে তিন বছরের জন্য	২,১৬,০০০
• এসইপি বাস্তবায়ন	১,৮০,০০০
• ইএসএমপি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	১,০০,০০০
• প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ	৩,০০,০০০
• নির্মাণের সময় ইএমপি	নির্মাণ কাজে অন্তর্ভুক্ত হবে

প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিতে (ডিপিপি) প্রকল্পের সফল ইএস পরিচালনার জন্য বাজেট সহ উপরের কার্যক্রমগুলো প্রতিফলিত হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা ও সক্ষমতা মূল্যায়ন

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা ও এর ভূমিকা

ডিপিএইচই ও পিকেএসএফ প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা। এ দু' টা সংস্থার পিএমইউ-এর যৌথ সহযোগিতায় প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে। নীচের চিত্রে ডিপিএইচই ও পিকেএসএফ-এর দায়িত্বাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

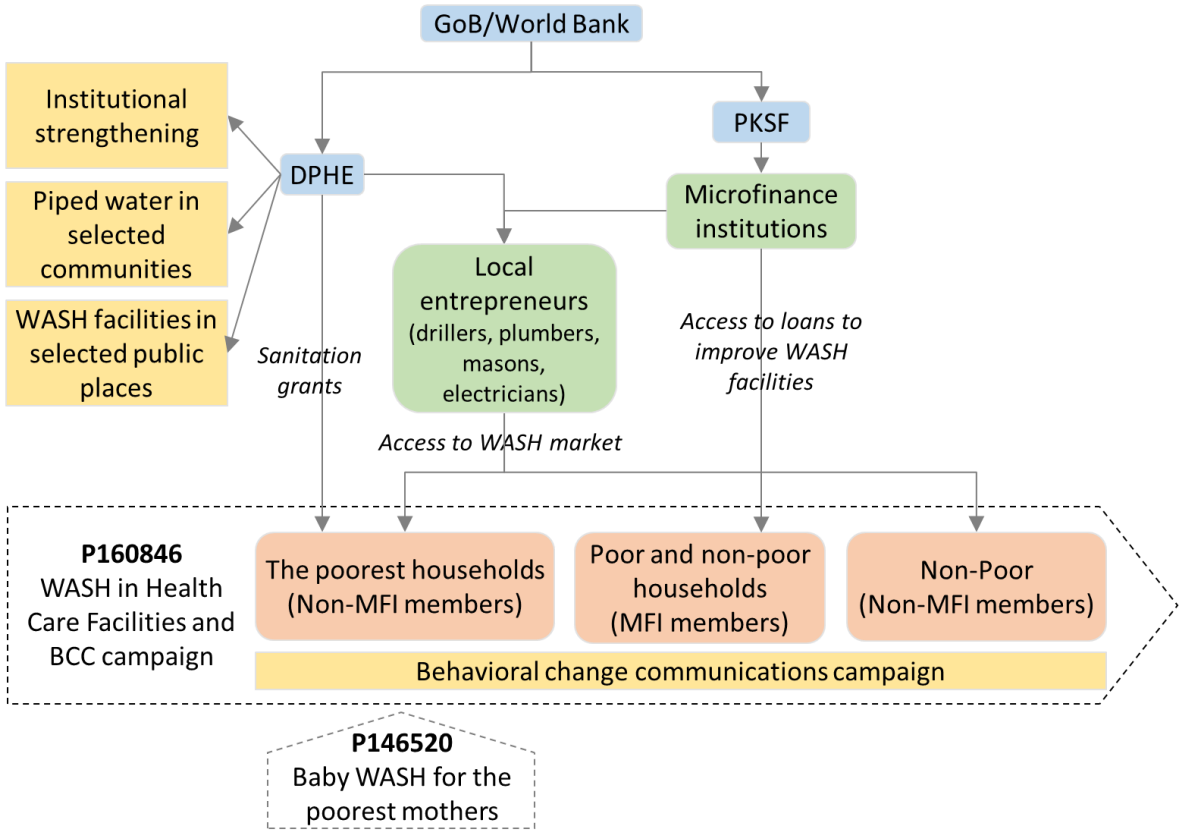

ডিপিএইচই প্রকল্পের আওতায় পাবলিক অবকাঠামো উন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করবে। ওয়াশ স্থাপনার নকশা তৈরি, ক্রয়, নির্মাণ, এবং সম্পাদনসহ যাবতীয় কাজ করার অভিজ্ঞতা বিশ্বব্যাংকের রয়েছে। ডিপিএইচই নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও কমিউনিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সহ গণ ওয়াশ সুবিধা প্রদান এবং অতিদরিদ্রদের জন্য স্যানিটেশন অনুদান প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। ডিপিএইচই উচ্চ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে পানি সরবরাহের সম্ভাব্যতা যাচাই, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বেশিরভাগ ওয়াশ আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগের (বিসিসি) প্রচারণা বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পিএমইউতে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক, একজন উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং ডিপিএইচই-র মধ্য থেকে অথবা বাইরে থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, পরিবেশ ও সামাজিক ও অন্যান্য সহায়তা কর্মীদের মধ্যে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী থাকবে। প্রকল্পের প্রতিবেদনের জন্য হাব/সংযোগস্থল এজেন্সিটি হবে ডিপিএইচই।

পিকেএসএফ প্রকল্পের আওতায় বেসরকারি সম্পদ উন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করবে। এটি অর্থ-মন্ত্রনালয়ের অধীনে একটি 'লাভজনক নয়' অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কাজ করে যা দরিদ্র ও দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষুদ্রঋণ দেয়। পিকেএসএফের বিভিন্ন খাতে বিশ্বব্যাংক এর প্রকল্প পরিচালনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং সম্প্রতি ওবিএ স্যানিটেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করেছে। এই প্রকল্পের আওতায়, পিকেএসএফ মাঠ পর্যায়ে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে মূলধন সরবরাহের জন্য দায়বদ্ধ, যার ফলস্বরূপ পরিবারগুলি তাদের প্রকল্পের এলাকায় ওয়াশ সুবিধাগুলি উন্নত করতে ঋণ সুবিধা পাবে। এ ছাড়া, পিকেএসএফ মাঠ পর্যায়ে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক সহায়তা প্রদান করবে যাতে করে তারা এসডিজি ৬ এর শর্তানুযায়ী ওয়াশ সুবিধার চাহিদা তৈরি এবং স্থাপন করতে পারবে। পিএমইউতে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক এবং কর্মী সমন্বিত হবে যা আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, পরিবেশ ও সামাজিক বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য কর্মীদের পিকেএসএফের মধ্য থেকে অথবা বাইরে থেকে নিয়োগ দেয়া হবে। মূল প্রকল্পের উপাদানগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং পরিবর্তিত বিশ্বব্যাংক প্রকল্পের সাথে তাদের সম্পর্কের একটি পরিকল্পনামূলক চিত্র নীচে দেখানো হয়েছে।

প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)- জাতীয় পর্যায়ে, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগে (এলজিডি) এলজিডি সচিবের সভাপতিত্বে, সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) গঠন করা হবে । পিএসসি কমপক্ষে বছরে দু'বার বৈঠক করবে, অথবা প্রয়োজনে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও কোর্স সংশোধন করার জন্য আরও বেশি সভা করতে পারে। পিএসসিতে ডিপিএইচই, পিকেএসএফ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি থাকবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি)- ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে কার্যকরি ভাবে জড়িত করা হবে প্রকল্পের সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। ওয়াশ সেবা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, সরবরাহ এবং ব্যবস্থাপনা করতে ইউনিয়ন পরিষদের মালিকানা বোধ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। প্রকল্প নথিতে ওয়াশ পরিষেবা সরবরাহে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা স্পষ্ট করার মাধ্যমে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউপি সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এটি অর্জন করতে চায়। মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে গৃহ পরিদর্শন, টার্গেট গ্রুপ সেশন এবং কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিকের মাধ্যমে ওয়াশ আচরণগত পরিবর্তন সম্পর্কে বার্তা দেওয়ার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

সমন্বয় কমিটি-ডিপিএইচই, পিকেএসএফের ঋণদানকারী সহযোগী সংস্থা এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সমন্বয়ে প্রতিটি ইউপিতে একটি ওয়াশ সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানীয় স্তরের সমন্বয়, বিশেষত আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (বিসিসি) প্রচারের জন্য কমিটির নেতৃত্ব দেবে ইউনিয়ন পরিষদ। কমিটির সদস্যরা প্রতি তিন মাস পর তাদের ইউপি-র মধ্যে বিসিসি কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও সমন্বিত করার জন্য সভা করবেন এবং ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।

মূল সংস্থাসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব

মূল সংস্থাসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী নীচের সারণিতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

সারণি ১০: বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্ব

ক্র. নং	সংস্থার নাম	দায়-দায়িত্ব
১	ডিপিএইচই ও পিকেএসএফ (বাস্তবায়নকারী সংস্থা)	• ইএসসিপি এবং ইএস মূল্যায়ন অনুসারে প্রকল্পের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করবে। • পরামর্শদাতা দ্বারা প্রস্তুত সমস্ত ইএস নথি পর্যালোচনা এবং চুড়ান্ত করবে। • ইএসএমপি সফলভাবে প্রয়োগের জন্য পিএমইউকে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। • ইএসএমপি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। • প্রয়োজনে অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করা।
২	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	• ওয়াশ সম্পর্কিত আচরণগত পরিবর্তন এবং যোগাযোগের বিষয়ে প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপন। • ওয়াশ সম্পর্কিত আচরণগত পরিবর্তন, যোগাযোগ, গৃহ পরিদর্শন, টার্গেট গ্রুপ ইত্যাদি বিষয়ে কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও দায়িত্ব প্রদান।
৩	নির্মাণ ঠিকাদার	• ঠিকাদারগণ তাদের চুক্তির বিবরণের অংশ হিসাবে নির্মাণের আগে সাইট নির্দিষ্ট ইএসএমপি তৈরী করবে এবং পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য পিএমইউতে জমা দেবে। • ঠিকাদারকে ইএস ইস্যু, প্রশমিতকরণ এবং পুরো সময়কালে কাজের ফলাফলের উপর একটি মাসিক প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। অপ্রত্যাশিত সমস্যার ক্ষেত্রে ঠিকাদার পিএমইউ এবং পিএমসির সাথে পরামর্শ করবেন। • নিশ্চিত হয়ে নিন যে নির্মাণকাজ অনুমোদিত ইএস উপকরণ এবং সাইট ইএমপি এর সাথে সংগতিপূর্ণ। • পরিবেশগত প্রভাবগুলি নিয়ন্ত্রণ এবং হ্রাস কর। • কোভিড-১৯ প্রোটোকল বজায় রয়েছে তা নিশ্চিত করা। • কর্মীদের মাধ্যমে কোনও সামাজিক ঝুঁকি/প্রভাব পড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা। • সমস্ত কর্মী ও শ্রমিকগণ ইএস বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং তাদের কাজগুলি বোঝেন কিনা তা নিশ্চিত হওয়া।

		• নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা।
৪	প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিএমইউ)	• ইএস ইস্যুগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য, পিএমইউ ইএসসিপি প্রতিশ্রুতি তদারকি করার পাশাপাশি সামাজিক ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের ইএস টুলসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য নিয়োগ করবে। প্রকল্পের ইএস বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং পরিচালনার জন্য পিএমইউ সার্বিকভাবে দায়বদ্ধ।
৫	প্রকল্প ইএস পরামর্শদাতা (পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, সমাজ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ)	• প্রয়োজনীয় ইএস টুলস প্রস্তুতকরণ, মনিটরিং এবং এর বাস্তবায়ন সহ সংশি- ষ্ট ইএস ইস্যুগুলির জন্য প্রকল্প নথি তৈরী করা। • ঠিকাদারের ইএস অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রকল্পের ইএসএমপি অনুসারে পর্যাপ্ততা পরীক্ষা করা। • ঠিকাদারের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য এবং ঠিকাদারের দ্বারা ইএসএমপি এর পর্যাপ্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। • প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় উত্থাপিত হতে পারে এমন যে কোনও ইএস ইস্যুতে পিএমইউকে দিকনির্দেশনা প্রদান। • ঠিকাদারের প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি ইএসএমপি বাস্তবায়নের জন্য তাদের প্রতিশ্রুতি, কাজের মান, সুরক্ষা নির্দেশিকা এবং পদ্ধতির বিবৃতি মেনে চলছে কি না তা যাচাই। • নির্মাণ সাইটগুলিতে স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, সাইটে প্রাথমিক চিকিত্সার সুবিধা, সাইটে দুর্ঘটনা পর্যবেক্ষণ, সুরক্ষা দিক, পিপিই ব্যবহার, প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স ইত্যাদি যাচাই। • সমস্ত নির্মাণ এবং সাইট যানবাহন দেশের সর্বশেষ নির্গমন নিয়ম মেনে চলছে কিনা তা নিশ্চিত করা। • ঠিকাদার এবং সমস্ত শ্রমিকের বৈধ আইডি কার্ড আছে কিনা তা যাচাই। • শ্রমিকদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা, ঠিকাদার মক ড্রিল পরিচালনা করছে কিনা, জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সরানো ব্যবস্থা, জরুরী সমাবেশের ক্ষেত্র, সমস্ত নির্মাণ স্থানে প্রত্যাযি্ত প্রাথমিক চিকিত্সক প্রশিক্ষকের উপস্থিতি। • এলাকায় কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব পর্যবেক্ষণ ও কোভিড-১৯ প্রোটোকল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। কারো লক্ষণ পরিলক্ষিত হলে রিপোর্ট করা হয়েছে কি না বা তাকে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা তদারকি করা। • ইএসএমপি অমান্য করার বিষয়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পিএসইউকে পরামর্শ প্রদান। • ঠিকাদারের সাথে চুক্তির শর্তানুযায়ী কোন কোন শর্তাবলী পূরণ করেছে এবং কোন কোন শর্তাবলী পূরণ করে নাই সে ব্যাপরে মাসিক পারফরম্যান্স প্রতিবেদন জমা দেয়।
৬	প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে সমন্বয় কমিটি	• প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানীয় স্তরের সমন্বয় সাধন করা, বিশেষত আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (বিসিসি) প্রচারের ব্যবস্থা • বিসিসি কার্যক্রম পরিকল্পনা, সমন্বয় ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা
৭	পরিবেশ অধিদপ্তর	• আইইই এবং ইএসএমপি এর পাশাপাশি বার্ষিক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান
৮	বিশ্বব্যাংক	• স্ক্রিনিং ফরমগুলোর পর্যালোচনা, আইইই, ইএসএমপি এবং বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ

ক্যাপাসিটি ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি মূল্যায়ন

দু'টি সংস্থারই সুরক্ষা সমস্যা মোকাবেলার পর্যাপ্ত ধারনা ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং বর্তমানে একই ধরনের Bangladesh Municipal Water Supply and Sanitation Project (BMWSSP) এবং টেকসই উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্পের অনুরূপ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তবে এই দু'সংস্থার জন্যই ইএসএফ নতুন হবে। তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, যথযথ কর্মী নিয়োগ এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। ঝুঁকিগুলি হ্রাস করতে, ডিপিএইচই এবং পিকেএসএফ টার্ম অব রেফারেন্স (টিওআর) অনুযায়ী যথাযথভাবে কর্মী নিয়োগ ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজন হবে। এই প্রকল্পের জন্য তিনজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে (পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্য), যারা প্রকল্পের আওতায় উভয় সংস্থাকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি সামগ্রিক ইএস ঝুঁকি নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী ইএস সামর্থ বৃদ্ধি ও কর্মসূচির উন্নয়নে সহায়তা করবেন। পরিবেশগত ও সামাজিক প্রতিশ্রুতি পরিকল্পনায় (ইএসসিপি) উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি নথিকরণ করবেন এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও গাইডলাইন প্রস্তুত সহ যাবতীয় কাজে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবেন।

কর্মী নিয়োগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, পদ্ধতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণের কর্ম পরিকল্পনা

ডিপিএইচই-র (উপ-উপাদান ৪.১ এর অধীনে) প্রস্তাবিত ওয়াশ পিএমইউতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে: প্রকল্প পরিচালনার জন্য সাত জন কর্মী (আর্থিক ব্যবস্থাপনা, প্রকৌশল, হাইড্রোজোলজিস্ট, পরিবেশগত, সামাজিক, ক্রয় , পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ) নিয়োগ; প্রকল্প পর্যবেক্ষণের জন্য মোট ১২ টি জেলা সমন্বয়কারী; এবং প্রকল্পের অঞ্চলে ডিপিএইচই পরীক্ষাগার দ্বারা পানির গুণগতমানের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ফার্ম/স্বতন্ত্র পরামর্শক মনিটরিং সফটওয়ার এবং ড্যাশবোর্ডের উন্নয়ন (পিএমইউ, ইউপি প্রতিনিধি, টিএ ফার্ম, ঠিকাদার এবং এলইদের প্রশিক্ষণ সহ) এর অন্তর্ভুক্ত কাজের জন্য নিযুক্ত থাকবে; নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং গণ শৌচাগারগুলো নকশা/তদারকি; নলবাহিত পানি ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ সফটওয়্যার/ড্যাশবোর্ডের উন্নয়ন (পানির গুণগতমান সহ) এবং প্রশিক্ষণ পিএমইউ, ইউপি প্রতিনিধি এবং এলই; 'নিরাপদে-পরিচালিত' ওয়াশ পরিস্থিতির বেইজলাইন এবং ইন্ড-লাইন স্টাডি; পানি পরীক্ষার পরীক্ষাগার পর্যবেক্ষণ, সিস্টেমের উন্নয়ন; 'নিরাপদে পরিচালিত' ওয়াশ বিনিয়োগ এবং মানব মূলধনের ফলাফলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে একটি প্রভাব মূল্যায়ন করবে।

পিকেএসএফ-এর উপস্থাপিত ওয়াশ পিএমইউতে (উপ-উপাদান ৪.২) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক আট জন কর্মী (প্রকৌশল, পরিবেশগত, সামাজিক, ক্রয়, এবং এমআইএস বিশেষজ্ঞ) জড়িত থাকবে; প্রকল্প পরিচালক এবং নিরীক্ষা, অর্থ এবং কার্যক্রমের তিন উপ প্রকল্প পরিচালককে খণ্ডকালীন নিয়োগ; এবং পাঁচ জন স্বতন্ত্র যাচাই পরামর্শক মাঠ পরিদর্শন, যাচাইকরণ, এবং মোবাইল পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োগ দেয়া হবে। সংস্থা /স্বতন্ত্র পরামর্শক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এমন কাজের জন্য নিযুক্ত থাকবে: পরিবীক্ষণ সফটওয়্যার এবং ড্যাশবোর্ডের উন্নয়ন (পিএমইউ, এমএফআই, এবং স্বতন্ত্র যাচাই কর্মীদের প্রশিক্ষণ সহ); পরিবারের পানি ও স্যানিটেশন সুবিধার মানদণ্ডের আলোকে ডিজাইন (এসডিজি ৬.১ এবং ৬.২ এর সাথে অনুসঙ্গ); আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগের সামগ্রীর উন্নয়ন (পিএমইউ, ঋণদানকারী কর্মীদের, স্থানীয় উদ্যোক্তাদের, এবং ইউপি সদস্যদের প্রশিক্ষণ সহ); মোবাইল ফোন মনিটরিং সফটওয়্যার এবং ড্যাশবোর্ডের উন্নয়নে সংস্থাগুলির অন্তর্ভূক্তি; পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা সভা ও ভাল অভ্যাস শেয়ার করা; এবং বার্ষিক আর্থিক নিরীক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।

প্রকল্প সময়কালে, ইএস পরামর্শদাতাদের পিএমইউতে মোতায়েন করতে হবে। নিয়মিত বিরতিতে বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ/পিএমইউ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইএস ইস্যুতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ইএস বিশেষজ্ঞগণ সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক সেশনে ফসিলিটেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের (সুপারভাইজার এবং শ্রম সুপারভাইজার) এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অন-জব প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তৃতীয় পক্ষের সংস্থাগুলির প্রয়োজন অনুসারে পিএমইউগুলি (স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ, এনজিও ইত্যাদি) প্রকল্পের সাথে জড়িত লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ঝুঁকি সম্পর্কে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং প্রকল্পটির প্রভাবগুলি প্রশমিত করতে প্রশিক্ষণ ডিজাইন এবং বাস্তবায়ন করবে।

সারণি ১১: সক্ষমতা উন্নয়ন সহায়তা (প্রশিক্ষণ)

প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সুনির্দিষ্টকরণ	লক্ষ্যভুক্ত দল ও সময়সীমা	প্রশিক্ষণ সমাপ্ত
বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষের সহায়তায় (স্বাধীন বিশেষজ্ঞ, এনজিও, ইত্যাদি) ঝুঁকি সম্পর্কে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং প্রভাবগুলি প্রশমিত করতে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠির জন্য প্রশিক্ষণ ডিজাইন ও বাস্তবায়ন করবে। এই ইএসসিপি নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে প্রাথমিক ভাবে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় প্রস্তাব করে। এই প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাটি প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন চাহিদামাফিক অভিযোজন করা হবে।		
ইএসএফ: ইএসএফ প্রশিক্ষণ ও ইএসএস ১০ সহ ইএসএমপি বাস্তবায়ন	***বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের কর্মী যারা প্রকল্পের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।***	প্রকল্পের কার্যকারিতার পূর্বে
কোভিড-১৯ সম্পর্কিত:	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের	প্রকল্পের কার্যকারিতার পূর্বে

প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সুনির্দিষ্টকরণ	লক্ষ্যভুক্ত দল ও সময়সীমা	প্রশিক্ষণ সমাপ্ত
পিপিই ব্যবহার ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নিষ্কাশন (সকলের জন্য) কোভিড-১৯ পরিবেশে কাজ করা (নির্মাণ শ্রমিক) কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কোভিড-১৯ সতর্কতা (সামাজিক দূরত্ব ইত্যাদি) ঝুঁকিপূর্ণ যোগাযোগ, প্রতিরোধ ও কমিউনিটির সম্পৃক্তকরণ (প্রশাসনিক ও পরিচালক কর্মী) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সিডিসি'র নির্দেশিকা অনুসারে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা	কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয়ভাবে সক্রিয় এনজিও, নির্মাণ কাজের ঠিকাদার ও শ্রমিক	
পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা মডিউল ইএসএমপি বাস্তবায়ন কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কর্মস্থলে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিধি কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জরুরি পরিস্থিতিতে প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয়ভাবে সক্রিয় এনজিও, নির্মাণ কাজের ঠিকাদার ও শ্রমিক	প্রকল্পের কার্যকারিতার পূর্বে এবং প্রকল্প সময়কাল পর্যন্ত ছয় মাস অন্তর
শ্রমিক ও তাদের কাজের পরিবেশ জাতীয় প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক কাজের শর্তাবলী ঠিকাদার ও উপ ঠিকাদারের আচরণবিধি শ্রমিক সংস্থাসমূহ শিশুশ্রম ও সর্বনিম্ন বয়সের কর্মসংস্থান বিধিমালা	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ, ঠিকাদার, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মকর্তা, শ্রমিক সরদার (নেতা)	প্রকল্পের কার্যকারিতার পূর্বে
অভিযোগ প্রতিবিধান কৌশল মডিউল নিবন্ধন ও প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি অভিযোগ নথিভুক্তকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কার্য পরিচালনা পদ্ধতি	ইএস, এসডিএস, এইচএস, স্থানীয় সরকার, সিভিল সোসাইটি, স্থানীয় এনজিও এবং ঠিকাদার।	প্রকল্পের কার্যকারিতার পূর্বে এবং এরপর প্রতি ছয় মাসে একবার
লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) ঝুঁকি মডিউল: জিবিভি ঝুঁকি রোধ ও হ্রাস করার জন্য সচেতনতা এবং পদক্ষেপ বৃদ্ধি প্রকল্পে জিআরএম এ লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) সংক্রান্ত আলোচ্য বিষয় ও কার্যাবলী অন্তর্ভুক্তিকরণ	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের স্থানীয় কর্মকর্তা, ঠিকাদার, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মকর্তা, শ্রমিক সরদার (নেতা), স্থানীয় এনজিও এবং ওসিসি কর্মী	প্রকল্পের কার্যকারিতার পূর্বে এবং এরপর বছর শেষে

সংযুক্তি-এ

প্রকল্প ভূক্ত উপজেলার তালিকা

(প্রকল্পের নির্দিষ্ট এলাকা এখনও চুড়ান্ত নয়)

ক্র. নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
১	ময়মনসিংহ	জামালপুর	জামালপুর সদর
২			মাদারগঞ্জ
৩			মেলনদাহ
৪			সরিষাবাড়ী
৫		ময়মনসিংহ	ভালুকা
৬			ফুলপুর
৭			হালুয়াঘাট
৮			গৌরীপুরের
৯			মুক্তাগাছা
১০			ত্রিশাল
১১		শেরপুর	নালিতাবাড়ী
১২			শেরপুর সদর
১৩			শ্রীবর্দি
১৪	রংপুর	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর
১৫			গোবিন্দগঞ্জ
১৬			পলাশ বারী
১৭			সাঘাট
১৮			সাদুল্লাপুরে
১৯			ফলছড়ি
২০		কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর
২১			চিলমারীর
২২			রৌমারী
২৩			চর রাজিবপুর
২৪			ফুলবাড়ি
২৫			উলিপুর
২৬			ভূরংগমারী
২৭			নাগেশ্বরী
২৮			রাজারহাটের
২৯		লালমনিরহাট	হাতিবান্ধার
৩০		নীলফামারী	জলঢাকা
৩১	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আখাউড়া
৩২			বাঞ্ছারামপুর

ক্র. নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
৩৩			নবীনগরে
৩৪			ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর
৩৫		চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর
৩৬			হাইমচর
৩৭			মতলব দক্ষিণ
৩৮			মতলব উত্তর
৩৯			ফরিদগঞ্জ
৪০			কচুয়া
৪১			হাজীগঞ্জে
৪২			শাহরাস্তি
৪২		চট্রগ্রাম	বোয়ালখালী
৪৩			মিরেশ্বরাই
৪৪			পটিয়া
৪৫			সন্দ্বীপ
৪৬			চন্দনাইশ
৪৭			সীতাকুন্ড
৪৮			বাঁশখালীতে
৪৯		কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ
৫০			দাউদকান্দিতে
৫১			তিতাস
৫২			হোমনা
৫৩			লাকসামে
৫৪			মোনহরগঞ্জ
৫৫			লালমাই
৫৬			নাংগলকোর্ট
৫৭		ফেনী	ফেনী সদর
৫৮			ছাগলনাইয়া
৫৯			দাগনভূঞা
৬০		লক্ষ্মীপুর	রামগঞ্জ
৬১			লক্ষীপুর
৬২			রায়পুর
৬৩		নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ
৬৪			সুবর্ণচর
৬৫			কবিরহাট
৬৬	[illegible]	সিলেট	গোলাপগঞ্জ

ক্র. নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
৬৭			জকিগঞ্জ
৬৮			কানাইঘাট
৬৯		হবিগঞ্জ	মাধবপুর
৭০			চুনারুঘাট
৭১			বানিয়াচং
৭২		সুনামগঞ্জ	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ
৭৩			ধর্মপাশা
৭৪			তাহিরপুর
৭৫			জগন্নাথপুরে
৭৬		মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর
৭৭			রাজনগর

সংযুক্তি-বি

পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রিনিং চেকলিস্ট এবং নেতিবাচক প্রকল্প তালিকা

স্ক্রিনিং এর তারিখ	ইউনিয়ন
উপজেলা	জেলা

এ. প্রকল্প সনাক্তকরণ

প্রকল্পের ধরন	প্রকল্পের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা

বি. পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ক্রিনিং চেকলিস্ট

মানদণ্ড	হ্যাঁ	না	মন্তব্য
প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ কি স্থাপনার সাথে সংযুক্ত হবে এবং পূণরায় পর্যালোচনার প্রয়োজন হবে?	☐	☐	
কার্যক্রমসমূহ কাজের পরিস্থিতি এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে বা মহিলা, শিশুশ্রম সহ সম্ভাব্য দুর্বল শ্রেণীর কর্মী নিয়োগ করবে?	☐	☐	
কার্যক্রম ও শ্রমিক নিয়োগের ফলে কি সম্ভাব্য লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) ঘটতে পারে?	☐	☐	
কার্যক্রসমূহ কীটনাশক ও জমি দূষণসহ বিপজ্জনক বর্জ্য এবং দূষণ সৃষ্টি করবে যার জন্য পূণরায় ব্যবস্থাপনা, হ্রাসকরণ, নিয়ন্ত্রণ ও কমপ্লায়েন্স এবং কার্যকর পরিবেশগত মান সম্পর্কে আরও যাচাই প্রয়োজন হবে?	☐	☐	
কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় কমিউনিটির জনগণের ও শ্রমিকদের মধ্যে মেলামেশার পরিবেশ তৈরী হবে কিনা?	☐	☐	
প্রস্তাবিত কার্যক্রমের ফলে সম্ভাব্য পুনর্বাসন, বাস্তুচ্যুতি, জমি অধিগ্রহণ, এবং ব্যক্তি ও কমিউনিটির জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর প্রভাব ফেলতে পারে কিনা?	☐	☐	
কার্যক্রসমূহ কি সংকটপূর্ণ আবাসস্থল, মূল জীববৈচিত্র্য অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংরক্ষিত এলাকাসহ পরিবেশগত তাৎপর্যপূর্ণ অঞ্চলে এবং সুরক্ষিত অঞ্চলে অবস্থিত?	☐	☐	
এই কার্যক্রমগুলি কী আদিবাসীদের প্রভাবিত করবে যেগুলির জন্য আরও যথাযথ যাচাই বাছাই, বিনামূল্যে, পূর্বে অবহিত করার প্রয়োজন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা নথিকরণ প্রয়োজন হবে?	☐	☐	
কার্যক্রমগুলি এমন অঞ্চলে অবস্থিত হবে যেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক (প্রাগৈতিহাসিক), পুরাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, শৈল্পিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ রয়েছে বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে বিবেচিত বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে?	☐	☐	

নেতিবাচক উপ-প্রকল্পের তালিকা যা সিইআরসি এর অধীনে অর্থায়ন করা হবে না

অযোগ্য উপ-প্রকল্পগুলির বৈশিষ্ট্য
সাধারন বৈশিষ্ট্যসমূহ
গুরুতর প্রাকৃতিক আবাসস্থলের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বা অবক্ষয়। বন্যজীবন ও বনাঞ্চল, জাতীয় উদ্যান, সংরক্ষিত বন এবং অভয়ারণ্যের মধ্যে যে কোনও কর্মকান্ড তবে তা সীমিত আকারে নয়।
বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকাভূক্ত সম্পদকে প্রভাবিত করে এমন কোনও ক্রিয়াকলাপ সহ সীমাবদ্ধ নয় তবে সাংস্কৃতিক সম্পদের ক্ষতি করে: • অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক স্থান; এবং • ধর্মীয় স্মৃতিস্তম্ভ, কাঠামো এবং কবরস্থান।
অনৈতিক ভাবে জমি অধিগ্রহণ, বা পুনর্বাসন বা ২০০ জনেরও বেশি লোকের ক্ষতিপূরণ প্রয়োজন
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার IA, IB, or II শ্রেণীতে পড়ে এমন কীটনাশক প্রয়োজন।
পানি ও নদী তীরের প্রতিবেশীদের ক্ষতিগ্রস্থ করে।
সড়ক নতুন প্রাথমিক রাস্তা এবং মহাসড়ক।
সেচ নতুন সেচ ও ড্রেনেজ স্কীম।
বাঁধ যে কোনও বাঁধ নির্মাণ
বিদ্যুৎ শক্তি ১০ মেগাওয়াটের ক্ষমতার বেশি নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন
তেল এবং গ্যাস নতুন অনুসন্ধান, উৎপাদন বা বিতরণ। উৎপাদন বা বিতরণ সিস্টেমের পুনর্বাসন।
আয় মূলক ক্রিয়াকলাপ জ্বালানীর জন্য কাঠের ব্যবহার বা প্রাকৃতিক আবাসস্থল থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ। বিপজ্জনক পদার্থের ব্যবহার।

সংযুক্তি-সি

প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (আইইই)

তারিখ	**ইউনিয়ন**
উপজেলা	**জেলা**

স্নেকশন-১: সাধারন তথ্য

কর্মকান্ডের ধরন	কর্মকান্ডের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	নকশার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিদ্যমান পরিবেশের বর্ণনা: ক্যাচমেন্ট অঞ্চলের ভৌগলিক, জৈবিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিন। (বিশদ বিবরণ এর জন্য অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন)

.....

.....

.....

সেকশন-২: পরিবেশগত পরীক্ষা

ক্র	পরিবেশগত বিষয় /প্যারামিটার	বেইজলাইন / বর্তমান পরিস্থিতি	প্রভাব মূল্যায়ন				প্রস্তাবিত প্রশমন পদক্ষেপ
			প্রভাব? প্রজ.নয় হ্যাঁ, না	বিশালতা নিম্ন, মধ্যম, উচ্চ	প্রভাবগুলি পরিমাপ / পরিমাণ (যদি সম্ভব হয়)	সম্ভাব্য প্রভাবগুলি বর্ণনা করুন (যদি পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব না হয়	
বসতবাড়ি এবং ভিটা উঁচুকরণ/জমি ভরাট/স্কুল/ কমিউনিটির ভূমি উঁচুকরন/নির্মাণ/সংযোগ সড়ক সংস্কার সম্পর্কিত সমস্যা							
1	আবাদযোগ্য/ কৃষিজমির ক্ষতি				ক্ষতিগ্রস্থ জমির পরিমাণ (ডিসিমেল)		
2	জমির উপরের উর্বর মাটির ক্ষতি				জমির উপর থেকে মাটি		

					সংগ্রহ করা জমির পরিমাণ (ডিসিমেল)		
3	জলের স্থবিরতা/ আবর্জনা নিষ্কাশন/ জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি / ঝড়ের চলাচলে (রান-অফকে) প্রভাবিত করে				সম্ভাব্য পয়েন্ট সংখ্যা		
4	গাছ এবং গাছপালা বা বাগান বা গাছের বাগান ধ্বংস				ক্ষতিগ্রস্থ গাছের সংখ্যা		
5	স্থানীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বা মূল্যবান বাস্তুতন্ত্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব				প্রভাবিত বাস্তুতন্ত্রের সংখ্যা		
6	নির্মাণ কার্যক্রমের কারণে শব্দ বেড়েছে				শব্দ দূষণ উৎস সংখ্যা		
7	নদী এবং জলাভূমির মধ্যে প্রাকৃতিক সংযোগের বাধা।				প্রতিবন্ধকতার সংখ্যা		
গ্রামের বাজার বা জমায়েতের জায়গায় কমিউনিটি ল্যাট্রিন সম্পর্কিত সমস্যা							
1	আবাদযোগ্য/কৃষিজমির ক্ষতি				ক্ষতিগ্রস্থ জমির পরিমাণ (ডিসিমেল)		
2	জমির উপরের উর্বর মাটির ক্ষতি				জমির উপর থেকে মাটি সংগ্রহ করা জমির পরিমাণ		

					(ডিসিমেল)		
3	গাছ এবং গাছপালা বা বাগান বা গাছের বাগান ধ্বংস				ক্ষতিগ্রস্থ গাছের সংখ্যা		
4	নির্মাণ কার্যক্রমের কারণে শব্দ বেড়েছে				শব্দ দূষণ উৎস সংখ্যা		
5	জল-উৎস/জলাশয়/বর্জ্য জলের প্রবাহ				প্রভাবিত পয়েন্ট সংখ্যা		
6	ভূপৃষ্ঠের জলের গুণমানকে প্রভাবিত করে				প্রভাবিত ভূপৃষ্ঠ জলের পয়েন্ট সংখ্যা		
7	ভূগর্ভস্থ জলের গুণমানকে প্রভাবিত করে				আক্রান্ত ভূগর্ভস্থ জলের পয়েন্ট সংখ্যা		
8	বর্জ্য বা ল্যাট্রিন পিট থেকে ভূপৃষ্ঠের জলের উৎসকে দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা				সন্দেহভাজন উৎস সংখ্যা		
9	বন্যা থেকে ল্যাট্রিন পিটের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা				সন্দেহভাজন উৎস সংখ্যা		
10	জলবাহিত রোগের সম্ভাবনা				সন্দেহভাজন উৎস সংখ্যা		
11	মলমূত্রের অস্বাস্থ্যকর নিষ্কাশন				সন্দেহভাজন উৎস সংখ্যা		
12	দুর্গন্ধ				উৎস সংখ্যা		

13	লবনক্ততা				লবনক্ত উৎস সংখ্যা		

সংযুক্তি-ডি

সামাজিক প্রভাব নিরূপণ স্ক্রিনিং তথ্য শীট

১. অবস্থান:

গ্রাম	**ইউনিয়ন**
উপজেলা	**জেলা**

১. **কর্মকান্ড: প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত হবে এমন ভৌত/নির্মাণ কার্যক্রমের বিবরণ।**

২ **জনগণ: মহিলা নেতৃত্বাধীন পরিবারের অবস্থা, দারিদ্র্যের নীচে বসবাসকারী মানুষ, নিরক্ষর মানুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। পুরুষ/মহিলা, রেশন প্রাপ্তি, পেশার জননিরাপত্তা এবং সুরক্ষার উদ্বেগ, কমিউনিটির নেতৃত্বস্থানীয় লোক যদি থাকে।**

৩. **জমি: প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত জমির বিবরণ এবং পরিমাণ: (সরকারী/বেসরকারী) এবং জমি অধিগ্রহণের পদ্ধতি।**

৪. **শ্রমিক: নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা, শ্রমিকদের অবস্থান, পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের অনুপাত।**

৫. **জল/স্যানিটেশন/স্বাস্থ্য/সুরক্ষা: এলাকাগুলিতে জল সরবরাহ এবং স্যানিটেশনের অবস্থা, টয়লেটগুলির ধরণ এবং সংখ্যা। পানীয় এবং অন্যান্য ব্যবহারের জন্য জলের উৎস। জলবাহিত এবং ভেক্টরজনিত রোগের অবস্থা। মল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি, যদি থাকে তবে।**

৬. **কোভিড-১৯ মহামারীর অবস্থা: পিপিই, সামাজিক দূরত্ব, প্রশিক্ষণ/ধারনা, সংক্রামিত ঘটনা, বিদেশ থেকে সাম্প্রতিক দর্শক। চিকিৎসা সহায়তার প্রাপ্যতা। তথ্য প্রচারের বিধান (টিভি, রেডিও, ইন্টারনেট, সংবাদপত্র ইত্যাদি)**

৭. **আদিবাসীদের উপস্থিতি এবং সংখ্যা।**

৮. **সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জ্ঞাত অবস্থান।**

৯. **স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা: কোন যোগাযোগ ও সম্পৃক্তা রয়েছে কি না? লোকেরা কি জিআরএম সম্পর্কে জানে? প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে তারা কি কোনও ঝুঁকি, প্রভাব সম্পর্কে সচেতন? তারা কি প্রকল্পের উপাদানগুলি, ঋণের বিধান, উন্নত স্যানিটারি এবং জল সরবরাহ প্রকল্পের বিধান সম্পর্কে সচেতন?**

সংযুক্তি-ই

নমূণা পরিবেশগত ও সামাজিক পরিচালন পরিকল্পনা (ইএসপিএম)

প্রকল্পের পর্যায়	**সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব / সমস্যা**	**প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা**	**প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব**	**তদারকি দায়িত্ব**
প্রাক-নির্মাণ পর্যায়ে	জমি/এবং অন্যান্য ভৌত ক্ষতি	▪ এই প্রকল্পে কোনও জমি অধিগ্রহণের অনুমতি নেই। ▪ খাস জমি স্ক্রিনিং করা, যদি থাকে। ▪ সমস্ত সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সাথে পরামর্শ প্রয়োজন। ▪ সুবিধাবঞ্চিত/দুর্বল ব্যক্তিদের সাথে পৃথক পরামর্শ।	পিএমইউ	পিএমইউ, পিএসসির ও সামাজিক বিশেষজ্ঞ
প্রাক-নির্মাণ পর্যায়ে	অংশীদারদের সম্পৃক্ততা	▪ প্রকল্পের সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করা হবে। ▪ সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সাথে কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ সভা। ▪ সমস্ত ইএস নথি সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারের নিকট প্রকাশ করা। ▪ সমস্ত স্টেকহোল্ডারকে জিআরএম সম্পর্কে অবহিত করা।	পিএমইউ ও ঠিকাদার	পিএমইউ, পিএসসির ও সামাজিক বিশেষজ্ঞ
প্রাক-নির্মাণ পর্যায়ে	সাময়িক অভিগম্যতা হ্রাস	▪ সাময়িক বিকল্প অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।	পিএমইউ	পিএমইউ ও সামাজিক বিশেষজ্ঞ
প্রাক-নির্মাণ পর্যায়ে	সাইট নির্বাচন এবং বাস্তবায়ন পদক্ষেপ: পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল	▪ উপ-প্রকল্প সাইটের নির্বাচন এবং সমস্ত বাস্তবায়ন পদক্ষেপ অবশ্যই পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলের বাইরে হওয়া উচিত। ▪ প্রয়োজনে সাইট নির্বাচনের সময় বন বিভাগের সাথে পরামর্শ করা উচিত।	পিএমইউ	পিএমইউ, পিএসসির ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
প্রাক-নির্মাণ	সাইট প্রস্তুতি:	▪ জলাশয়, প্রাকৃতিক প্রবাহের পথ থেকে	পিএমইউ ও	পিএমইউ,

প্রকল্পের পর্যায়	সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব / সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকি দায়িত্ব
পর্যায়ে	মাটি ক্ষয়; প্রাকৃতিক ড্রেনেজ পরিবর্তন	দূরে স্থাপন। ▪ নলকূপ ও ল্যাট্রিন এর নূন্যতম দূরত্ব বজায় রাখা। ▪ উৎপাদন কুপ ও নলকুপের নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখা। ▪ মাটি কাটা ও ভরাটের কাজগুলি ন্যূনতম সময়ের মধ্যে করুন, সাইট ক্লিয়ারিং এবং গ্রাবিং অপারেশন কেবলমাত্র নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। ▪ মানুষের বাসস্থান এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলগুলির যে কোনও বাধা এড়ানো হবে। ▪ সাইটে বিদ্যমান ঢালু এবং প্রাকৃতিক নিষ্কাশন প্যাটার্নগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করা উচিত নয়। ▪ ঠিকাদারকে নিশ্চিত করা উচিত যে সাইট প্রস্তুতি কার্যক্রম স্থানীয় বাসিন্দাদের কার্যক্রম যেন ব্যাহত না করে।	ঠিকাদার	পিএসসির ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
নির্মাণ কার্যক্রম	নির্মাণ কাজ থেকে শব্দ	▪ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঝামেলা এড়াতে যতদূর সম্ভব নির্মাণ কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকবে। ▪ যেখানেই প্রয়োজন, ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) যেমন কানের প্লাগ, ইয়ারম্যাফস, হেলমেট ইত্যাদি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে কর্মরত ব্যক্তিদের সরবরাহ করতে হবে।	ঠিকাদার	পিএমইউ, পিএসসির ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
নির্মাণ কার্যক্রম	ধুলা	▪ নির্গমন হ্রাস করতে নির্মাণ যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে মেইটেইন করা উচিত	ঠিকাদার	পিএমইউ, পিএসসির

প্রকল্পের পর্যায়	সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব / সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকি দায়িত্ব
		▪ ক্লিয়ারিং, লেভেলিং এবং সাইট গ্রেডিং অপারেশনগুলির ফলস্বরূপ উৎপন্ন ধূলিকণা জল স্প্রিংকার্স ব্যবহার করে দমন করা উচিত। ▪ রাস্তা/অ্যাক্সেস রাস্তায় যানবাহনের চলাচলের কারণে ধুলাবালি উৎপাদন নিয়মিত জল ছিটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।		ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
নির্মাণ কার্যক্রম	নিরাপত্তা বিষয়	▪ অননুমোদিত কর্মীদের প্রবেশ এবং সাইটে সঠিক স্টোরেজ এবং বিপজ্জনক পদার্থের নিয়ন্ত্রণ রোধ করা। ▪ শ্রমজীবীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা প্রশিক্ষণ। ▪ সমস্ত শ্রমজীবীর আইডি কার্ড নিশ্চিতকরণ। ▪ শিশু এবং জোরপূর্বক শ্রমিকদের কোনও ধরণের ক্রিয়াকলাপের জন্য অনুমতি নয়। ▪ সাইট (গুলি) বেড়া দ্বারা সুরক্ষিত করা হবে এবং প্রবেশের স্থান নিয়ন্ত্রণ থাকবে।	ঠিকাদার	পিএমইউ, পিএসসির ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
নির্মাণ কার্যক্রম	ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা	▪ মোটর চালক এবং পথচারীদের উপর প্রভাব কমাতে পর্যাপ্ত বিকল্প ব্যবস্থা করা উচিত। ▪ অ্যাক্সেস রাস্তায় যানবাহনের গতি সীমাবদ্ধ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে ট্রফিক সিগন্যাল ব্যবহার করা। ▪ ট্র্যাফিকের সিগন্যালগুলি বাংলা ভাষায় হওয়া উচিত।	ঠিকাদার	পিএমইউ, পিএসসির ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
নির্মাণ কার্যক্রম	সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি	▪ ভারী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের চলাচল নির্ধারিত রুটে সীমাবদ্ধ থাকবে। সঠিক সংকেত চিহ্ন প্রধান মোড়গুলিতে	ঠিকাদার	পিএমইউ, পিএসসির ও

প্রকল্পের পর্যায়	সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব / সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকি দায়িত্ব
		প্রদর্শিত হবে। ▪ স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে আগে থেকেই রাস্তার বিবর্তন এবং বন্ধগুলি ভালভাবে জানানো হবে। ▪ সংবেদনশীল জায়গাগুলির কাছে যেমন যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যায়। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, নির্ধারিত যানবাহনের যাতায়াত রুট চিহ্নিত করা। ▪ স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ট্র্যাফিক পরিচালনা ও সচেতনতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া।		পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
নির্মাণ কার্যক্রম	শ্রম ইস্যু	▪ শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ, জিবিভি, যৌন হয়রানি, নারী ও শিশু পাচারের পাশাপাশি অবৈধ মাদক ব্যবসা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। ▪ উদ্ভিদের ক্ষতিসাধন, প্রাণী শিকার, বন্যপ্রাণী শিকার, ও গাছ কাটা ইত্যাদি থেকে বিরত রাখতে শ্রমিকদের নিষিদ্ধ করতে হবে। ▪ কোভিড-১৯ প্রোটোকল (পিপিই ইত্যাদি) নিশ্চিত করার পর্যাপ্ত সুবিধা। ▪ শ্রমিকদের পানীয়ের উদ্দেশ্যে ট্রিটেড ওয়াটার সাইটে সরবরাহ করা হবে। ▪ কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও লক্ষণ দেখা দিলে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকা।	ঠিকাদার	পিএমইউ, পিএসসির, সামাজিক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ
নির্মাণ কার্যক্রম	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: নির্মাণের সময় বিপজ্জনক এবং অ-বিপজ্জনক বর্জ্যকে সঠিকভাবে	নিম্নলিখিত দিকগুলি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যাগুলি সমাধানে ভুমিকা রাখে ▪ কাজের সাইট থেকে অবশিষ্ট বর্জ্য অপসারণ। ▪ সাইটে সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ/যানবাহন থেকে বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ।	ঠিকাদার	পিএমইউ, পিএসসির ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ

প্রকল্পের পর্যায়	সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব / সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকি দায়িত্ব
	ব্যবস্থাপনা এবং নিষ্কাশন করা।	▪ কাঠামোগত স্থাপনা এবং সম্পর্কিত নির্মাণ কার্যক্রম থেকে উৎপন্ন স্ক্র্যাপ উপাদানগুলি সংগ্রহ করা, আলাদাভাবে স্টক ইয়ার্ডে সংরক্ষণ করা হবে এবং স্থানীয় পুনর্ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রি করা হবে। ▪ বিপজ্জনক বর্জ্য যেমন। বর্জ্য তেল ইত্যাদি সংগ্রহ করা হবে এবং পাকা ও গণ্ডিযুক্ত অঞ্চলে সংরক্ষণ করা হবে এবং পরবর্তীতে অনুমোদিত পুনর্ব্যবহারকারীদের কাছে বিক্রি করা হবে। ▪ নির্মাণ কাজ থেকে বর্জ্য তৈরী হলে তা যথাযথ নিষ্কাশন। ▪ পিপিই স্বাস্থ্য সন্মতউপয়ে নিষ্কাশণ।		
নির্মাণ কার্যক্রম	স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ঝুঁকিগুলি: দ্রুতগামী, উচ্চতার শব্দে কাজ করা, কাজের সময় আগুন লাগা, ধূমপান, বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন ব্যর্থতা, মোবাইল প্ল্যান্ট এবং যানবাহন এবং বৈদ্যুতিক শক ইত্যাদি সুরক্ষার ইভেন্টগুলির সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা।	▪ প্রকল্পের কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত সমস্ত নির্মাণ সরঞ্জামগুলি জন্য উপযুক্ত ও বৈধ কাগজপত্র এবং প্রয়োজনীয় বীমা ব্যবস্থা। ▪ ঝুঁকি মূল্যায়ন সাইটে সমস্ত ধরণের কাজ শুরুর আগে প্রস্তুত এবং জানানো হবে। ▪ কোনও পিচ্ছিল অঞ্চলের সাইনপোস্ট করুন, পিচ্ছিল অঞ্চলে কর্মরত কর্মীদের জন্য একটি ভাল গ্রিপ সহ উপযুক্ত পাদুকা পরা উচিত তা নিশ্চিত করুন। ▪ পাইপ বসানো বা ড্রেনেজের জন্য গর্ত খোড়া, সেপটিক ট্যাঙ্ক বা ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য খোলা পিট, বা পুরানো পিট খালি/অপসারণের সময় সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলাদের উপস্থিতি বিবেচনায়	ঠিকাদার	পিএমইউ, পিএসসির, সামাজিক ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ

প্রকল্পের পর্যায়	সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব / সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকি দায়িত্ব
	ম্যানুয়াল হ্যান্ডলিং এবং মাংশ পেশীতে টান লাগা, হাত-বাহুর কম্পন, অস্থায়ী বা স্থায়ী শ্রবণশক্তি হ্রাস, তাপের চাপ এবং ত্বকের ত্বকের প্রদাহ ইত্যাদির মতো ঘটনা	নেওয়া উচিত। ▪ সাইটে কর্মীদের সতর্ক করতে একটি সিস্টেম সেট আপ করুন। এটি অস্থায়ী বা স্থায়ী মেইন ফায়ার অ্যালার্ম হতে পারে। ▪ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলি সাইটের চারপাশে চিহ্নিত ফায়ার পয়েন্টগুলিতে অবস্থিত হওয়া উচিত। ▪ পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করার জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও মহড়া ছাড়াও নির্দিষ্ট জরুরি পরিস্থিতি, মোকাবেলা কর্তৃপক্ষ, দায়িত্ব ও দক্ষতার সাথে , জরুরি প্রতিক্রিয়া সাড়া দেয়া এবং দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে জরুরি প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি ও যোগাযোগ । ▪ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম অবশ্যই নিরাপদ এবং সঠিকভাবে সংক্রক্ষণ ও মেইনটেইন করা হবে। ▪ কেবলমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিরা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, বৈদ্যুতিক কাজের জন্য পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) অবশ্যই সমস্ত কর্মীদের সরবরাহ করতে হবে। ▪ পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী এবং প্রাথমিক চিকিৎসকগণ বাংলাদেশের শ্রম আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সাইটে উপস্থিত থাকবেন। ▪ আঠালো ব্যান্ডেজ, অ্যান্টিবায়োটিক মলম, অ্যান্টিসেপটিক ওয়াইপ, অ্যাসপিরিন, নন-ল্যাটেক্স গ্লাভস, কাঁচি, থার্মোমিটার ইত্যাদি সহ প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রি সাইটে সরবরাহ করা		

প্রকল্পের পর্যায়	সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব / সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকি দায়িত্ব
		হবে। ▪ জরুরী ভাবে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা ঠিকাদার দ্বারা প্রস্তুত করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মক-আপ ড্রিলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ▪ সমস্ত সরঞ্জাম কাজের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করুন (সুরক্ষা, আকার, শক্তি, দক্ষতা, কর্মশক্তি, ব্যয়, ব্যবহারকারী গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি), সবচেয়ে কম কম্পনের সরঞ্জাম সরবরাহ করুন যা উপযুক্ত এবং কাজগুলি করতে পারে। ▪ সমস্ত সরঞ্জাম এবং অন্যান্য কাজের সরঞ্জামগুলি রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচী এবং প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী অনুসারে সার্ভিস এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করুন। ▪ শব্দের এলাকা, প্রক্রিয়া এবং সরঞ্জামগুলির নিয়মিত শব্দ এক্সপোজার মূল্যায়ন এবং শব্দ স্তর সমীক্ষা করা যাতে প্রয়োজনে প্রতিকার করা যায়। ▪ গরম বাধা, তাপ নিঃসরণ, হিট স্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন ইত্যাদির মতো গরম পরিস্থিতিতে কাজ করার তাপ সম্পর্কিত অসুস্থতাগুলি তুলে ধরতে নির্মাণের পর্যায়ে জড়িত সমস্ত কর্মীদের সচেতনতা প্রশিক্ষণ সেশনগুলি স্থাপন করা উচিত এবং সরবরাহ করা উচিত। ▪ সাইটের বিভিন্ন জায়গাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল রয়েছে তা নিশ্চিত করুন, ▪ যখনই সম্ভব হয় তখন এক্সপোজারের ঝুঁকি দূর করুন, যেখানে প্রয়োজন		

প্রকল্পের পর্যায়	সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব / সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকি দায়িত্ব
		সেখানে যথাযথ পিপিই সরবরাহ করুন এবং সন্তোষজনক ওয়াশিং এবং পরিবর্তনের সুবিধা রয়েছে তা নিশ্চিত করুন। ▪ ঝুঁকিপূর্ণ সমস্ত কর্মীরা সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে অবগত আছেন তা নিশ্চিত করে নিন, কীভাবে তাদের নিজেদের রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে তাদের পুরো প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত এবং সঠিক পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর তদারকি করা উচিত।		
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	কোলাহলে ও অশান্তি	▪ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম শব্দের অবস্থা নিশ্চিত করুন। ▪ যথাসম্ভব রাতের সময়ের কাজ এড়িয়ে চলুন। ▪ শব্দ মাত্রা নিয়মিত তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ।	পিএমইউ	পিএমইউ, পিএসসির, ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	ল্যাট্রিন ও মল নিষ্কাশনের ফলে দুর্গন্ধ এবং দূষণজনিত কারনে আশেপাশের জলাশয়গুলি, উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতে ক্ষতিগ্রস্ত করা	▪ প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচী নিশ্চিত করা। ▪ সম্ভাব্য লিক পয়েন্টগুলির নিয়মিত পরিদর্শন ও মেরামত করা।	পিএমইউ	পিএমইউ, পিএসসির, ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	ভূগর্ভস্থ জল প্রত্যাহার	▪ এক্সট্রাকশন রেট পর্যবেক্ষণ। ▪ অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার সাথে সমন্বয়।	পিএমইউ	পিএমইউ, পিএসসি, ও

প্রকল্পের পর্যায়	সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব / সমস্যা	প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থা	প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব	তদারকি দায়িত্ব
				পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
ডিকমিশনিং	প্রভাবগুলি নির্মাণ পর্যায়ে তালিকাভুক্ত পরিস্থিতির ন্যায়: ▪ বর্জ্য পদার্থ থেকে দূষণ ▪ কর্মী ও স্থানীয় কমিউনিটির স্বাস্থ্য ঝুঁকি	▪ বিলোপকরণের সময় পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলি হ্রাস বা হ্রাস করার প্রধান শোধন ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাগুলি নির্মাণ পর্বের জন্য চিহ্নিতকরণ। ▪ নিয়মিত তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বায়ু পর্যবেক্ষণ ও পাশাপাশি ভূমি এবং জলাশয়গুলি পর্যবেক্ষণ করা।	পিএমইউ/ঠিকাদার	পিএসসি